গিল মিনিস্ট্রিস

# নতুন

# সৃষ্টির প্রতিমূর্তি

## খ্রীষ্টে আপনি কে সেটা জানা

Dr. A.L. & Joyce Gill

গিল মিনিস্ট্রিস

# নতুন

# সৃষ্টির প্রতিমূর্তি

## পবিত্র আত্মার উপহারের দ্বারা

ডঃ. এ.এল এবং জয়েস গিল

ISBN 0-941975-32-0
© Copyright 1992, 1995
Revised 2017

যদিও এই পুস্তকটি কপিরাইট রয়েছে কিন্তু গিলেরা এগুলিকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করার অনুমতি দিয়েছেন

Web: gillministries.com

## লেখক সম্বন্ধীয়

এ.এল এবং জয়েস গিল আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত স্পিকার, লেখক এবং বাইবেল শিক্ষক। তাঁর প্রেরিত সেবাকাজের ভ্রমণ তাকে বিশ্বের আশি দেশেরও বেশি দেশে নিয়ে গিয়েছে, এবং তারা রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে এক লক্ষাধিক ব্যক্তিকে এবং বহু মিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রচার করেছেন। তার শীর্ষ বিক্রিত বই এবং ম্যানুয়ালগুলোর পনেরো মিলিয়নেরও বেশী অনুলিপি বিক্রি হয়েছে। তাদের লেখাগুলি, যা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, বাইবেল স্কুল এবং সেমিনারগুলির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিশালী জীবন পরিবর্তনের সত্যগুলি তাদের গতিশীল প্রচার, শিক্ষা, লেখার এবং ভিডিও এবং অডিও টেপ মন্ত্রকের মাধ্যমে অন্যের জীবনে বিস্ফোরিত হয়েছে। ঈশ্বরের উপস্থিতির অপূর্ব গৌরব তাদের প্রশংসা ও উপাসনার দ্বারা সেমিনারে অনুভুত হয় এবং তার দ্বারা বিশ্বাসীরা আবিষ্কার করে যে কীভাবে ঈশ্বরের সত্য এবং অন্তরঙ্গ উপাসক হওয়া যায়। বিশ্বাসীরা তাদের শিক্ষার মাধ্যমে অনেকে বিজয় এবং সাহসের এক নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ মাত্রা তাদের জীবনে আবিষ্কার করেছেন। গিলস প্রশিক্ষনের দ্বারা প্রবাহিত ঈশ্বরের নিরাময় শক্তি দিয়ে ঈশ্বর-প্রদত্ত অতিপ্রাকৃত মন্ত্রীদের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে অনেক বিশ্বাসীকে উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র আত্মার সমস্ত নয়টি উপহার তাদের প্রতিদিনের জীবন ও  সেবাকাজে পরিচালিত করার জন্য সাহায্য করেছে তাতে অনেকে অতিপ্রাকৃতভাবে প্রাকৃতিক হতে শিখেছেন। এ.এল. ও জয়েস উভয়েরই মাস্টার্স অফ থিওলজিকাল স্টাডিজ ডিগ্রি রয়েছে। এ.এল. ভিশন ক্রিশ্চিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে থিওলজি ডিগ্রিতে ডক্টর অফ ফিলোসফি অর্জন করেছেন। ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে তাদের সেবাকাজ, যীশুর উপর নির্ভর করে, বিশ্বাসে দৃঢ় এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে শেখানো হয়ে থাকে।তাদের সেবাকাজ পিতার হৃদয়ের ভালবাসার একটি প্রদর্শন। তাদের প্রচার ও শিক্ষার দ্বারা শক্তিশালী অভিষেক, চিহ্ন, আশ্চর্য এবং নিরাময়কারী অলৌকিক চিহ্ন কাজ হচ্ছে এবং তার দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি ঢেউয়ের আকারে নিহিত হচ্ছে। ঈশ্বরের গৌরব এবং শক্তির অপূর্ব প্রকাশগুলি তাদের সভাগুলিতে উপস্থিত হওয়া সকলেই অনুভব করছে।

**ডাঃ এ.এল. ও জয়েস গিল বিশ্বাসীদের যীশুর কাজ করতে সজ্জিত করার জন্য ব্যবহারিক সরঞ্জাম তৈরিতে সর্বদা নিবেদিত রয়েছেন ।**

**তাদের আকাঙ্ক্ষা হল খ্রীস্ট বিশ্বাসীর পরিপক্কতার সকল স্তরে প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য বিজয়ী, অতিপ্রাকৃত জীবনযাপনকে উত্সাহিত করা।**

# শিক্ষক এবং ছাত্রদের জন্য কিছু কথা

যীশু বললেন, '' সমাপ্ত হইল!'' যীশুর উদ্ধারকার্য সম্পূর্ণ করলেন। কিন্তু তবে কেন, এত মানুষ এখনও পরাজয়ের জীবনযাপন করছে? কেন এত বিশ্বাসীরা অসুস্থতাঁর মধ্যে জীবনযাপন করছে? কেন ঈশ্বরের লোকেরা মন্দ শক্তির বন্ধনে বন্দী হয়ে রয়েছে?

শয়তান আমাদের সাথে প্ররোচনা করেছে! সময়ের সাথে সাথে আমরা আমাদের উদ্ধারের সাথে অন্তর্ভুক্ত আশ্চর্য জিনিসগুলির সত্যতা হারিয়ে ফেলেছি।প্রেরিত পৌল লিখেছিলেনঃ

ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে। ২করিন্থিয় ৫:১৭

নতুন সৃষ্টির সাদৃশ্য এই শিক্ষার দ্বারা বিশ্বাসীরা তাদের জীবন-পরিবর্তিত উদ্ঘাতন অপরাধবোধ, নিন্দা, অমূলকতা, হীনমন্যতা এবং অপ্রতুলতা থেকে মুক্ত হবে যাতে তারা খ্রীস্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। এটি বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্টির দ্বারা যা যা করনীয় সেইসমস্ত কিছু করার এবং উপভোগ করার জন্য সাহায্য করবে।

খ্রীষ্টতে নতুন সৃষ্টির অর্থ কি এই শিক্ষার মাধ্যমে এই শক্তিশালী সত্যটি উদ্ঘাতিত হবে।এই সত্যগুলি জানা প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য জরুরি এবং তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি।

আপনি নতুন সৃষ্টির বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্যগুলির সত্যের সাথে নিজেকে যত বেশি পরিচ্ছন্ন করবেন, ততই এই সত্যগুলি আপনার মন থেকে আপনার আত্মায় প্রবেশ করবে। অন্যদের কাছে এই সত্যগুলি প্রচার করার সময় এই পুস্তকটি আপনাকে রূপরেখা প্রদান করবে।

কার্যকর শিক্ষার জন্য ব্যক্তিগত জীবনের চিত্রগুলির প্রয়োজন হয়ে থাকে। লেখকরা এই বিষয়টি বাদ দিয়েছেন তাই শিক্ষকেরা তাদের নিজস্ব জীবনের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, অথবা অন্য কারোর জীবনের উদাহরন দ্বারা ছাত্রদের কাছে তা তুলে ধরবে।এটা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে পবিত্র আত্মা সর্ব বিষয়ে আমাদের শিক্ষা প্রদান করে থাকে।আমরা অধ্যায়ন অথবা শিক্ষা প্রদান করার সময় সর্বদা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হব।

এই অধ্যয়নটি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী অধ্যয়ন, বাইবেল স্কুল, রবিবার স্কুল এবং গৃহ মণ্ডলীর জন্য দুর্দান্ত। অধ্যয়ন চলাকালীন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের উভয়ের কাছে এই পুস্তকটির অনুলিপিগুলি থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রেষ্ঠ পুস্তক সর্বদা মার্জিত , ধ্যান সহকারে লিখিত হয়। আমরা নোট এবং মন্তব্যের জন্য পুস্তকে খালি জায়গা রেখেছি । ফর্ম্যাটটি পর্যালোচনা করার জন্য এবং আপনাকে আবার বিষয়গুলির সন্ধানে সহায়তা করার জন্য একটি দ্রুত রেফারেন্স সিস্টেমের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে। বিশেষ ফর্ম্যাটটি প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একবার এই উপাদানটির মাধ্যমে অধ্যয়ন করার পরে বিষয়বস্তুগুলি অন্যকে শেখানো সম্ভব করে তোলে।

পৌল তিমথি কে লিখেছিলেনঃ

আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সে সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে। ২তিমথিয় ২:২

এই শিক্ষাটি MINDS (মন্ত্রণালয় বিকাশ ব্যবস্থা) ফর্ম্যাটে একটি ব্যবহারিক অংশগ্রহণের বাইবেল কোর্স হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, যা প্রোগ্রামড লার্নিংয়ের জন্য একটি বিশেষভাবে বিকাশযুক্ত।

এই ধারণাটি জীবন, মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা, এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করে, অন্যদের কাছে এই কোর্সটি সহজেই শেখাতে পারে।

## সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| *প্রথম অধ্যায়* | *তার সাদৃশ্যে সৃষ্ট* | *8* |
| *দ্বিতীয় অধ্যায়* | *পিতার সাদৃশ্যে আমাদের স্বরূপ* | *19* |
| *তৃতীয় অধ্যায়* | *পুত্রের সাদৃশ্যে আমাদের স্বরূপ* | *32* |
| *চতুর্থ অধ্যায়* | *নতুন সৃষ্টির স্বরূপ* | *45* |
| *পঞ্চম অধ্যায়* | *আমাদের পুরাতন নিজস্ব স্বরূপের পরিবর্তন* | *54* |
| *ষষ্ঠ অধ্যায়* | *খ্রিষ্টে আমাদের নতুন স্বরূপ* | *68* |
| *সপ্তম অধ্যায়* | *নতুন সৃষ্টির অধিকার* | *82* |
| *অষ্টম অধ্যায়* | *নতুন সৃষ্টির উপকারিতা* | *93* |
| *নবম অধ্যায়* | *নতুন বৈশিষ্ট্যের অংশীদার* | *104* |
| *দশম অধ্যায়* | *ঈশ্বরের বাক্য এবং নতুন সৃষ্টি* | *119* |

## প্রথম অধ্যায়

# তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্ট

**ভূমিকা**

**নতুন সৃষ্টি পুস্তকটির অধ্যায়ন আমাদের এক শক্তিশালী বিষয় প্রকাশ করে যা হল আমরা খ্রীষ্টতে কে - নতুন সৃষ্টির অর্থ কি। এটি অপরাধবোধ, নিন্দা, অপ্রতুলতা এবং হীনমন্যতার অনুভূতি থেকে আমাদের মুক্তি এনে দেবে। এটি সাহসের সাথে আমাদের যীশুখ্রিষ্টের সাথে এক হওয়ার অর্থ কী তা একটি উৎসাহপূর্ণ, জীবন-পরিবর্তনকারী প্রকাশে প্রকাশিত করবে।**

**আমরা জানতে পারব যে ঈশ্বর তাঁর মহান মুক্তিদায়ক কাজের দ্বারা আমাদের কেমন হতে বলছেন।আমরা জানতে পারব যেঃ**

- **নতুন জন্ম**
- **পুনসৃষ্ট আত্মা**
- **এক নতুন সৃষ্টি**

**প্রেরিত পৌল লিখলেন যেঃ**
**২ করিন্থিয় ৫:১৭** ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

**বিশ্বাসী হিসাবে, আমরা নতুন মনুষ্যজাতি, " নতুন জন্মপ্রাপ্ত" জাতি ,আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা বিরাজমান। আমরা খ্রীষ্টেতে নতুন সৃষ্ট। এই পুস্তকে, বিশ্বাসীদের " নতুন সৃষ্টি" বলে উল্লেখিত করা হয়েছে।**

**এই শিক্ষা আমাদের কাছে এটা প্রকাশ করবে যে যীশু কে এবং তাঁর মধ্যে থাকা আমরা কারা।**

**এই শক্তিশালী উদ্ঘাটন দিয়ে, আমরা বিশ্বাসী হিসাবে স্বাধীনতা, কর্তৃত্ব, সাহস, শক্তি, এবং বিজয়ের জীবন এবং সেবাকজের মধ্যে একটি নতুন শক্তিশালীভাবে গমনাগমন করতে পারব।**

**আমরা সাহসের সাথে স্বীকার করবঃ**

**আমি জানি যে যীশু খ্রীষ্টেতে আমি কে!**

**তিনি যে বলেন আমি সেটাই আমি !**

**তিনি যা করতে পারেন আমিও তা করতে পারি!**

**তিনি বলেন আমার যা আছে, আমারও তা আছে!**

## মনুষ্য - ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছে

**আমাদের নতুন সৃষ্টি হিসাবে বুঝতে, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে পুরুষ এবং নারি কীভাবে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল । আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে ঈশ্বরের একটি উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা ছিল যখন তিনি তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে পুরুষ এবং নারি সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদেরকে এই পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন।**

**আদিপুস্তক ১:২৬-২৮** " পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক।

পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।

পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর।

### প্রতিমূর্তি

**আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছি। এবং নতুন সৃষ্টির দ্বারা আমরা তাঁর পুত্রের সাদৃশ্যে পরিবর্তিত হয়েছি। সাদৃশ্য কথার অথ হল, একদম একিরকম দেখতে। অভিধান মতে, "সাদৃশ্য" কথার অর্থ হলঃ**

- **কোনও ব্যক্তির অনুকরণ বা উপস্থাপনা**
- **আয়নার প্রতিবিম্ব দ্বারা সৃষ্ট দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি**
- **একজন মানুষ অনেকটা অন্যের মতো; একটি অনুলিপি; একটি পাল্টা; বা একটি সদৃশতা**
- **একটি স্পষ্ট উপস্থাপনা**

**ঈশ্বর আদমকে তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তাঁকে ঠিক ঈশ্বরের মতো হতে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর দৈহিক দেহে, তাঁর ঈশ্বরের মতো আত্মায় এবং তাঁর আত্মায় ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি, যা ঈশ্বরের জীবন এবং শ্বাস দিয়ে জীবিত ছিল।**

**মানবজাতি এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে এবং গৌরবের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল।**

**১ করিন্থিয় ১১:৭ক** " বাস্তবিক মস্তক আবরণ করা পুরুষের উচিত নয়, কেননা সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও গৌরব;

**ত্রিত্ব সত্বা**

**ঈশ্বর বললেন,** " আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি"।

**তিনি বললেন, " আমাদের" কারন যদিও ঈশ্বর একমাত্রই ঈশ্বর, কিন্তু তিনটি আলাদা সত্বা।**

- **® ঈশ্বর পিতা**
- **® ঈশ্বর পুত্র**
- **® ঈশ্বর পবিত্র আত্মা**

**পুরুষ এবং নারী তাঁর প্রতিমূর্তিতে এবং ত্রিত্ব সত্বায় সৃষ্টি করা হয়েছে।**

- **® আমাদের আত্মা রয়েছে**

  **আমাদের আত্মা আমাদের ঈশ্বর-সচেতন অংশ যা আত্মিক রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত – আমাদের অংশ যা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক এবং সহভাগিতা করে ।**

- **® আমাদের মন রয়েছে**

  **আমাদের প্রান আমাদের অংশ যা মানসিক রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এটি আমাদের বুদ্ধি, আমাদের আবেগ, আমাদের ইচ্ছা। এটি আমাদের সেই অংশ যা চিন্তাভাবনা করতে সাহায্য করে।**

- **® আমাদের দেহ রয়েছে**

  **আমাদের দেহ হচ্ছে শারীরিক অংশ - ঘর যার মধ্যে আত্মা এবং মন থাকে।**

**যেমন ঈশ্বরের ত্রিত্ব সত্বা থাকা সত্বেও এক ঈশ্বর, তেমনি আমাদের তিনটি সত্বা দেহ, মন এবং আত্মা দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছে।**

**সাধু পৌল তাঁর লেখাতে ত্রিত্বত্বের কথা উল্লেখ করেছেন,**

**১ থিষলনীকীয় ৫:২৩** " আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন কালে অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক।

**আমাদের আমাদের নতুন নির্মিত আত্মার একটি প্রকাশ থাকতে হবে এবং এই প্রকাশনের মাধ্যমে, ঈশ্বর আমাদের আত্মা এবং দেহগুলি**

**পুনরায় পুনরুদ্ধার করবেন । এইভাবে, আমরা "সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হব" এবং "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনে নির্দোষ বলে গনিত হব।"**

**ঈশ্বরের জীবন দ্বারা**

**আমরা জানি যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের হাত দিয়ে নিজ প্রতিমূর্তিতে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে জীবন বায়ু দিয়েছিলেন।**

**আদিপুস্তক ২:৭** " আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে [অর্থাৎ মনুষ্যকে] নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।

**ঈশ্বরের জীবন শুধুমাত্র জীবিত থাকার জন্যই নয় বরং এটি জীবনের উৎস।**

**® জোই জীবন**

**নতুন নিয়মে জীবনকে বোঝাতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সুচে শব্দের অর্থ হল প্রাকৃতিক বা মনুষ্য জীবন। জোই শব্দের অর্থ হল ঈশ্বরের চরিত্র এবং জীবন। আমাদের জীবন হচ্ছে জোই জীবন, ঈশ্বরের চরিত্র এবং জীবন, যা প্রত্যেক খ্রীষ্টে নতুন জন্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়েছে।**

**কতটা আনন্দের বিষয় যে আমরা ঈশ্বরের চরিত্র এবং জীবনের দ্বারা জীবিত রয়েছি! আদম এবং হবা পাপ করার ফলে, সেই জোই জীবনকে হারাল। কিন্তু যখন আমরা খ্রীষ্টে পুনরায় নতুন জন্মপ্রাপ্ত হই তখন আমাদের আত্মা ঈশ্বরের জীবনে জীবিত হয়ে ওঠে।**

**শুধুমাত্র ঈশ্বরের জীবনে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। সৃষ্টির সময় ধূলাতে প্রান এল কারন তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের জীবন দেওয়া হয়েছিল।**

**যোহন ১:৩,৪** " সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। তাঁহার মধ্যে জীবন ছিল, এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল।

**® ঈশ্বরের জ্যোতির দ্বারা**

**ঈশ্বরের জীবন হল জ্যোতি; এবং আদম এবং হবার পাপ করার আগে সেই জ্যোতি তাদের মধ্যে উজ্জ্বল গৌরব প্রকাশিত করত।**

**১ যোহন ১:৫** " আমরা যে বার্ত্তা তাঁহার কাছে শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি, তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতি, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই।

**এটিও সম্ভব যে, পতনের আগে; আদম এবং হবা ঈশ্বরের জ্যোতির শুভ্র বস্ত্রে পরিহিত থাকত।**

**® ঈশ্বরের পরিপূর্ণতায়**

আমরা জানি আদম এবং হবার দেহে নিখুঁত স্বাস্থ্য, শক্তি এবং সামর্থ্য ছিল কারণ এগুলি ঈশ্বরের জীবনের অঙ্গ।

ঈশ্বরের জীবন-শ্বাস তাদের রক্তের মাধ্যমে প্রতিটি কোষে প্রবাহিত হয়েছিল, তাদেরকে নিখুঁত স্বাস্থ্য এবং চিরজীবন দান করেছিল। আদম এবং হবা চিরকাল জীবিত থাকার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। যতক্ষণ তাদের মধ্যে ঈশ্বরের জীবন ছিল তারা কোনদিন মরত না।

আদম এবং হবার মন (মন, আবেগ এবং ইচ্ছা) তাদের প্রকৃতি ঈশ্বরের মত ছিল । তাদের আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের জীবন ছিল এবং তাদের মন, ইচ্ছা এবং আবেগ ঈশ্বরের সাথে এক ছিল।

**রাজত্ব প্রদান**

ঈশ্বর আদম ও হবাকে সৃষ্টি করার পরে তাদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম তিনি বলেছিলেন, "তারা সমস্ত কিছুর উপর রাজত্ব করুক!"

**আদিপুস্তক ১:২৬** " পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক।

ঈশ্বর আদম ও হবাকে পৃথিবীর উপর রাজত্ব করার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন। ঈশ্বর পৃথিবী বাদে বাকী সমস্ত মহাবিশ্বের কর্তৃত্ব নিজের কাছে রাখলেন। এবং পৃথিবীতে তিনি তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্ট মনুষ্যকে রাজত্ব করার অধিকার প্রদান করলেন।

**সৃষ্টি করার ক্ষমতা দিয়ে**

যেমন ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা মহাবিশ্ব সৃষ্টি হল, তেমনি আদম এবং হবাকেও চিন্তা, বিশ্বাস এবং সৃষ্টি করার শক্তি প্রদান করা হয়েছিল।

যেহেতু তাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের সাথে এক ছিল, তাই তাদের দ্বারা ঈশ্বরের সৃজনশীল জীবনের অন্যায় উদ্দেশ্যে কোনও কারণে অপব্যবহার হওয়ার কোনও আশঙ্কা ছিল না। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত ছিল এবং তাদেরকে ইতিমধ্যে নিখুঁতভাবে তৈরি সমস্ত কিছুকে বহুবন্ত করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

**আদিপুস্তক ১:২৮** " পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর"।

**ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করার জন্য**

**যখন ঈশ্বর আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁর সাথে তাদের গভীর সহভাগিতা ছিল। তাদের সাথে তিনি সামনাসামনি কথা বলতেন। তারাও সাহসের সাথে ঈশ্বরের সাথে কথা বলত। তাদের মধ্যে দোষ, নিন্দা বা হীনমন্যতার কোনও অনুভূতি ছিল না। ঈশ্বরের সাথে তাদের এক নিখুঁত সম্পর্ক ছিল।**

**ঈশ্বর আদমের প্রতি তাঁর আস্থাভাজন বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিলেন যখন তিনি সমস্ত প্রাণীগুলি তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিলেন যাতে আদম সেগুলির নাম রাখতে পারে।**

**আদিপুস্তক ২:১৯ "** আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্ম্মাণ করিলেন; পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন, তাহা জানিতে সেই সকলকে তাঁহার নিকটে আনিলেন, তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, তাহার সেই নাম হইল।

**স্বাধীন ইচ্ছা**

**ঈশ্বর আদম এবং হবাকে একটি পছন্দ – একটি স্বাধীন ইচ্ছা - স্বাধীন চিন্তসাভাবনা দিয়েছিলেন। তাদেরকে রোবট হিসাবে তৈরি করা হয়নি যার কোন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বা পক্ষে নির্বাচন করার ক্ষমতা নেই বরং তাদেরকে বাধ্য ও অবাধ্য হবার স্বাধীন চিন্তাভাবনা দেওয়া হয়েছিল।**

**এই পছন্দটি ঈশ্বরের নির্দেশকে কেন্দ্র করে এদেন উদ্যানে একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কিত, ভাল ও মন্দ জ্ঞানের গাছ ঈশ্বর বলেছিলেন যে তারা যদি এই গাছটির ফল খায় তবে তারা অবশ্যই মারা যাবে।**

**আদিপুস্তক ২:১৬,১৭ "** আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ্‌-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে।

## পাপের প্রবেশ - মনুষ্যজাতির পতন

**শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়াকে বেছে নিল। আর সেটাই হল পাপ।**

**আদিপুস্তক ৩:৬ "** নারী যখন দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন; পরে আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলেন, আর তিনিও ভোজন করিলেন।

**পাপের ফলে, সমস্ত মনুষ্যজাতির পতন ঘটল।**

**সহভাগিতা হারানো**

**ঈশ্বর তাঁর নিখুঁত পবিত্রতা ও ধার্মিকতায় আর আদম ও হবার সাথে সহভাগিতা করতে পারলেন না। তাদের পাপ তাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের অপরাধবোধ ও নিন্দা তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল।**

**আদিপুস্তক ৩:৮ "** পরে তাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করিতেছিলেন; তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকাইলেন।

**তারা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং নিখুঁত সহভাগিতাকে হারিয়েছিল।**

**ঈশ্বরের জীবনকে হারানো**

**আদম ও হবা যখন নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিল, তখন তারা আত্মিকভাবে মারা গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আর ঈশ্বরের জীবন ছিল না।**

**রোমীয় ৫:১২ "** অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল।

**তাদের আত্মা আত্মিকভাবে মৃত হয়ে গেছিল। তাদের আত্মা অকেজো হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের আত্মার শ্বাস, যা ঈশ্বর আদমের মধ্যে শ্বাস দিয়েছিলেন, তা আর তাদের মধ্যে ছিল না।**

**ঈশ্বরের গৌরব হারিয়ে গেল**

**ঈশ্বরের গৌরব যা আদম এবং হবার আচ্ছাদন ছিল হঠাৎ করে তাও চলে গেল।**

**রোমীয় ৩:২৩ "** কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে।

**তারা হঠাৎ বুঝতে পারল যে তারা উলঙ্গ।**

**আদিপুস্তক ৩:৭ ক "** তাহাতে তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল, এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা উলঙ্গ ।

**আত্মিক উপলব্ধি হারিয়ে গেল**

**আদম এবং হবা যখন আত্মিকভাবে মৃত হয়ে পড়েছিল, তখন তাদের আত্মারা ঈশ্বরের কাছে আর বেঁচে ছিল না। তাদের চিন্তাভাবনা আর ঈশ্বরের চিন্তা ছিল না। তাদের উপলব্ধির উৎস তাদের আত্মা থেকে সঞ্চারিত হয়েছিল, যা এখন মৃত ছিল, এখন শুধুমাত্র তারা প্রাকৃতিক দেহ দ্বারাই অনুভব করতে পারছিল।**

তারা তাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক রাজ্যে জীবনযাপন করতে লাগল। বাস্তবতা এবং সত্য সেটাই হয়ে ওঠল যা তারা দেখতে, শুনতে, গন্ধ, স্বাদ বা স্পর্শ করতে পারে।

**নিখুঁত স্বাস্থ্যকে হারাল**

আদম এবং হবার দেহে আর তাদের শিরার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের জীবন প্রবাহিত হচ্ছিল না। তারা এখন অসুস্থতা, রোগ এবং অবনতির শিকার হয়েছিল। যেই মুহূর্তে তারা পাপ করেছিল, তাদের বয়স হতে এবং শারীরিকভাবে মৃত্যু শুরু হল।

**কর্তৃত্ব হারাল**

আদম এবং হবা এই পৃথিবী জুড়ে তাদের কর্তৃত্ব এবং আধিপত্য হারিয়েছিল। তারা এটিকে শয়তানের কাছে সমর্পণ করেছিল। তারা এখন তাঁর রাজ্যে বাস করছিল, আশাহীনভাবে সেই ব্যক্তির অধীনে বাস করল যে "চুরি, হত্যা, ধ্বংস করতে এই পৃথিবীতে এসেছিল।

**অবিকৃত হওয়া**

একটি অপ্রস্তুত বিশ্বাসীর মন যা ঈশ্বরের বাক্যে পুনর্নবীকরণ হয়নি, প্রায়শই দুষ্ট কল্পনা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে।

**হিতোপদেশ ৬:১৬,১৭,১৮** " এই ছয় বস্তু সদাপ্রভুর ঘৃণিত, এমন কি, সপ্ত বস্তু তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ; উদ্ধত দৃষ্টি, মিথ্যাবাদী জিহ্বা, নির্দ্দোষের রক্তপাতকারী হস্ত, দুষ্ট সঙ্কল্পকারী হৃদয়, দুষ্কর্ম্ম করিতে দ্রুতগামী চরণ।

**তারা ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ**

- ® **গর্ব**
- ® **মিথ্যার জিহ্বা**
- ® **নির্দোষ রক্তপাত**
- ® **মন্দ চিন্তা করা**
- ® **দুষ্কর্ম করা**

**সাধু পৌল অধার্মিক এবং ঈশ্বরবিরুদ্ধ ব্যক্তির বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।**

**রোমীয় ১:১৮-২২** ' কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও অধার্ম্মিকতার উপরে প্রকাশিত হইতেছে, যাহারা অধার্ম্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে। 1কেননা ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জানা যাইতে পারে, তাহা তাহাদের মধ্যে সপ্রকাশ আছে, কারণ ঈশ্বর তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে,

এ জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই; কারণ ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার গৌরব করে নাই, ধন্যবাদও করে নাই; কিন্তু আপনাদের তর্কবিতর্কে অসার হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া তাহারা মূর্খ হইয়াছে ।

## উদ্ধারকর্তার প্রতিজ্ঞা

**প্রথম প্রতিজ্ঞা**

**আদম এবং হবা এদেন উদ্যানে দাঁড়িয়েছিল।**

**® ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং সহযোগিতা বিচ্ছিন্ন হবার পর আশাহীনভাবে**

**® তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে**

**® তাদের নিখুঁত জ্ঞান এবং স্বাস্থ্য হারিয়ে**

**তবে, ঈশ্বর যখন শয়তানের সাথে কথা বলেছিলেন, তখন তিনি একজন মুক্তিদাতার প্রতিস্থাপনের কাজের মাধ্যমে মানবজাতির পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন , যিনি মহিলার বংশ হতে আসবেন।**

**আদিপুস্তক ৩:১৫ "** আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।

**আব্রাহামের বংশ হতে**

**ঈশ্বর অব্রাহামের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে আশীর্বাদ করবেন বলে ত্রাণকর্তার প্রতিশ্রুতিকে নবায়ন করেছিলেন।**

**আদিপুস্তক ১৮:১৮ "** অব্রাহাম হইতে মহতী ও বলবতী এক জাতি উৎপন্ন হইবে, এবং পৃথিবীর যাবতীয় জাতি তাহাতেই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।

**ঈশ্বর ইসহাক এবং যাকোবের কাছে এই চুক্তির প্রতিশ্রুতি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর সমস্ত জাতি তাদের বংশের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ পাবে।একজন উদ্ধারকর্তা আসবেন!**

**দাউদের বংশ হতে**

**ঈশ্বর তাঁর বংশের বিষয়ে দায়ূদের কাছে একটি চুক্তি প্রতিশ্রুতি করেছিলেন। এটিও, আগত মুক্তিদাতা যীশু খ্রিস্টের বিষয়ে উল্লেখিত ছিল।**

**গীতসংহিতা ৮৯:৩৪-৩৬ক** " আমি আমার নিয়ম ব্যর্থ করিব না, আমার ওষ্ঠনির্গত বাক্য অন্যথা করিব না।আমি আমার পবিত্রতায় এক বার শপথ করিয়াছি,দায়ূদের নিকটে কখনও মিথ্যা বলিব না।তাহার বংশ চিরকাল থাকিবে"।

**যিশাইয়ের ভবিষ্যৎবাণী**

**যিশাইয় আগত উদ্ধারকর্তার বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছলেন,**

**যিশাইয় ৯:৬,৭ক** " কারণ একটী বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটী পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে;আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে,এবং তাঁহার নাম হইবে–'আশ্চর্য্য মন্ত্রী,বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'।দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না,যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়,ন্যায়বিচারে ও ধার্ম্মিকতা সহকারে,এখন অবধি অনন্তকাল পর্য্যন্ত।বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে

**আমাদের বিকল্প**

**পাপ এবং মৃত্যু আদম ও হবার বিদ্রোহের ফলাফল ছিল। কেবলমাত্র সর্বশেষ আদমকে আমাদের বিকল্প হিসাবে আসার মধ্য দিয়েই আমরা এই শাস্তি থেকে মুক্ত হতে পারি। যিশাইয় তিপান্ন অধ্যায় আমাদের আসন্ন মুক্তিদাতার একটি দুর্দান্ত চিত্র দেয়।**

**যিশাইয় ৫৩:৪,৫** " সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন;তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত,ঈশ্বরকর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত্ত।

কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ,আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন;আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল,এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।

**আসন্ন মশীহের বিকল্প প্রতিদানমূলক কাজের মাধ্যমে, আদম এবং হবা যা হারিয়েছিল সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করা হবে। মানবজাতি আবার তাদের যে জন্য সৃষ্ট হয়েছিল তা হয়ে উঠবে। নতুন সৃষ্টি পুনরুদ্ধিত হবে!**

## পুনারালোচনার জন্য প্রশ্ন

**১। কেন আদম ও হবার সৃষ্টির সময় ঈশ্বরের মত এতগুলি বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছিল?**

**২। আদম এবং হবার মধ্যে কী ছিল যা তাদেরকে ঈশ্বরের সৃষ্ট অন্যান্য প্রাণী থেকে এত আলাদা করেছিল?**

**৩। মানবজাতির হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি জিনিসের তালিকা তৈরি করুন যা নতুন সৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করা হবে।**

## দ্বিতীয় অধ্যায়
# আমাদের পিতার প্রতিমূর্তি

**ভূমিকা**

**আমাদের নতুন সৃষ্টি চিত্রটি বুঝতে, আমাদের ঈশ্বর পিতাকে জানতে হবে। যেহেতু আমরা তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছি,যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের সত্য প্রতিমূর্তিকে বুঝব ততক্ষন বুঝতে পারব না যে কার দ্বারা আমরা সৃষ্ট হয়েছি।**

**সাধু পৌল লিখেছেন, যখন আমরা প্রভুর গৌরবকে ধারণ করব তখন, আমরা প্রভুর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হব ।প্রকাশ রূপান্তরকে নিয়ে আসে।**

**২ করিন্থিয় ৩:১৮ " কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি"।**

**এই পাঠে, আমরা পিতার মহিমা দেখতে যাচ্ছি। আমরা পিতার ভুল ছবিগুলি প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছি। আমরা পবিত্র আত্মাকে, ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশের মাধ্যমে, আমাদের প্রেমময় স্বর্গীয় পিতার প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করব।**

**আত্মার তিনটি পদক্ষেপ**

**® যীশুর লোক**

**যীশুর লোক পদক্ষেপে, অনেকে একটি নতুন প্রকাশন পেয়েছিল এবং যীশুর সাথে তাদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং সহভাগিতা স্থাপন হয়েছিল।**

**® অসাধারণ নতুনীকরন**

**অসাধারণ নতুনীকরন দ্বারা , অনেকে পবিত্র আত্মার সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং সহভাগীতায় আবদ্ধ হয়েছে।**

**যেহেতু লোকেরা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, তারা পুরাতন স্তবক গ্রন্থগুলি একপাশে রেখেছিল এবং যীশুর কাছে বাইবেলের প্রশংসা প্রকাশের আনন্দ আবিষ্কার করেছিল।**

**দাউদ এটিকে প্রকাশ করেছিলেন,**

**গীতসংহিতা ১০০:৪ " তোমরা স্তব সহকারে তাঁহার দ্বারে প্রবেশ কর, প্রশংসা সহকারে তাঁহার প্রাঙ্গনে প্রবেশ কর, তাঁহার স্তব কর, তাঁহার নামের ধন্যবাদ"।**

**® পিতাকে জানা**

যীশুর শীঘ্রই ফিরে আসার আগে ঈশ্বরের এই বর্তমান পদক্ষেপে, আমরা পিতার সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং সহযোগিতাতে সংযুক্ত হব। আমরা তাঁর সত্য উপাসক হতে চলেছি।

আমরা গাইছি, হাত উরদ্ধে তুলেছি, করতালি দিচ্ছি, চিৎকার করছি, লাফিয়ে উঠছি, এবং উঠোনে প্রভুর সামনে নাচছি। যাইহোক, এখন পিতার উপস্থিতিতে আমারা পবিত্রতম স্থান - পর্দার মধ্যে প্রবেশ করার এক অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা জাগরিত হয়েছে ।

আমরা আর উঠোনে থাকতে সন্তুষ্ট নই। আমরা আমাদের পিতার মুখের সন্ধান করতে, তাঁর চোখকে দেখতে, তাঁর চারপাশে তাঁর ভালবাসার বাহুকে অনুভব করতে এবং তাঁর উপাসনায় তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রত্যাশা করি।

যোহন ৪:২৩ " কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন।

পিতা সত্য উপাসকদের সন্ধান করছেন যারা আত্মায় ও সত্যে তাঁর উপাসনা করতে সময় ব্যয় করবেন, যারা পবিত্র মহাপবিত্র জায়গায় প্রবেশ করবে।

## আমাদের পার্থিব পিতা

আমাদের স্বর্গীয় পিতার চিত্র প্রায়শই আমাদের পার্থিব পিতার বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের পার্থিব পিতার সাথে আমাদের সম্পর্ক স্বর্গীয় পিতার সাথে আমাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

### খুব ব্যস্ত

অনেক পিতারা খুব ব্যস্ত থাকার ফলে তাদের সন্তানদের বড় হওয়ার সাথে সাথে সময় কাটাতে পারে না । হয়ত এটি ভালো কারনেই হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকের মনে আবার প্রশ্ন আসে যে , " ঈশ্বর আমার জন্য কি খুব ব্যস্ত "।

### কঠোর অনুশাসক

কিছু পিতা প্রেম না দেখিয়ে কঠোর শৃঙ্খলা ব্যবহার করে তাদের সন্তানদের সাথে কঠোর আচরণ করে। এই শিশুরা প্রায়শই অনুভব করে যে তাদের স্বর্গীয় পিতা তাঁর মুখের দিকে কড়া, অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যেন তাঁর হাতে একটি লাঠি রয়েছে কেবলমাত্র কেউ লাইন থেকে সরে যাওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষা করছে।

### ভালোবাসার অভাব

অনেকে এমন বাড়িতে বড় হয়েছে যেখানে তাদের পিতা তাদের প্রতি খুব অল্প ভালবাসা বা মনোযোগ দেখিয়েছিলেন। তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, দেখে মনে হয় তারা কখনও তাদের পিতাদের কাছ থেকে অনুমোদন বা স্বীকৃতি পেতে সক্ষম হয় নি।

এগুলির জন্য, তাদের স্বর্গীয় পিতার চিত্রটি তাদের প্রয়োজনগুলির প্রতি অস্বীকৃতি এবং উদাসীনতার হয়ে থাকে। তারা অনুভব করে যে ঈশ্বর তাদের গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করছেন না এবং সত্যই তাদের ভালবাসেন না।

দারিদ্রতা

আবার কেউ কেউ এমন পরিবারে বেড়ে ওঠেন যেখানে তাদের পিতা হয় পরিবারের প্রাথমিক জীবনের প্রয়োজনে পরিবারকে যথাযথভাবে সহায়তা করার জন্য পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেননি বা করেননি। ফলে তারা দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠে।

এই লোকেরা প্রায়ই ঈশ্বরের একটি "দারিদ্র্যের স্বরূপকে" চিন্তা করে থাকে । ঈশ্বর তাদের জীবনের প্রতিটি প্রয়োজন সরবরাহ করবেন বলে বিশ্বাস করতে তাদের অসুবিধা হয়।

অপব্যবহার

অনেক শিশু তাদের পার্থিব পিতা দ্বারা নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে। কিছু আবেগগতভাবে নির্যাতন করা হয়েছে, অন্যরা শারীরিকভাবে এবং এখনও কেউ কেউ যৌন নির্যাতনের মানসিক আঘাতের শিকার হয়েছে।

এটি তাদের স্বর্গীয় পিতাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে বা তাঁর মহান প্রেম এবং স্নেহ গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছে। তারা ঈশ্বরের সামনে নিজেকে দোষী মনে করে বা তাঁর উপর রাগ করে থাকে এবং তারা তাদের জীবন দিয়ে তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে অক্ষম হয়।

## আমাদের স্বর্গীয় পিতা

প্রেম

আমাদের পার্থিব পিতার কাছ থেকে আমরা যে আঘাত, অস্বীকৃতি বা অপব্যবহার পেয়েছি তা বিবেচনা না করেই আমাদের অবশ্যই তাদের ক্ষমা করতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে আরোগ্যতা গ্রহণ করতে হবে যাতে আমরা আমাদের স্বর্গীয় পিতার প্রেমকে বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি এবং উপভোগ করতে পারি।

১ যোহন ৩:১ক " দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই; আর আমরা তাহাই বটে ।

**সাধু পৌল লিখেছেন যে কোন কিছুই আমাদের পিতার ভালোবাসার থেকে পৃথক করতে পারবে না।**

**রোমীয় ৮:৩৮,৩৯ " কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, কি ঊর্দ্ধ স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিতে পারিবে না।**

**ঈশ্বর আমাদের জন্য আনন্দিত হন**

**কঠোর, যত্নহীন পিতার পরিবর্তে, আমাদের একজন স্বর্গীয় পিতা আছেন যিনি আমাদের এত বেশি ভালোবাসেন তিনি আমাদের সাথে খুশী ও গানে উল্লাস করছেন।**

**ভাববাদী সফনিয় ঈশ্বরকে এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ**

**সফনিয় ৩:১৭ " তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্তী, সেই বীর পরিত্রান করিবেন, তিনি তোমার বিষয়ে পরম আনন্দ করিবান, তিনি প্রেমভরে মৌনী হইবেন, আনন্দগান দ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করিবেন"।**

**সফনিয় আনন্দের জন্য যে ইব্রীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটির মূল অর্থ হল " লম্ফ" বা "লাফানো"। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের জন্য আনন্দিত, তিনি লম্ফ দিয়ে অপ্রতিরোধ্য আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন।**

**পিতার এ কেমন আলাদা চিত্র! ঈশ্বর আমাদের জন্য খুবই ব্যস্ত নয়। তিনি কড়া, প্রেমহীন শাসক নয়। তিনি আমাদের শাস্তি দিতে আগ্রহী নন। তিনি গান করে আমাদের নিয়ে আনন্দ করছেন। উনি আমাদের জন্য আনন্দে লাফিয়ে উঠছেন!**

## হৃদয়কে পিতার প্রতি ফেরানো

**আজও, পুরাতন নিয়মের মতোই, ঈশ্বর ভাববাদীদের ব্যবহার করে সন্তানদের অন্তর তাদের পিতাদের দিকে ফিরিয়ে আনেন।**

**মালাখি ৪:৫,৬ ক " দেখ, সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদের নিকটে এলির ভাববাদীকে প্রেরণ করিব। সে সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের হৃদয়, ও পিতৃগণের প্রতি সন্তানদের হৃদয় ফিরাইবে; পাছে আমি আসিয়া পৃথিবীকে অভিশাপে আঘাত করি।**

ঈশ্বর পুত্র-কন্যার হৃদয়কে তাদের পার্থিব পিতাদের এবং তাঁর পুত্র এবং কন্যাদের অন্তরকে তাদের স্বর্গীয় পিতার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

## সহভাগীতার তিনটি বাধা

### পাপ

আদম এবং হবা পাপ না করা পর্যন্ত ঈশ্বরের সাথে নিখুঁতভাবে সহভাগিতা করেছিল। একজন পবিত্র ও ধার্মিক ঈশ্বর পাপের সাথে সহভাগীতা করতে পারেন না।

পরিত্রাণের মুহূর্তে, আমাদের পাপগুলি ক্ষমা করা হয় এবং অপসারণ করা হয়। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং সহযোগিতা শুরু হয়। যদি আমরা পাপ করি তবে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক অব্যাহত থাকলেও, তাঁর সাথে আমাদের সহভাগীতা ভেঙে যায়। কেবলমাত্র তাঁর কাছে আমাদের পাপ স্বীকার করেই এই সহভাগীতা পুনরুদ্ধার করা যায়।

১ যোহন ১:৯ " প্রকৃত জ্যোতি ছিলেন, যিনি সকল মনুষ্যকে দীপ্তি দেন, তিনি জগতে আসিতেছিলেন।

### প্রত্যাখ্যান

অনেককে তাদের পার্থিব পিতারা প্রত্যাখ্যান করে থাকে। এগুলি অপরিকল্পিত বা অযাচিত গর্ভধারণের পরিণতি হতে পারে। সম্ভবত পিতা বিপরীত লিঙ্গের একটি শিশু চান, যা তাদের প্রত্যাশাকে হয়ত পূর্ণ করতে পারে নি।

কোনও ব্যক্তি প্রকৃত প্রত্যাখ্যান, বা প্রত্যাখ্যানের অযৌক্তিক অনুভূতির মুখোমুখি হোক না কেন, তার ফলে তার ব্যক্তিগত জীবনে দুর্দান্ত আবেগের চিহ্ন সর্বদা থেকে যায়।

এই লোকেরা প্রায়শই অনুভব করে যে তাদের স্বর্গীয় পিতাও তাদের অস্বীকার করছেন। তাদের তাঁর ভালবাসা এবং গ্রহণযোগ্যতা পেতে অসুবিধা হয়। কোনও কিছু তাদের সর্বদা তাদের স্বর্গীয় পিতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসতে এবং তাঁর সত্য উপাসক হয়ে উঠতে বাধা দিয়ে থাকে।

যে ব্যক্তির জীবনে প্রত্যাখ্যানের অনুভূতি রয়েছে তাকে অবশ্যই তাদের ক্ষমা করতে হবে যারা তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তার পরে তারা ঈশ্বরের নিরাময় শক্তিকে তাদের আত্মায় অনুভব করতে পারবে।

### ভয়

পিতার উপস্থিতিতে আসার ভয় অনেককে তাঁর সত্য উপাসক হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে। যাইহোক, ভয়ের পরিবর্তে, ঈশ্বর আমাদের

**গ্রহণের একটি আত্মা দিয়েছেন যার দ্বারা আমরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে "আব্বা পিতা" বলতে পারি।**

**রোমীয় ৮:১৫ ‘’** বস্তুতঃ তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তক পুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি।

**“আব্বা” হ'ল আমাদের পিতার সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের এক প্রিয় ভালবাসা। এটি অনুবাদ করা যেতে পারে, "বাবা।"**

**২ করিন্থিয় ৬:১৮ ‘’** এবং তোমাদের পিতা হইব, ও তোমরা আমার পুত্র কন্যা হইবে, ইহা সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু কহেন।”

**কেবলমাত্র আমাদেরই পিতার অপ্রতিরোধ্য ভালবাসার জন্যই তিনি আমাদের তাঁর সন্তান হিসাবে মনোনীত করেছেন।**

**১যোহন ৩:১ক ‘’** দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই; আর আমরা তাহাই বটে।

**আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অভূতপূর্ব ভালবাসার উপলব্ধি আমাদের ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়।**

**দাউদ আমাদের জন্য উদাহরন**

**দায়ূদ এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈশ্বরের অনুগামী ছিলেন। তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতার সাথে উপাসনায় নিবিড় হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন।**

**গীতসংহিতা ২৭:৪ ‘’** সদাপ্রভুর কাছে আমি একটী বিষয় যাচ্ঞা করিয়াছি, তাহারই অন্বেষণ করিব, যেন জীবনের সমুদয় দিন সদাপ্রভুর গৃহে বাস করি, সদাপ্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিবার ও তাঁহার মন্দিরে অনুসন্ধান করিবার জন্য।

**দাউদ তার জীবনের প্রতিটি দিন ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করতে চেয়েছিলেন। তিনি পিতার উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে এবং তাঁর সৌন্দর্যটি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।**

**® গৌরব এবং আরাধনা উৎসর্গ করা**

**গীতসংহিতা ২৭:৬খ ‘’** আমি তাঁহার তাম্বুতে জয়ধ্বনির বলি উৎসর্গ করিব,আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান ও সঙ্গীত করিব।

দায়ূদ জানতেন কীভাবে "উঠোনে" প্রভুর সামনে প্রশংসা করবেন এবং নাচবেন। তবে তিনি আরও চেয়েছিলেন। তিনি পিতার উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে এবং তাঁর মুখের সন্ধান করতে চেয়েছিলেন।

**গীতসংহিতা ২৭:৮** " আমার মন তোমাকে বলিল,[তুমি বলিলে,] 'তোমরা আমার মুখের অন্বেষণ কর;সদাপ্রভু,আমি তোমার মুখের অন্বেষণ করিব।

**® ঈশ্বরের প্রত্যাখানের ভয়**

এমনকি দায়ূদ যতই পিতার উপাসনা করতে চেয়েছিলেন, ততই তিনি অন্তরঙ্গ উপাসনায় পিতার উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে শুরু করেছিলেন, হঠাৎ প্রত্যাখ্যানের ভয়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন।

**গীতসংহিতা ২৭:৯** " আমা হইতে তোমার মুখ আচ্ছাদন করিও না।ক্রোধে তোমার দাসকে দূর করিও না;তুমি আমার সহায় হইয়া আসিতেছ;আমার ত্রাণেশ্বর, আমাকে ফেলিও না, ত্যাগ করিও না।

**® জাগতিক পিতার দ্বারা প্রত্যাখ্যান**

দায়ূদ বাল্যকালে তাঁর পার্থিব পিতার কাছ থেকে প্রত্যাখিত হয়েছিলেন এবং এখন প্রত্যাখ্যানের ভয় তাকে নির্ভয়ে স্বর্গীয় পিতার উপস্থিতিতে প্রবেশে বাধা দিচ্ছিল।

দায়ূদ যখন যুবা ছিলেন, ভাববাদী শমূয়েল পরবর্তী রাজা অভিষেকের জন্য বৈৎলেহমে এসেছিলেন। দায়ূদের বাবা তাঁর অন্যান্য পুত্রদের একত্র করেছিলেন এই আশায় যে তাদের একজনকে রাজা হওয়ার জন্য অভিষিক্ত করা হবে। কিন্তু দাউদকে এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে শমূয়েলের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

এটি এমন এক সময় হতে পারে যখন দায়ূদ তাঁর পার্থিব পিতার দ্বারা গভীর প্রত্যাখ্যান অনুভব করেছিলেন। এটি দায়ূদের হৃদয়ে একটি ভয় তৈরি করেছিল যে তাকে তাঁর স্বর্গীয় পিতাও প্রত্যাখাত করবেন।

তাঁর স্বর্গীয় পিতার উপস্থিতিতে, তাঁর মুখের সন্ধান করতে এবং তাঁর সৌন্দর্য দেখার জন্য যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেছিলেন ততই তিনি গভীর উপাসনায় প্রবেশ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভয় তাঁর হৃদয়কে গ্রাস করে নিয়েছিল।

**® প্রত্যাখ্যান থেকে মুক্তি**

দাউদ বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি তার বাবা এবং মায়ের দ্বারা প্রত্যাখাত হয়েছেন। তিনি সমস্যাটি বুঝতে পেরেছিলেন এবং

তারপরে প্রত্যাখ্যানের অনুভূতির বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় বিবৃতি করেছিলেন।

গীতসংহিতা ২৭:১০ " আমার পিতামাতা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন,কিন্তু সদাপ্রভু আমাকে তুলিয়া লইবেন।

এই প্রত্যাদেশ ঘোষণা করে, দায়ূদ ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আত্মবিশ্বাসের সাথে চলতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর পিতার প্রেম এবং গ্রহণযোগ্যতা অনুভব করেছিলেন যা স্বর্গীয় পিতা তার আত্মায় পরিপূর্ণ করেছিলেন।

## যীশু তার পিতাকে প্রকাশ করলেন

এই পৃথিবীতে যীশুর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পিতাকে প্রকাশ করা। যীশুর পার্থিব পরিচর্যার অবসান ঘটার সময়, তাঁর গ্রেপ্তার, বিচার ও ক্রুশবিদ্ধকরণের ঠিক আগে, যীশু তাঁর পিতাকে পঞ্চাশ বার যোহনের সুসমাচারে চৌদ্দ থেকে সতেরো অধ্যায়ে উল্লেখ করেছিলেন।

তিনি বার বার তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি চাই তোমরা আমার পিতাকে জান!"

"আমাকে জানলে- পিতাকে জানবে"

আমরা যদি যীশুকে জানি, আমরা পিতাকে জানব। সুসমাচারের মাধ্যমে যীশুকে যত বেশি জানার জন্য আমরা যত বেশি সময় ব্যয় করব ততই আমরা পিতাকে জানব।

যোহন ১৪:৭ " যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তবে আমার পিতাকেও জানিতে; এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছ এবং দেখিয়াছ।

সুসমাচারগুলীতে, আমরা যীশুর প্রতি ভালবাসা এবং মমত্ববোধ দেখি যখন তিনি ক্রমাগত লোকদের কাছে পৌঁছাচ্ছিলেন এবং স্পর্শ করছিলেন, তাদের চাহিদা পূরণ করছিলেন, তাদের দেহ নিরাময় করছিলেন এবং তাদের আত্মা পুনরুদ্ধার করছিলেন। এটিই ছিল পিতার প্রেমের প্রকাশ।

যোহন ১৪:৯খ " যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখান?

পিতার ভালোবাসা

যীশু যখন শিশুদের কোলে নিয়ে তাদের চারপাশে হাত রেখেছিলেন, তখন তিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি পিতার ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন ।

**মথি ১৯:১৪** " কিন্তু যীশু কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা স্বর্গ-রাজ্য এই মত লোকদেরই।

**আমাদের পিতা আমাদের তাঁর নিকটবর্তী হতে এবং আমাদের চারপাশে তাঁর হস্ত রাখছেন এই ভালাবাসার চিত্রটা কতটা আশ্চর্যজনক ।**

**যীশু তাঁর আশেপাশের লোকদের সেবা করার সময় তিনি তাঁর পিতার ভালবাসাকে প্রকাশ করেছিলেন।**

**যোহন ১৪:২৩** " যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত বাস করিব।

**কতটা শক্তিশালী উদ্ঘাটন। আসুন এটিকে আমরা উচ্চসহকারে বলি।**

**আমার স্বর্গীয় পিতা আমায় ভালোবাসেন!**

**তিনি যীশুর সাথে আসতে চান এবং আমার মধ্যে বসবাস করতে চান!**

**আমার পিতা আমার মধ্যে তার থাকবার ঘর বানাতে চান!**

**® পিতার দান**

**যীশু বলেছেন আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে পিতার কাছে যাচ্ঞা করি।**

**যোহন ১৬:২৩থ** " আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পিতার নিকটে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন

**আমরা যীশুর নামে এইকারনে যাচ্ঞা করি না কারণ পিতা যীশুকে ভালবাসেন এবং কেবল তাঁর জন্য কাজ করবেন। আমরা যীশুর নামে এই কারনেই যাচ্ঞা করি কারণ যীশুর বলিদানের মাধ্যমেই পিতার সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার হয়েছিল।**

**® পিতার গৃহ**

**যীশু আমাদের তাঁর পিতার বাড়ির বিষয়ে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর পিতার গৃহে আমাদের জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করবেন।**

**যোহন ১৪:২** " আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি।

**ভবিষ্যতে, আমরা পিতার বাড়িতে থাকব। এখানেই আমাদের স্বর্গীয় পরিবার থাকে। আমাদের স্বর্গীয় পিতার সাথে আমাদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে হবে।**

**'' আমি তোমাদের স্পষ্ট বলছি ''**

**যীশু আমাদের পিতার সম্পর্কে স্পষ্টরুপে বলতে চেয়েছিলেন।**

**যোহন ১৬:২৫** '' আমি উপমা দ্বারা এই সকল বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম; এমন সময় আসিতেছে, যখন তোমাদিগকে আর উপমা দ্বারা বলিব না, কিন্তু স্পষ্টরূপে পিতার বিষয় জানাইব।

**এই চারটি অধ্যায়ে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পিতাকে পঞ্চাশ বারের মধ্যে কয়েকটিবার উল্লেখ করেছিলেন যীশু তাঁর মহান আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন যে আমাদের প্রত্যেকে তাঁর পিতার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে আসতে হবে।**

## অপব্যায়ি পুত্র

**প্রায়শই অপব্যায়ি পুত্রের নীতিগর্ভ রূপক প্রচারের বার্তাগুলিতে বা সহযোগিতা পুনরুদ্ধারের আহ্বান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা যতই নীচে নেমে যাই না কেন আমাদের পিতার কাছে ফিরে আসতেই হবে।**

**বিদ্রোহে, অপব্যায়ি পুত্র বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং অবাধ্যজীবনের দ্বারা তার সমস্ত উত্তরাধিকারকে হারিয়ে ফেলেছিল। অতঃপর যখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আসল, তখন সে শূকরের খাদ্য খেতে বাধ্য হল।**

**পুত্র**

**আমরা অধিকাংশই সকলেই পুত্রের সাথে পরিচয় দিতে পারি। আমরা আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে, প্রত্যাখ্যানের ভয়, বা অযোগ্যতা, অনুশোচনা এবং অপরাধবোধে পূর্ণ অনুভব করতে পারি।**

**লুক ১৫:১৭-২০** '' কিন্তু চেতনা পাইলে সে বলিল, আমার পিতার কত মজুর বেশী বেশী খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। 18আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি; 19আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার এক জন মজুরের মত আমাকে রাখ। 20পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল। সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন, ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন।

সে বলেছিল, "আমি আর যোগ্য নই।" এই যুবকটির মত, আজকের অনেক বিশ্বাসীও নিজেকে অযোগ্য মনে করে। তাঁর নিজের একটি অযোগ্য চরিত্র ছিল, তবে এই স্ব-চরিত্রতি নিয়েই সে ঘরে ফিরে এসেছিল।

**পিতা**

**এই নীতিগল্পটি আমাদের স্বর্গীয় পিতার একটি সুন্দর প্রকাশ**

**ঈশ্বর বিচার করেন না!**

**তিনি কঠোর নন!**

**তার সন্তানরা জানো ক্ষমা চায় ফিরে**

**আসে তার জন্য অপেক্ষা করেন!**

**যীশু যা বলেছিলেন সেটি করেছিলেন?**

**লুক ১৫:২০খ "** সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন, ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন।

**আমাদের পিতা প্রত্যাখ্যান করে আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে তিনি তাঁর কাছে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি তাঁর বাহুগুলিকে আমাদের চারপাশে রাখতে চান এবং তাঁর মহান এবং অপ্রতিরোধ্য প্রেমের প্রকাশ হিসাবে আমাদের চুম্বন করতে চান।**

**২১পদ "** তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই।

**পুত্র কী করেছে, বা তিনি তখন কী বলছিলেন তাও পিতা আলোচনা করেননি।**

**২২-২৪ পদ "** কিন্তু পিতা আপন দাসদিগকে বলিলেন, শীঘ্র করিয়া সব চেয়ে ভাল কাপড়খানি আন, আর ইহাকে পরাইয়া দেও, এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও ও পায়ে জুতা দেও; আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী আনিয়া মার; আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি; কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল। তাহাতে তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল।

**পুত্রের প্রতিমূর্তি**

**পিতা জানতেন যে তাকে ছেলের স্ব-প্রতিমূর্তি পরিবর্তন করতে হবে। তিনি তাকে সেরা পোশাক পরিধান করালেন। তিনি নিজের আঙুলে আংটিটি এবং পায়ে একটি নতুন জোড়া জুতো পরালেন।**

একবার আমরা যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করে নিলে, আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের পুত্র ও কন্যা হিসাবে মনোনীত করেন। আমরা তাঁর ধার্মিকতার পোশাক পরিহিত। আমাদের আঙ্গুলগুলিতে তাঁর কর্তৃত্বের আংটি রয়েছে।
প্রেমে তিনি বলছেন, "হায়, আমি কীভাবে তাদের জানতে চাই যে তারা যীশু খ্রীষ্টেতে কে। তারা আমার ছেলের সাথে এক হয়েছে! তারা যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে .ঈশ্বরের ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ হয়েছে। "
সাধু পৌল এই বিষয়ে লিখলেন,
২করিন্থিয় ৫:২১ " যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই।

## নতুন সৃষ্টির প্রতিমূর্তি

যীশুকে তার পিতাকে প্রকাশ করার সম্মতি প্রদান করার সাথে সাথে, আমাদের মধ্যে থাকা স্বর্গীয় পিতার বিকৃত বা অস্পষ্ট ছবির পরিবর্তন ঘটে।

আমরা দায়ূদের মতো প্রভুর সৌন্দর্য দেখতে পাব। আমরা তাঁর মুখকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করব। আমরা তাঁর উপাসক হয়ে উঠব। আমরা আমাদের চারপাশে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা অনুভব করব। যেমন আমরা প্রভুর গৌরব দেখতে পাই, আমাদের পিতার চিত্র পরিবর্তন হবে এবং একই সাথে আমাদের পুরানো স্ব-চিত্রটি একটি নতুন সৃষ্টি চিত্রে পরিবর্তিত হবে।

অনেকে ঈশ্বরের মুখের চেয়ে তার হাতকে চেয়ে থাকে। তারা তাদের নিজস্ব চাহিদা মেটাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে সময়কে অতিবাহিত করছে।

## রূপান্তর

® ঈশ্বরকে খোঁজার দ্বারা

আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি এবং তাঁর মুখের সন্ধানে এবং তাঁর গৌরব দেখার জন্য সময় ব্যয় করি। তখনি, আমরা তাঁর প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত হতে পারব।

২ করিন্থিয় ৩:!৮ " কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্ত্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।

সাধু পৌলের মতই গীতকার দাউদ চিন্তা করেছিলেন।

গীতসংহিতা ১৭:১৫ " আমি ত ধার্ম্মিকতায় তোমার মুখ দর্শন করিব,জাগিয়া তোমার মূর্ত্তিতে তৃপ্ত হইব।

® পিতাকে আরাধানার দ্বারা

আমরা নিজের জীবনের দিকে দেখে এবং রুপান্তেরর ইচ্ছা প্রকাশ করলেই পরিবর্তিত হয়ে যাই না। বরং তাঁর অন্তরঙ্গ ভালবাসা এবং উপাসনায় আমাদের পিতার সাথে সময় কাটানোর দ্বারা পরিবরতিত হই।

আমরা যখন ঈশ্বরের মুখের সন্ধানে সময় কাটাতে থাকি, তখন এটি সন্ধান করতে আমরা "জাগ্রত" হব যে আমাদের মুখগুলো ঈশ্বরের গৌরবতে আলোকিত হয়। যেমন মোশি সিনাই পর্বতে ঈশ্বরের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করে এলেন তখন তার মুখো ঈশ্বরের গৌরবের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

লুক লিখেছেন যে,

লুক ১১:৩৬ " বাস্তবিক তোমার সমুদয় শরীর যদি দীপ্তিময় হয়, কোনও অংশ অন্ধকারময় না থাকে, তবে প্রদীপ যেমন নিজ তেজে তোমাকে দীপ্তি দান করে, তেমনি তোমার শরীর সম্পূর্ণরুপে দীপ্তিময় হইবে।

যখন ঈশ্বর বলেছিলেন " আস আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে মনুষ্য নির্মাণ করি" আমরা সেই সৃষ্টির সময়ের মনুষ্যের মত হয়ে যাব।

## পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। কীভাবে আমাদের স্বর্গীয় পিতার চিত্র আমাদের শৈশব অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হয়?

২। কীভাবে আমাদের স্বর্গীয় পিতার চিত্রকে ঈশ্বরের বাক্যে প্রকাশিত সত্য পিতার চিত্রের সাথে একমত হতে পরিবর্তন করা যেতে পারে?

৩। 2 করিন্থীয় 3:18 অনুসারে, কীভাবে আমরা প্রভুর সাদৃশ্যে রুপান্তরিত হতে পারি?

## তৃতীয় অধ্যায়

# পুত্রের প্রতিমূর্তি

## ঈশ্বরের পুত্র

**নতুন সৃষ্টিতে আমরা কে তার সম্পূর্ণ প্রকাশনের জন্য আমাদের অবশ্যই পুত্রের প্রতিমূর্তির প্রকাশন থাকতে হবে।**

**প্রেরিত পৌল লিখেছিলেন যে ঈশ্বর আমাদের পূর্বপরিচিত, নির্ধারিত, বা ঈশ্বরের পুত্রের প্রতিমূর্তির সাথে মিলিত হওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।**

**রোমীয় ৮:২৯ক** " কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও করিলেন;

**যখন আমরা তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরুপ হব, তখন আমরা নতুন সৃষ্ট হিসাবে সম্পূর্ণ জীবনযাপন করতে পারব।**

**ঈশ্বর**

**প্রেরিত যোহন ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়ে চারটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।**

- **® তিনি অনন্তকালীন স্থায়ী।**
- **® তিনি হলেন ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য।**
- **® তিনি সর্ব কিছুর সৃষ্টিকর্তা।**
- **® তিনি মাংসে মূর্তিমান হলেন এবং আমাদের মধ্যে বসবাস করলেন।**

**যোহন ১:১-৩,১৪** " আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। ৩সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই

**আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন**

**যোহন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের পুত্র দ্বারা সৃষ্ট করা হয়েছিল। আদম এবং হবা তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। আদিপুস্তক ১:২৭** " পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন"।

উদ্ধারকৃত মানবজাতি পুনরায় নতুন সৃষ্ট হতে হবে, যিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিমূর্তিতে আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হতে হবে।

## মনুষ্য পুত্র

### ঈশ্বরত্ব কর্তৃত্ব ত্যাগ করলেন

যীশু এই পৃথিবীতে কুমারীর গর্ভ থেকে মানুষরুপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তখনও সত্যই ঈশ্বর ছিলেন, তবে তিনি অস্থায়ীভাবে ঈশ্বর হিসাবে তাঁর অধিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং মানুষ হিসাবে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি সত্যই মানবতাবাদী, কিন্তু অদ্বিতীয় ঈশ্বর।

ফিলিপিয় ২:৫-৮ " খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগেতেও হউক।ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না,কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন,দাসের রূপ ধারণ করিলেন,মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন;এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন;মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।

এটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে যীশু ঈশ্বর হিসাবে তাঁর অধিকারগুলি পাশে রেখে তিনি নিজেকে মানুষ হিসাবে তৈরি করেছিলেন। যীশু এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে এবং তাঁর সেবা করার সময় যা কিছু করেছিলেন, তিনি মানুষের মতো করেছিলেন, ঈশ্বরের মতো নয়।

### ভ্রান্ত ধারনা

আমরা যদি যীশুকে ঈশ্বর হিসাবে তাঁর শক্তিতে এই পৃথিবীতে বসবাস করার কল্পনা করি তবে, আমরা বুঝতে পারব না যে আমরা কীভাবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হতে পারি।

"হ্যাঁ!" আমরা বলতে পারি, "অবশ্যই, যীশু অসুস্থদের নিরাময় করতে পারেন, ভূতদের তাড়িয়েছিলেন, ঝড়কে শান্ত করেছিলেন বা বহু লোককে খাইয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। তিনি সর্বশক্তিমান ছিলেন! সুতরাং, আমাদের সাথে এর সম্পর্কটি কি? "

যীশু কীভাবে আমাদের জীবনের উদাহরণ হতে পারেন, যদি তিনি পৃথিবীতে ঈশ্বর হিসাবে কাজ করছিলেন? যীশু যদি অতিপ্রাকৃত হিসাবে জীবনযাপন এবং পরিচর্যা করতেন তবে আমাদের অজুহাতটি হত আমরা নিছক মানুষ আমরা কিভাবে এমন হব।

"আমাদের একমাত্র আশা বা উপায় হ'ল, আমাদের সমস্যা, অসুস্থতা বা আর্থিক সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত সাহায্যের প্রার্থনা।

**যদি আমরা যীশুকে ঈশ্বর হিসাবে তাঁর অধিকারগুলি ত্যাগ করে মানুষকে ঈশ্বর যে কর্তৃত্ব দিয়েছেন সেগুলির দ্বারা তিনি এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করেছেন সেইরুপে কল্পনা করি তবে আমরাও যীশুর মত কাজ করার কথা ভাবতে পারব।**

**পৃথিবীতে কর্তৃত্ব**

**যীশু বলেছিলেন,**

**যোহন** ৫:২৪,২৫''সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে। 25সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত হইবে।

**যারা ঈশ্বরের পুত্রের রবকে শুনবে তারাই জীবিত থাকবে।**

**তারপর যীশু বললেন, যোহন ৫:২৬,২৭** '' কেননা পিতার যেমন আপনাতে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও আপনাতে জীবন রাখিতে দিয়াছেন। আর তিনি তাঁহাকে বিচার করিবার অধিকার দিয়াছেন, কেননা তিনি মনুষ্যপুত্র।

**এই বাক্যটি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশু যে কর্তৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ও সেবা করেছিলেন, তা তিনি ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে নয় বরং এটি মানবপুত্র হিসাবে তাঁর কর্তৃত্বে করেছিলেন।**

**যীশু আমাদের জীবনের উদাহরণ হতে সর্বোত্তম যোগ্য। যীশুতে নতুন সৃষ্টি দ্বারা, এই পৃথিবীতে আমাদের ঈশ্বর-প্রদত্ত কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। মানবপুত্র যীশু যেমন করেছিলেন তেমনি আমাদেরও সেই কর্তৃত্বের সাথে কাজ করতে হবে। আমরা যখন পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, তখন পবিত্র আত্মা যীশুর উপরে আসার পরে যেমন কর্তৃত্বের সহিত কাজ করেছিলেন আমরাও সেই একইরুপে কাজ করতে পারব।**

**এখন, আমরা পদগুলী পড়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছি যে যীশু কীভাবে সত্যই আমাদের জন্য উদাহরণ । যীশুর মত আমরাও এই পৃথিবীতে একই কর্তৃত্ব ও শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারি। এবং ঈশ্বর যেমন বলেছিলেন '' তাদের রাজত্ব হোক! '' ঠিক তেমন কর্তৃত্ব নিয়ে জীবনযাপন করতে পারি।**

**শেষ আদম**

**যীশু শেষ আদমরুপে পৃথিবীতে এসেছিলেন।**

**১ করিন্থিয় ১৫:৪৫** “ এইরূপ লেখাও আছে, প্রথম “মনুষ্য” আদম “সজীব প্রাণী হইল;” শেষ আদম জীবনদায়ক আত্মা হইলেন।

**আদম যা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল - যীশু তা করেছিলেন। ঈশ্বর বলেছিলেন, “তাদের কর্তৃত্ব হোক” - যীশু মন্দ শক্তির উপরে, জীবন্ত জিনিসের উপরে এবং সমস্ত উপাদানগুলির উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। তিনি কর্তৃত্বের সাথে জীবনযাপন করেছিলেন।**

**মথি ৭:২৮,২৯** “ যীশু যখন এই সকল বাক্য শেষ করিলেন, লোকসমূহ তাঁহার উপদেশে চমৎকার জ্ঞান করিল; কারণ তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, তাহাদের অধ্যাপকদের ন্যায় নয়।

**® আমাদের মানবিকতা ভাগ করে নিয়েছেন**

**যীশু রক্ত এবং মাংসের দ্বারা আমাদের মানবিকতাকে ভাগ করে নিলেন।**

**ইব্রিয় ২:১৪ক** “ ভাল, সেই সন্তানগণ যখন রক্তমাংসের ভাগী, তখন তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন,

**® প্রলোভিত হয়েছিলেন**

**আমাদের মত তিনিও প্রলোভনের সম্মুখে পড়েছিলেন।**

**ইব্রিয় ৪:১৫** “ কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে।

**যদিও কোনও মানুষের মতো তাঁরও একই রকম প্রলোভন ছিল, তবুও যীশু পাপহীনভাবে জীবনযাপন করেছিলেন ঠিক যেমন আদম ও হবাকে যা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল।**

**® তার কাজ – আমাদের কাজ**

**যীশু খ্রীষ্ট তার সৃষ্ট মানবজাতিকে যা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল তাই করার জন্য পৃথিবীতে এলেন। তিনি ঈশ্বর হিসাবে তাঁর অধিকারগুলি ত্যাগ করলেন এবং এই পৃথিবীতে একজন মানুষ হিসাবে জীবনযাপন এবং সেবা করেছিলেন।**

**যোহন ১৪:১২** “ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি;

**যদি এটি সম্ভব না হত তবে যীশু এই কথাটি কখনই বলতেন না, "যে বিশ্বাস করে সে একই কাজ বা আরও বৃহত্তর কাজ করবে"।**

**® তার শক্তি - আমাদের শক্তি**

**যীশুর সমস্ত শক্তিশালী কাজ এবং পরিচর্যা পবিত্র আত্মার শক্তিতে সম্পন্ন হয়েছিল।**

**লুক ৩:২২ক** " পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের ন্যায়, তাঁহার উপরে নামিয়া আসিলেন,।

**পবিত্র আত্মা তাঁর বাপ্তিস্মের সময়ে তাঁর উপরে আসার আগে পর্যন্ত যীশুর কোন অলৌকিক কাজ বর্ণিত নেই। এটিই ছিল যীশুর পার্থিব পরিচর্যার সূচনা।**

**যীশু বলেছিলেন যে তিনি সুসমাচার প্রচার করার জন্য, অসুস্থকে সুস্থ করতে এবং ভূতদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছেন।**

**লুক ৪:১৮,১৯** " "প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন,দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য;তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন,বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য,অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দ্দান প্রচার করিবার জন্য,উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য,প্রভুত প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করিবার জন্য"।

**যীশু যখন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি পবিত্র আত্মার আগমনের কথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে পবিত্র আত্মা তাঁর অনুসারীদের শক্তি দেবেন।**

**প্রেরিত ১:৮ক** " কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে;।

**আমাদের সেই একই শক্তি রয়েছে যা যীশুর জীবনকে পরিচালিত করেছিল এবং যেমন তিনি পৃথিবীতে কাজ করেছিলেন।**

**যীশুর জীবন সম্পর্কে লেখার সময় লুক একই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন – "শক্তি" এবং "পবিত্র আত্মা"।**

**প্রেরিত ১০:৩৮** " ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন; তিনি হিতকার্য্য করিয়া বেড়াইতেন, এবং দিয়াবল কর্ত্তৃক প্রপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।

**যীশু এসেছিলেন**

**® পিতাকে প্রকাশ করার জন্য**

**যীশু, ঈশ্বরের পুত্র, যিনি পিতার প্রতিমূর্তি ছিলেন।**

**যীশু বলেছিলেন,**

**যোহন ১০:৩০** " আমি ও পিতা, আমরা এক।

**তিনি আরও বলেছিলেন,**

**যোহন ১৪:৬,৭** ‘’ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না। 7যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তবে আমার পিতাকেও জানিতে; এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছ এবং দেখিয়াছ।

**ইব্রিয় পুস্তকের লেখকরা লিখেছিলেন যে যীশু পিতার প্রকৃতির মূর্ত প্রকাশ ।**

**ইব্রিয় ১:৩ক** ‘’ ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক,

**পৌল লিখেছেন যে খ্রীষ্ট হলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি**

**কলসিয় ১:১৫** ‘’ ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি,

**সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যীশু খ্রীষ্ট হলেন তাঁর পিতার প্রতিমূর্তিতে প্রথম সৃষ্ট। আমরাও আবার নতুন সৃষ্টি হিসাবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে জন্মগ্রহণ করি।**

**® পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করা**

**যীশু এই পৃথিবীতে আসার সাথে সাথে তাঁর ইচ্ছা পিতার কাছে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি যখন এই পৃথিবীতে পিতার ইচ্ছাসকল পালন করেছিলেন।**

**যোহন ৬:৩৮** ‘’ কেননা আমার ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসি নাই; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য।

**® শয়তানের কাজকে ধ্বংস করতে**

**যীশু যেখানেই পরিচর্যা করেছিলেন, সেখানেই শয়তানের কাজ ধ্বংস করেছিলেন।যোহন বলেছেন যে, যীশুর পৃথিবীতে আসার প্রধান কারন।**

**১যোহন ৩:৮খ** ‘’ ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য্য সকল লোপ করেন।

## যীশু – আমাদের পরিবর্ত

**পাপের জরিমানা**

**আদম এবং হবার পাপ তাদের পবিত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে দিয়েছিল কারন ঈশ্বর পাপের সাথে সহাবস্থান করতে পারেন না। ঈশ্বর প্রেমের জন্য পাপকে উপেক্ষা করতে পারেননা, কারণ ঈশ্বরও নিখুঁত ন্যায়বিচারক। একজন পবিত্র ও ন্যায়বান ঈশ্বর পাপকে সহ্য করতে পারেন নি।**

**ঈশ্বর বলেছিলেন,**

**আদিপুস্তক ২:১৭খ** " কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে।

**আদম এবং হবা ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছিল। যখন তারা পাপ করেছিল তখন ঈশ্বরের আত্মা তাদের মধ্যে থাকতে পারে না। আদম এবং হবা তাদের সন্তানদের যা দিতে পারে তা আর দিতে পারেনি। তাদের মধ্যে ঈশ্বর-প্রকৃতি চলে গিয়েছিল, এবং একটি পাপ-প্রকৃতি জায়গা করে নিয়েছিল। আদমের পাপ-প্রকৃতি তাঁর বংশধরদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল।**

**১ করিন্থিয় ১৫:২২** " কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে।

**পাপের প্রকৃতি পিতার বংশের মধ্য দিয়ে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলে যায়। যেহেতু এই পৃথিবীর প্রত্যেকের পিতা আছেন, তাই প্রেরিত পৌল লিখেছিলেন,**

**রোমীয় ৩:২৩** " কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে।

**পাপের শাস্তি ছিল আধ্যাত্মিক মৃত্যু এবং এর ফলে শারীরিক মৃত্যু হয়েছিল।**

**রোমীয় ৬:২৩** " কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।

**রোমীয় ৫:১২** " অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল;।

## যীশুর জন্ম

**আমাদের বিকল্প হবার জন্য যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, পবিত্র আত্মার দ্বারা কুমারী গর্ভে ধারণ হয়েছিলেন এবং জন্ম নিয়েছিলেন, এবং তাঁর অলৌকিক ধারণার কারণে, যীশুর পাপের স্বভাব ছিল না। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকৃতি ছিল, যা মানবজাতি হারিয়েছিল।**

## ঈশ্বরের প্রেমের পরিকল্পনা

**মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রায় অকল্পনীয়! যোহন এবং পৌল উভয়েই এটির সম্পর্কে লিখেছিলেন।**

**যোহন ৩:১৬** " কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।

**রোমীয় ৫:৮** " কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন।

**মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের মহান প্রেমের পরিকল্পনায় তাঁর একমাত্র পুত্র, যীশুকে নিখুঁত মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য পাঠানো এবং তারপরে তাঁর পুত্রকে মানবজাতির পাপের জন্য শাস্তি গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত ছিল।**

**১ পিতর ৩:১৮** " কারণ খ্রীষ্টও এক বার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন–সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি অধার্ম্মিকদের নিমিত্ত–যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান। তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায় জীবিত হইলেন।

**যীশু আমাদের জায়গা গ্রহণ করলেন। সমস্ত শাস্তি যা আমাদের প্রাপ্য, তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমাদের জন্য পাপী হয়েছিলেন যাতে আমরা তাঁর ধার্মিকতা পেতে পারি। তিনি আমাদের পাপগুলি বহন করলেন যাতে আমাদের তা সহ্য করতে না হয়।**

**২ করিন্থিয় ৫:২১** " যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই।

**তিনি আমাদের অসুস্থতা, রোগ এবং কষ্ট সহ্য করেছিলেন তাই আমাদের এগুলি সহ্য করার দরকার নেই।**

**যিশাইয় ৫৩:৪** " সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন,আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন;তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত,ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত্ত। কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ,আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন;আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল,এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি,প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি;আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইয়াছেন।

## যীশু - আমাদের মুক্তিদাতা

**পুরাতন নিয়মের প্রথম দিকের লেখাগুলিতে ইয়োব আসন্ন মুক্তিদাতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।**

**ইয়োব ১৯:২৫** " কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্ত্তা জীবিত;তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন।

**দাউদ লিখেছিলেন,**

গীতসংহিতা ১৯:১৪ আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক,হে সদাপ্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা।

**যিশাইয় আসন্ন মুক্তিদাতার বিষয়ে বারবার বলেছেন।**

**যিশাইয় ৪৪:৬** '' সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তাহার মুক্তিদাতা,বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন,আমিই আদি, আমিই অন্ত,আমি ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।

**দাসত্ব থেকে মুক্তি**

**পুরো পুরাতন নিয়ম জুড়ে, আর্থিক সমস্যায় পড়ে থাকা ব্যক্তি নিজেকে বা তার পরিবারকে দাসত্বের মধ্যে বিক্রি করে দিত। এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যদি কোনও আত্মীয় দ্বারা "মুক্তি" হয় বা তারা পর্যাপ্ত অর্থোপার্জনে করতে পারে তবে নিজেরাই দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। কখনও কখনও অনেক বছর সেবা বা অস্বাভাবিক সাহসী কাজের কারণে তারা মুক্ত হত।**

**শাস্ত্রে আমরা দেখি যে পাপ এবং তাদের কর্তা শয়তান মানবজাতিকে নিজের দাস করে রেখেছে।**

**তার রক্ত দ্বারা**

**মানবজাতি কোনও জাগতিক মূল্য দ্বারা মুক্তি পেতে পারে না - রুপা বা সোনার দ্বারা নয় – কোনও কাজের দ্বারাও নয়। তাদের মুক্তির মূল্য হ'ল ঈশ্বরের চিরন্তন পুত্রের রক্ত যিনি মাংসরুপে জন্মগ্রহন করেছিলেন। এটি এক অসীম মূল্যবান রক্ত , এই রক্ত এত শক্তিশালী যে এটি সমস্ত মানবজাতির পাপকে ধৌত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।**

**১ পিতর ১:১৮,১৯** '' তোমরা ত জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, 19কিন্তু নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ।

**মুক্ত হওয়া**

**এই পদে অনুবাদ করা গ্রীক শব্দ "মুক্তি পেয়েছে" মুল্যের মাধ্যমে মুক্ত বা মুক্ত করার কথাকে জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা, যারা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর হয়েছি, এখন ক্রয়ের মাধ্যমে মুক্তিদাতার হয়ে গেছি।**

**যোহন ৮:৩৬** '' অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবে।

**যীশু কেবল আমাদের মুক্তি দেননি, তিনি আমাদের স্বাধীনতাও দিয়েছেন! তিনি আমাদের তাঁর নিজের মূল্যবান রক্ত দিয়ে**

**কিনেছেন। আমরা তাঁর হয়ে গেলাম এবং আমাদের মুক্তি দেওয়ার অধিকার তাঁর কাছে ছিল।**

**রাজা এবং যাজক হবার জন্য**

**নিম্নলিখিত পদটিতে "মুক্তি" অনুবাদ করা মূল শব্দটি অ্যাগোরাজোর অর্থ "বাজারে গিয়ে ক্রয় করা।" যীশু খ্রীষ্ট আমাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন যাতে তাঁর মধ্য আমরা রাজা এবং যাজক হই।**

**প্রকাশিত বাক্য ৫:৯,১০** ‘’ আর তাঁহারা এক নূতন গীত গান করেন, বলেন,‘তুমি ঐ পুস্তক গ্রহণ করিবার ও তাহার মুদ্রা খুলিবার যোগ্য; কেননা তুমি হত হইয়াছ,এবং আপনার রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে ক্রয় করিয়াছ; এবং মাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ; আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে।’

**অনন্তকালের জন্য**

**যৌগিক শব্দটি, ‘’এক্সগোরাজো’’ গালাতীয় ৩:১৩ পদে "মুক্তি" বলে অনুবাদিত হয়েছে, এর অর্থ হল "ক্রয় করা যাতে সেটি কখনই ফেরত দিতে না হয়।"**

**গালাতীয় ৩:১৩ক** ‘’ খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

**আমাদের হয়ে খ্রীস্টের মুক্তির কাজ দ্বারা, আমরা পাপের দাসত্ব থেকে ক্রীত হয়েছি, তাই সম্পূর্ণ এবং কার্যকরভাবে, যে আমরা আবার দাসত্বে ফিরে যাব না সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হতে পারি।**

**এটি রোমীয় সময়কালে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারন তখন দাসদের বারবার নিলামের দ্বারা বিক্রীত করা হত।**

## যীশু আমাদের পরিচয়

**তার সঙ্গে একাত্ম**

**যখন আমরা যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা রুপে বিশ্বাস করব আমাদের জীবনে এক আশ্চর্য কাজ হয়, তখন ঈশ্বর পবিত্র আত্মা আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। আমরা তার দেহ হয়ে যাই।**

**১ করিন্থিয় ১২:১৩,২৭** ‘’ ফলতঃ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি। তোমরা খ্রীষ্টের দেহ, এবং এক এক জন এক একটী অঙ্গ।

**যীশু খ্রীষ্টের মুক্তহীন কাজের কারণ কেবলমাত্র আমরা তাঁর সাথে স্বর্গে থাকতে পারব তাই নয়। বরং পিতর লিখেছিলেন যে যীশু খ্রীষ্ট এমন একটি উপায় প্রদান করেছিলেন যার দ্বারা আমরা ধার্মিকতায় জীবনযাপন করতে পারি।**

**১ পিতর ২:২২,২৪** " তিনি পাপ করেন নাই, তাঁহার মুখে কোন ছলও পাওয়া যায় নাই"। তিনি আমাদের "পাপভার তুলিয়া লইয়া" আপনি নিজে দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই; "তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ"।

**আমাদের হয়ে পাপী হলেন**

**আমাদের পক্ষ থেকে যীশুর মুক্তিদানে অর্থাৎ তিনি আমাদের সকল পাপ বহন করেছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় আমাদের পাপকে ক্রুশেতে তাঁর নিজের দেহে নিলেন।**

**২ করিন্থিয় ৫:২১** " যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই।

**আমাদের জন্য অভিশপ্ত হলেন**

**পাপের কারণে মানবজাতির উপর যে অভিশাপ এসেছিল তা যীশু নিজেই নিয়েছিলেন।**

**গালাতীয় ৩:১৩** " খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন; কেননা লেখা আছে, "যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত।

**আমাদের পাপকে বহন করলেন**

**ক্রুশে, যীশু হয়ে উঠলেন "ঈশ্বরের মেষশাবক যা জগতের সমস্ত পাপকে নিয়ে নিল"। তিনি আমাদের সমস্ত পাপকে পৃথিবীর গভীরতায় নিয়ে গেলেন যা ঈশ্বর অন্তকালের জন্য আর কখনও স্মরণে রাখবেন না।**

**যোহন ১:২৯** " পরদিন তিনি যীশুকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিলেন, আর কহিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।

**গীতসংহিতা ৮৮:৩,৬,৭** " কেননা আমার প্রাণ দুঃখে পরিপূর্ণ,আমার জীবন পাতালের নিকটবর্ত্তী।তুমি আমাকে নীচতম গর্ত্তে রাখিয়াছ,অন্ধকারে ও গভীর স্থানে রাখিয়াছ।আমার উপরে তোমার ক্রোধ চাপিয়া আছে,তুমি আপনার সমস্ত তরঙ্গ দ্বারা আমাকে দুঃখার্ত্ত করিয়াছ।

**তার মৃত্যুর দ্বারা আমরা তার মধ্যে এক হলাম।**

**রোমীয় ৬:৬** " আমরা ত ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, যেন পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে আমরা পাপের দাস আর না থাকি।

**জীবিত হলেন**

**আমাদের পাপকে পৃথিবীর গভীরতায় পৌঁছে দেওয়ার পরে তিনি মৃত্যু, নরক এবং কবরের উপরে বিজয় অর্জন করেছিলেন। তিনি হয়ে উঠলেন "মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত।"**

**কলসিয় ১:১৮** " আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ব্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন।

**তিনি আত্মার দ্বারা " জীবিত হলেন"**

**১ পিতর ৩:১৮** " কারণ খ্রীষ্টও এক বার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন–সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি অধার্ম্মিকদের নিমিত্ত–যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান। তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায় জীবিত হইলেন।

**যীশুর জীবিত হবার সাথে সাথে আমরাও তার সাথে জীবিত হলাম।**

**ইফিষীয় ২:৫,৬** " অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন–অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ– এবং তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন;

**যীশু জীবিত হয়ে উঠলে তাঁকে পিতার পূর্ণ জীবন ও প্রকৃতিতে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। তাকে আবার ধার্মিক করা হয়েছিল।**

**রোমীয় ৩:২৬** " যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্ম্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্ম্মিক থাকেন, এবং যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্ম্মিক গণনা করেন।

**আমাদের ধার্মিকতা হলেন**

**পরিত্রাণের মুহূর্তে, আমরা যীশুর ধার্মিকতাকে পেয়েছি। যীশু যেমন ধার্মিক তেমনি আমরাও ধার্মিক হয়ে উঠলাম।**

**পৌল লিখছেন যে,**

**২ করিন্থিয় ৫:২১** " যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই।

**এখন আমরা যারা ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছি তাই "ধার্মিকতার জন্য বাঁচি"।**

**পিতর লিখলেন যে,**

**১ পিতর ২:২৪ক** " তিনি আমাদের "পাপভার তুলিয়া লইয়া" আপনি নিজে দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত হই;।

**খ্রীস্ট যীশুতে নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমরা আর পাপী নই। আমাদের ধার্মিক করা হয়েছে!**

**২ করিন্থিয় ৫:১৭** " ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

**আমাদের আর পাপ সচেতন নয় বরং ধার্মিকতা সচেতন হতে হবে।**

**শয়তানকে আমাদের আর হতাশ করতে এবং পরাজিত করার অনুমতি দেব না।**

**আমরা জানি "আমরা যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের ধার্মিকতা লাভ করেছি।" আমরা অপরাধবোধ ও নিন্দা থেকে মুক্ত হয়েছি।**

**রোমীয় ৮:১** " অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাহাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই।

**আমরা খ্রীষ্ট যীশুতে নতুন জীব! ঈশ্বর ধার্মিক তাই আমরাও ধার্মিক হয়েছি। প্রতিদিনের ভিত্তিতে, আমাদের আত্মা এবং আমাদের দেহগুলি তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে!**

## পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

**১। যোহন ৫:২৪-২৭ অনুসারে, কোন কর্তৃত্বের দ্বারা যীশু এই পৃথিবীতে পরিচর্যা করেছিলেন?**

**২। আমাদের পরিবর্ত মুক্তিদাতা হিসাবে যীশুর কাজকে ব্যাখ্যা করুন।**

**৩। কিভাবে আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরে ধার্মিক হতে পারি ?**

## চতুর্থ অধ্যায়

# নতুন সৃষ্ট প্রতিমূর্তি

## খ্রীষ্ট

**প্রেরিত পৌলের মতে, আমরা যখন যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করি তখন আমরা খ্রীষ্টে নতুন জন্ম হই । আমরা নতুন সৃষ্টি হই। সমস্ত কিছু আমাদের জীবনে নতুন হয়ে ওঠে।**

**২ করিন্থিয় ৫:১৭ ‘’** ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

**যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার মুহূর্তে পবিত্র আত্মা আমাদের যীশু খ্রীষ্টের সাথে যোগ করিয়ে দেয়। আমরা চিরকালের জন্য তাঁর সাথে এক হয়ে যাই।**

### পুরাতন জিনিস অতীত হয়ে গেছে

**যখন আমরা "খ্রীষ্টে নতুন জন্মপ্রাপ্ত হই, তখন আমাদের পুরানো জিনিসগুলি লোপ পায়। এর অর্থ আমাদের এমন অংশ যা আগে বিদ্যমান ছিল, আর নেই। এই অংশগুলিকে "পুরানো জিনিস" মারা যাওয়ার কথা বলেছে। একই সময়ে, পুনর্জন্ম হয় – একটি নতুন আত্মার ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন।**

### সমস্ত কিছু নতুনীকৃত হয়েছে

**একজন নতুন বিশ্বাসী আগে যেমন ছিল তেমন আর থাকে না। সেই ব্যক্তিটির আর অস্তিত্ব নেই। সেই ব্যক্তি মারা গেছেন। সমস্ত জিনিস নতুন হয়ে গেছে।**

**এটা কতটা অবাক লাগবে যখন কেউ নতুন জন্মপ্রাপ্ত শিশুকে দেখায় তখন কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে ‘’ কিন্তু এই শিশুর অতীতের কি হবে ?”**

**তখন আপনি হয়ত উত্তর দেবেন ‘’ এই শিশুটা এইমাত্র জন্মগ্রহন করেছে, তার কোন অতীত নেই”।**

**এইভাবে শয়তানও আমাদের নতুন জন্মের আগে আমাদের অতীতের ব্যর্থতা এবং পাপগুলির স্মরণ করিয়ে দিতে আসে। আমাদের পুরানো জীবন মৃত হয়ে গেছে গেছে এটির আর অস্তিত্ব নেই! নতুন সৃষ্টি হিসাবে, শয়তানের আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত কোন অতীত আর নেই। পৌল লিখেছিলেন, "পুরানো জিনিস শেষ হয়ে গেছে! সমস্ত কিছু নতুন হয়ে গেছে!"**

**নতুন জন্ম**

**যীশু নিকদিমকে নতুন জন্মের কথা বলেছিলেন,**

**যোহন ৩:৭** " আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না।

**প্রথমে নিকদিম ভেবেছিলেন যে যীশু তাঁর দেহের আবার জন্মের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা বলছেন। এরপরে, যীশু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে মানব জাতির যে অংশটি নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তা দেহ বা প্রান নয়। এটা ছিল মানুষের আত্মা।**

**যোহন ৩:৫,৬** " যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। 6মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই; আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই।

**নতুন আত্মা**

**পরিত্রাণের মুহূর্তে, আমাদের নতুন নির্মিত আত্মাটি নিখুঁত। এই মুহূর্তের তুলনায় এটি আর কখনও নিখুঁত বা ধার্মিক হয়ে উঠবে না।**

**আত্মা যা চিরকাল বেঁচে থাকবে। এটি সেই অংশ যা ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকে। বিশ্বাসীদের আত্মা ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা করতে পারবে কারন এই নতুন সৃষ্ট আত্মা ঈশ্বরের ন্যায় ধার্মিক।**

**"পাথুরে হৃদয়" লোপ পেয়েছে! ঈশ্বর আমাদের "মাংসিক হৃদয়" দিয়েছেন। তিনি আমাদের একটি হৃদয় দিয়েছেন যা নরম, কোমল এবং প্রেমময়। তিনি আমাদের এমন এক হৃদয় দিয়েছেন যা ন্যায়পরায় ভাবে জীবনযাপন করতে চায়।**

**যিহিস্কেল ১১:১৯** " আমি তাহাদিগকে একই হৃদয় দান করিব, ও তোমাদের অন্তরে এক নূতন আত্মা স্থাপন করিব; আর তাহাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, তাহাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব, ।

**আমাদের আত্মা যীশুর মধ্যে নিখুঁত। ঈশ্বর মনের পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের আত্মার পুনঃস্থাপন করতে চান। ঈশ্বর আমাদের দেহগুলি নিখুঁত স্বাস্থ্যে পুনরুদ্ধার করতে চান। পরিত্রাণের তাৎক্ষনিক মুহূর্তে , আমরা একটি নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠি। দেহ (হাড়, মাংস, এবং রক্ত) এবং আত্মা (বুদ্ধি, ইচ্ছা, এবং আবেগ) সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়না, তবে পরিত্রাণের মুহূর্তে আত্মা নতুন এবং নিখুঁত হয়ে ওঠে।**

**পৌল ফিলিপিয় মণ্ডলীকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন, –** " ভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর।

**ফিলিপিয় ২:১২** " অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর।

**আমরা জানি পরিত্রান বিনামূল্যে প্রাপ্ত; এবং এই পদটি অন্য পদের সাথে বিরোধী বলে মনে হচ্ছে যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারি যে পরিত্রাণের মুহুর্তে, আমাদের আত্মা খ্রীষ্টে নিখুঁত হয়ে যায়। তার পর থেকে, আমাদের আত্মা পবিত্র আত্মার সহযোগে আমাদের মন ও দেহকে খ্রীস্টের প্রতিচ্ছবির সাথে মানিয়ে নিতে কাজ করে। প্রতিদিন তাদের পরিবর্তন করা হচ্ছে। আমাদের পরিত্রাণ আমাদের মন এবং শরীরের মধ্যে কাজ করছে ।**

**পৌল আরও বললেন,**

**ফিলিপিয় ২:১৩** " কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধনকারী।

**প্রান - অর্থ - স্বাস্থ্য**

**আমাদের আত্মিক ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে কিভাবে রয়েছে তার একটি প্রকাশ আমাদের কাছে থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে পুনরুত্থিত আত্মা নিখুঁত এবং ঈশ্বরের চোখে সম্পূর্ণ ধার্মিক।**

**এই প্রকাশন এবং আমাদের হয়ে যীশুর উদ্ধারকারী কাজ বোঝার দ্বারাই, আমরা আমাদের আত্মা এবং দেহে স্বাস্থ্যেবান হয়ে চলতে শুরু করব।**

**ঈশ্বরের বাক্যকে পড়া, শ্রবণ , ধ্যান , বিশ্বাস , বলা এবং কাজের দ্বারা আমাদের মন নতুনীকৃত হয়ে উঠবে।**

**রোমীয় ১২:২** " আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।

**আমাদের আত্মা রূপান্তরিত হবার সাথে - আমরা তার প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত হই – তখন আমরা আত্মিক বৃদ্ধি লাভ করি এবং আমাদের দেহ সুস্থ থাকে। যোহন এই সম্পর্কে লিখেছেন।**

**৩যোহন ১:২** " প্রিয়তম, প্রার্থনা করি, যেমন তোমার প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত, সর্ব্ববিষয়ে তুমি তেমনি কুশলপ্রাপ্ত ও সুস্থ থাক।

## ঈশ্বরের ধার্মিকতা

**ঈশ্বর কতটা ধার্মিক ?**

**® তিনি তাঁর সত্তা এবং তাঁর সমস্ত পথেই পরম ধার্মিক।**

® তার ধার্মিকতা পাপ অনুপস্থিতি বা পাপ না করার ক্ষমতা থেকেও বেশি।

® এটি একটি পরম এবং অসীম মঙ্গলভাব যা পাপের দিকে তাকাতে পারে না বা পাপের সাথে সহাবস্থান করতে পারে না।

® ঈশ্বর পাপ করার অক্ষম

ধার্মিকতার ঈশ্বর, আদম এবং হবা এবং তাদের বংশধরদের পাপকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, যদিও তাঁর ভালবাসায় তিনি সেটি চান।

রোমীয় ৩:২৫,২৬ " তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যেন তিনি আপন ধার্ম্মিকতা দেখান–কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতায় পূর্ব্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হইয়াছিল– 26যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্ম্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্ম্মিক থাকেন, এবং যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্ম্মিক গণনা করেন।

বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রকাশ পায়।

রোমীয় ১:১৭ " কারণ ঈশ্বর-দেয় এক ধার্ম্মিকতা সুসমাচারে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমন লেখা আছে, "কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে"।

## আমাদের ধার্মিকতা

আমরা আমাদের নিজস্ব কাজ দ্বারা ধার্মিক হতে পারি না। ভাববাদী যিশাইয় আমাদের ধার্মিকতার স্পষ্ট চিত্র দেখিয়েছেন।

যিশাইয় ৬৪:৬ক " আমরা ত সকলে অশুচি ব্যক্তির সদৃশ হইয়াছি, আমাদের সর্ব্বপ্রকার ধার্ম্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান"।

আমরা যতই চেষ্টা করি যাই করি, তবুও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নোংরা স্তুপ থাকব। নতুন সৃষ্টি হওয়ার আগে আমরা যে ভাল কাজ করেছি তা সবই নোংরা স্তূপে যুক্ত হয়ে যায়।

## ধার্মিকতা নিরুপিত

যীশু যখন ক্রুশে মারা গেলেন, তখন তিনি আমাদের সমস্ত পাপ অধর্মসকল তাঁর নিজের উপর নিয়ে নিয়েছিলেন। বিনিময়ে তাঁর ধার্মিকতা তিনি আমাদের দিয়েছেন। কি আশ্চর্য বিনিময়!

আমাদের পাপ তাঁকে দিয়ে দেওয়া হল

তার নিখুঁত ধার্মিকতা আমাদের দেওয়া হল

যীশু খ্রীস্টকে আমাদের ত্রাণকর্তারূপে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করার মুহূর্তে আমাদের আত্মা ঈশ্বরের ধার্মিকতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

**রোমীয় ৩:২২** " ঈশ্বর-দেয় সেই ধার্ম্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সকলের প্রতি বর্ত্তে–কারণ প্রভেদ নাই;

**"বিশ্বাস" শব্দের অর্থ আমাদের পক্ষ থেকে যীশুর মুক্তিমূলক কাজে বিশ্বাস করা, মেনে চলা এবং যীশুতে নির্ভর করা।**

**পৌল উল্লেখ করেছিলেন যে আমরা যখন নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করেছি এবং একটি নতুন সৃষ্টি হয়েছি, তখন আমরা যীশুতে ঈশ্বরের ধার্মিকতায় পরিণত হয়েছি।**

**২করিন্থিয় ৫:২১** " যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই।

**আমরা যখন ঈশ্বরের ধার্মিকতায় পরিণত হই, তখন এর অর্থ শুধুমাত্র এই নয় যে আমরা আর পাপী নই বা আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়েছে - এটি এর চেয়েও বেশী দুর্দান্ত যা হল আমরা যখন ঈশ্বরের ধার্মিকতায় পরিণত হই, এর অর্থ হ'ল আমাদের আত্মা ঈশ্বরের ন্যায় ধার্মিক হয়ে যায়। আমাদের ধার্মিক ঘোষণা করা হয়।**

**আমাদের ধার্মিক ঘোষিত করা হয়েছে।**

**আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতা পেয়েছি।**

**পুরাতন অধার্মিক স্বরুপ**

**সত্য, আমরা ঈশ্বর যেমন ধার্মিক তেমনি ধার্মিক, কারও পক্ষে গ্রহণ করা হয়ত এটা শক্ত। আমাদের ভাল শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।**

**অনেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসী তাদের সম্পূর্ণ জীবন দোষ ও নিন্দার সাথে বেঁচে থাকে, খ্রীষ্ট যীশুতে তারা কে তা জানে না।**

**বিশ্বাসের দ্বারা আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের ধার্মিকতা গ্রহণ করব এবং বিশ্বাস করব। আমরা আরও -ঈশ্বর-সচেতন হয়ে উঠলে আমরা পাপ-সচেতনের পরিবর্তে ধার্মিক-সচেতন হয়ে উঠব।**

**® আর পাপী নয়**

**আমাদের আর নিজেদেরকে "অনুগ্রহে উদ্ধারকৃত পাপী" হিসাবে দেখা উচিত নয়। আমরা আর পাপী নই! আমরা নতুন সৃষ্টি হয়েছি!**

**অনেক খ্রীষ্ট বিশ্বাসী নিজেকে পাপী বলে মনে করে কারণ তাদের ক্রমাগত বলা হয়ে থাকে যে তারা পাপী।**

পাপের বিষয়ে তারা অনেক প্রচার শুনেছে। তাদের চিন্তা ক্রমাগত পাপ বিষয়ে চিন্তা করে থাকে। তাদের জীবনে তারা ধার্মিকতার প্রকাশ হয় নি তাই তারা এখনও পাপের মধ্যে জীবনযাপন করছে। ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রকাশের দ্বারা আমরা ধার্মিক-সচেতন হয়ে উঠি। ঈশ্বর আমাদের যেমন দেখেন তেমনি আমরা নিজেদের দেখি। ঈশ্বর যেমন ধার্মিক আমরাও সেরুপ ধার্মিক হই। অতএব, পাপ আর আমাদের মধ্যে আর শাসন করতে পারে না। তাই আমরা আর পাপের অভ্যাসের মধ্যে থাকব না।

ঈশ্বর যেরুপ পাপকে দেখেন আমরাও সেরুপে দেখি।আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রকাশ পেয়েছি তাই পাপ আমদের কাছে আর থাকতে পারে না।

## তার প্রতিমূর্তিতে পরিবর্তিত হওয়া

খ্রীস্ট যীশুতে নতুন সৃষ্টি হিসাবে আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রকাশের সাথে চলতে থাকি, আমরা আমাদের মনের পুনর্নবীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হচ্ছি। এটি একটি প্রক্রিয়া। আমরা প্রতিদিন তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তি অনুসারে রূপান্তরিত হচ্ছি।

রোমীয় ৮:২৯ " কারন তিনি যাঁহাদিগকে পূর্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরুপ হইবার জন্য পূর্বে নিরুপনও করিলেন। যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত হন"।

### পাপের স্বীকার

আমরা যদি বিশ্বাসী হিসাবে কোনও পাপ কাজ করি তবে আমাদের পরাজয়, অপরাধবোধ, এবং সারা জীবন নিন্দার মধ্যে অতিবাহিত করতে হবে না।

যখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা পাপ করেছি, আমাদের অবশ্যই সেই পাপ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করতে হবে এবং বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর ক্ষমা লাভ করতে হবে। তারপরে আমরা ধার্মিকতার সাথে চলতে পারব এবং, অপরাধ ও নিন্দা থেকে মুক্ত হতে পারব।

১ যোহন ১:৯ " যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক সুতরাং আমাদের পাপসকল মোচন করিবেন এবং আমাদিগকে সকল অধার্মিকতা হইতে শুচি করবেন।

স্বীকার করার অর্থ ঈশ্বরের সাথে আমাদের পাপ সম্পর্কে একমত হওয়া। ঈশ্বরের মতো আমাদের অবশ্যই পাপকে ঘৃণা করতে হবে। আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, যতই আমরা ধার্মিকতার প্রকাশকে নিয়ে চলব, ততই আমরা পাপের প্রতি কম প্রলুব্ধ হব।

### প্রত্যাবর্তন হতে শেখা

আমরা যখন আমাদের জীবনের কোনও ক্ষেত্রে ব্যর্থ হই তখন অবশ্যই আমাদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন করতে শিখতে হবে। মাদুরের উপরে ছিটকে যাওয়া একজন মুষ্টিযোদ্ধার মতো, আমরা নিজের জন্য দুঃখ বোধ করব না। পরিবর্তে, আমাদের নিজেদেরকে মাটি থেকে উঠে আমাদের পায়ে উঠে দাঁড়াতে প্রশিক্ষিত হতে হবে। আমাদের প্রত্যাবর্তিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

যখন আমরা পাপ করি, তখন আমাদের অবশ্যই অপরাধবোধ, নিন্দা ও পরাজয়ের চিন্তাভাবনা ছেড়ে দেওয়া উচিত । পরিবর্তে, আমাদের তাত্ক্ষণিকভাবে আমাদের পাপ স্বীকার করতে হবে এবং ঈশ্বরের ক্ষমার সম্পূর্ণরুপে গ্রহণ করতে হবে। একজন বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধার মতো, আমাদের অবশ্যই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং জয়ের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

## পরিবর্তিত হওয়া

আমাদের আত্মায় ঈশ্বরের ধার্মিকতা আছে, কিন্তু আমাদের প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে একটি জীবন্ত বলি হিসাবে আমাদের দেহকে উপস্থাপন করতে হবে।

রোমীয় ১২:১ " অতএব, হে ভ্রাতৃগণ ঈশ্বরের নানা করুনার অনুরধে আমি তোমাদিগকে মিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত পবিত্র ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরুপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসঙ্গত আরাধনা"।

আমাদের আত্মায় ঈশ্বরের ধার্মিকতা আছে, কিন্তু আমাদের আত্মায় ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশের মাধ্যমে মনের পুনর্নবীকরণ দ্বারা রূপান্তরিত হয়।

রোমীয় ১২:২ " আর এই যুগের অনুরুপ হইও না, কিন্তু মনের নতুনীকরন দ্বারা স্বরুপান্তরিত হও, যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কি যা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ"।

## সাহসী হও

নতুন সৃষ্টিতে ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রকাশ দ্বারা, আমরা নির্ভয়ে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে যেতে পারি। আমরা জানি ঈশ্বর আমাদের কথা শুনবেন।

ইব্রিয় ৪:১৬ " অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই যেন দয়া লাভ করি এবং সময়ের উপযোগী উপকারের জন্য অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই"।

## জীবিত থাকা

নতুন সৃষ্টি হিসাবে আমাদের ভিতরে নতুন জীবন রয়েছে। এই নতুন জীবন হ'ল খ্রীস্টের নিজের জীবন।

ইফিষীয় ২:৪ " কিন্তু ঈশ্বর দয়াধনে ধনবান বলিয়া আপনার যে মহা প্রেমে আমাদিগকে যে প্রেম করিলেন, ততপ্রযুক্ত আমাদিগকে এমন কি, অপরাধে মৃত আমাদিগকে খ্রীষ্টের সহিত আমাদিগকে জীবিত করিলেন।

পুরাতন আমাদের সকল বিষয় লোপ পেয়েছে, নতুন এক ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে জীবিত করা হয়েছে।

ইফিষীয় ২:১-৩ " আর যখন তোমরা আপন আপন অপরাধে এবং পাপে মৃত ছিলে তখন তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করিলেন, সেই সকলেতে তোমরা পূর্বে চলিতে এই জগতের যুগ অনুসারে আকাশের কর্তৃত্বাবধিপতির অনুসারে যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগণের মধ্যে কাজ করিতেছে, সেই আত্মার অধিপতির অনুসারে চলিতে সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্বে আপন আপন মাংসের অভিলাষ অনুসারে আচরন করিতাম। মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছা পূর্ণ করিতাম এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবত ক্রোধের সন্তান ছিলাম"।

## পূর্ণ হোন

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের আত্মা ঈশ্বরের পূর্ণতায় পূর্ণ হয়ে আছে। তিনি সমস্তকিছু - আমাদের মধ্যে পূরণ করেছেন। সবথেকে ধনীতম বিষয় দিয়ে তিনি আমাদের পূর্ণ করেছেন যা হল তার পবিত্র আত্মা।

ইফিষীয় ৩:১৯ " জ্ঞানাতিত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জানিতে সমর্থ হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হও।

চলিত ভাষার বাইবেলে বর্ণিত রয়েছে,

" খ্রীষ্টের সেই ভালোবাসা বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না তবুও আমি প্রার্থনা করি যেন তোমরা ভালোবাসা বুঝতে পার, যাতে ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় তোমরা পরিপূর্ণ হও!

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমরা আর খালি নেই। পরিবর্তে, আমরা ঈশ্বরের পূর্ণতায় পূর্ণ হয়েছি! আমরা তাঁর পূর্ণতায় প্লাবিত হয়েছি!

ঈশ্বরের ধার্মিকতার পরেও আমরা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা থাকলেও আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতার মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করি।

মথি ৫:৬ " ধন্য যাঁহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত কারন তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে"।

## তার ভালোবাসা গ্রহন করা

ঈশ্বর আমাদের উপর রেগে নেই এটা কতটা না অদ্ভুত প্রকাশ ! তিনি আমাদের ভালোবাসেন ! আমরা তার শত্রু হয়ে গেলেও তিনি আমাদের সর্বদা ভালোবাসেন।

যোহন ১৫:১২,১৩,১৪ " আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি। কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রান সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক কাহার নাই। আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু।

নতুন সৃষ্টিতে নতুন মাংসিক হৃদয় দ্বারা, তিনি আমাদের যা করতে আদেশ করেছেন আমরা তা তৎক্ষণাৎ করব।

® ঈশ্বরের বন্ধু হওয়া

এটা কতটা আনন্দদায়ক যে ঈশ্বরের আমাদের প্রতি রেগে নেই। তিনি এখন আমাদের বলছেন, " তুমি আমার বন্ধু"! আমরা একসময় তার শত্রু ছিলাম কিন্তু এখন খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন হয়েছে। আমরা এখন তার বন্ধু তিনিও আমাদের বন্ধু। একজন বন্ধু হিসাবে আমাদেরও পুনর্মিলনের পরিচর্যা কাজ দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই আমাদের বন্ধুর সাথে অন্যরাও সাক্ষাৎ করে, এবং আমাদের মত তারাও তার বন্ধু হবে।

® তাহার সঙ্গে পুনর্মিলন করা

নতুন সৃষ্টি হিসাবে আমরা তার সাথে পুনর্মিলিত হয়েছি।

২ করিন্থিয় ৫:১৭,১৮ " ফলত, কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, নতুন সৃষ্টি হইল, পুরাতন বিষয়গুলী অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নতুন হইয়া উঠিয়াছে। আর , সকলি ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন, এবং সম্মিলনের পরিচর্যা-পদ আমাদিগকে দিয়াছেন"।

## পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। নতুন সৃষ্টির অর্থ কি ?

২। ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিবরন দাও?

৩। নতুন সৃষ্টির ধার্মিকতার বিবরন দাও?

## পঞ্চম অধ্যায়

# আমাদের পুরাতন প্রতিমূর্তির পরিবর্তন

**পছন্দ আমাদের**

পাঠ্যক্রমগুলীর শ্রেণী পাঠ করার সাথে সাথে আমরা এমন জায়গাগুলিতে পৌঁছে যাই যেখানে আমাদের অবশ্যই একটি পছন্দ করতে হবে। আমরা কি ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশকে বিশ্বাস করব, নাকি আমরা বছরের পর বছর ধরে প্রাপ্ত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাগুলিতে আটকে থাকব?

সাধু পৌল যা লিখেছিলেন তার সাথে আমরা সম্মত হব,

ফলত, কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, নতুন সৃষ্টি হইল, পুরাতন বিষয়গুলী অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নতুন হইয়া উঠিয়াছে। ( ২ করিন্থিয় ৫:১৭ )

আমরা কেন সৃষ্টি হয়েছি সে সম্পর্কে, আমাদের প্রেমময়, স্বর্গীয় পিতা এবং আমাদের পক্ষে যীশু খ্রীস্টের মহান প্রতিস্থাপন, মুক্তিমূলক কাজ সম্পর্কে আমরা অধ্যয়ন করেছি। এখন আমাদের ঈশ্বরের নিকটবর্তী যেতে সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসে গেছে।

**পুরাতন নিজ চরিত্রকে ত্যাগ করা**

এক ভালো স্ব-চরিত্র থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অবশ্যই শয়তানকে আমাদের বোঝাতে দেব না যে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার পক্ষে অযোগ্য। আমরা যদি তা করি তবে আমরা পরাজিত জীবনের মধ্য চলে যাব। যদি আমরা পরাজিত জীবনযাপন করি তবে আমরা মন্দ আত্মার বিরুদ্ধে সফলভাবে লড়াই করতে সক্ষম হব না। আমরা বিজয়ী খ্রীষ্ট বিশ্বাসী রুপে জীবনযাপন করতে এবং অন্যদের কাছে কার্যকররুপে পরিচর্যা করতে সচেষ্ট হব।

আমাদের অনেকের জন্য, পুরাতন জীবনের – অতীতের অভ্যাসগুলি - পরিবর্তন করতে হবে এবং আমাদের মনের পুনর্নবীকরণের দ্বারা নতুন সৃষ্টি চরিত্রটি জীবনে গ্রহন করতে হবে।

পৌল পুরাতন মনুষ্যকে ত্যাগ করার বিষয়ে লিখেছেন, এটি সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছার উপর।

ইফিষীয় ৪:২২,২৩ " যেন তোমরা পূর্বকালীন আচরন সম্বন্ধে সেই পুরাতন মনুষ্যকে ত্যাগ কর, যাহা প্রতারনার বিবিধ অভিলাষ মতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে, আর আপন আপন মনের ভাব যেন ক্রমশ নবিনীকৃত হও"।

**নতুনকে পরিধান করা**

আমরা পুরাতন মনুষ্যকে যখন ত্যাগ করি, তখন আমাদের অবশ্যই মনের নবিনীকরন করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশনের বিশ্বাসের দ্বারাই আমাদের মধ্যে মনের নবিনীকরন আসবে।

পৌল পরের পদে বললেন,

ইফিষীয় ৪:২৪ " সেই  নতুন মনুষ্যকে পরিধান কর, যারা সত্যের ধার্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে।

আমরা যখন পুরাতন ব্যক্তিত্ব, পুরাতন ব্যক্তিটিকে, পুরানো স্ব-প্রতিচ্ছবিটিকে ত্যাগ করি এবং ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশের জন্য আমাদের মনকে নতুন করে তৈরি করার দ্বারা, নতুন ব্যক্তিকে, নতুন সৃষ্টিটিকে পরিধান করি।

নতুন সৃষ্টি আর পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নতুন সৃষ্টি বিশ্বাসের রাজ্যে বাস করে। নতুন সৃষ্টি জানে সে একটি নতুন সৃষ্টি, ঈশ্বরের মতে, ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় সৃষ্ট।

নতুন সৃষ্টি মানুষ নিজেকে আর পাপী হিসাবে দেখে না। তারা জানে যে তাদের আত্মা ঈশ্বরের ন্যায় পবিত্র ও শুচিকৃত হয়েছে। তারা জানে যে তাদের আত্মা এবং দেহগুলি তাদের প্রতিদিনের চলার পথে পরীক্ষামূলক এবং ব্যবহারিক ধার্মিকতা এবং পবিত্রতায় পুত্রের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

## পুরাতন শক্তিকেন্দ্র

আমরা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিলাম, শয়তান আমাদের মনের উপর বিভিন্ন দুর্গ স্থাপন করেছিল। এখন, এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবেও, আমরা মনে করি আমরা একটি নির্দিষ্ট কাজ করতে পারি না কারণ আমাদের মনে এটা প্রবেশ করে দেওয়া হয়েছে যে আমি সেই কাজটা করার জন্য এখন ছোটো। সময়ের সাথে সাথে যেসব কথা দৃঢ় হয়ে গেছে সেগুলিকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

### অপ্রতুলতা

সম্ভবত আপনাকে বলা হয়েছিল, "ওহ, এটি করার চেষ্টা করবে না; আপনার বড় ভাই এটি ভালো করতে পারে। " আপনি তখন ভাবতে শুরু করবেন যে, "আমি আমার ভাইয়ের মতো হয়ত সক্ষম নই।"

### হীনমন্যতা

একজন শিক্ষক হয়ত বলেছিলেন, "তোমার কেন এমন সমস্যা তা আমি বুঝতে পারি না, বাকি কারোর তো এতে সমস্যা হচ্ছে না।" আপনার তৎক্ষণাৎ চিন্তা আসে যে"আমি হয়ত বাকি ক্লাসের মতো স্মার্ট নই।"

### বাঁধাধরা

আমাদের জাতিগত পটভূমি সম্পর্কে বা আমরা যাদের সাথে চিহ্নিত করি এমন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী সম্পর্কে অন্যরা যা বলেছিল তা আমরা বিশ্বাস করেছি। এই কথাগুলো হয়তো আমাদের জীবনের উপর ভিত্তি করে রীতিনীতিগুলিকে সীমাবদ্ধ করে তুলেছে।

যদি আপনার লাল চুল হয়, হয়ত আপনাকে এর জন্য অনেকে বলেছে, '' লালা মাথাদের সবসময় মাথা গরম হয়"।

আর একটি বাঁধাধরা চিন্তা এই যে, "আমার মা সবসময় চিন্তিত, তাই আমিও তেমন"।

আমরা আমাদের জাতি বা জাতিগত পটভূমি সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছি এবং বিশ্বাস করেছি যা আমাদের বিশ্বাস করেছে যে আমরা আমাদের চারপাশের অন্যদের সাথে তুলনা করি না বা অনুকূলভাবে তুলনা করি না। "আইরিশ সর্বদা ..." বা "জার্মানরা সর্বদা .... যা করে থাকে।

নতুন সৃষ্টির প্রকাশটি আমাদের নিকৃষ্টতা বা অপ্রতুলতার চিন্তা থেকে মুক্ত করে তুলবে যা অতীতে আমাদের জীবনে ছায়া ফেলেছিল।

## কুসংস্কার

নতুন সৃষ্টির প্রকাশ আমাদের কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয়। আমরা প্রত্যেক জাতির বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টি হিসাবে দেখি।

নতুন সৃষ্টির বিষয়ে পৌলের প্রকাশের পূর্ববর্তী পদে তিনি লিখেছিলেন,

২ করিন্থিয় ৫:১৬ ক '' অতএব এখনও অবদি আমরা আর কাহাকেও মাংস, অনুসারে জানি না।

পৌল গালাতীয়তে একই কথা লিখেছিলেন,

গালাতীয় ৩:২৬-২৮ '' কেননা তোমরা সকলে, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ, কারন তোমরা যতলোক খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ। যিহুদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক"।

আমরা যখন যীশুকে আমাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করি, তখন আমরা আবার নতুন করে ঈশ্বরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমাদের অবশ্যই কুসংস্কারকে আমাদের জীবনে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই প্রতিটি বিশ্বাসীকে একটি নতুন সৃষ্টি এবং প্রতিটি অবিশ্বাসীকে একটি সম্ভাব্য নতুন সৃষ্টি হিসাবে দেখতে হবে।

ঈশ্বর আমাদের যেমন দেখেন তেমনি আমাদের অবশ্যই নিজের এবং অন্যান্য সমস্ত বিশ্বাসীদের দেখতে হবে। পুনরুত্থিত আধ্যাত্মিক প্রাণী

হিসাবে, আমরা আর আমাদের পূর্বের জাতি বা জাতিগত গোষ্ঠী নই। আমরা একটি নতুন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, সেটি হল ঈশ্বরের পরিবার। আমরা আর কোনও ব্যক্তিকে তার মাংসের রঙ অনুযায়ী বিবেচনা করব না। আমরা নিজেকে এবং অন্যকে, যীশুখ্রিষ্টে নতুন সৃষ্টি হিসাবে গ্রহণ করব।

## দৃঢ় বদ্ধতাকে পরিত্যাগ করা

শয়তান আমাদের দাসত্ব করার জন্য নিকৃষ্টতা, অমূলকতা এবং কুসংস্কারের পুরানো অনুভূতি ব্যবহার করতে চায়। এখন এই দৃঢ় বদ্ধতাকে ধ্বংস করার সময় এসে গেছে।

### সেগুলিকে ধ্বংস করা

এই অধ্যয়নের সময় যদি ঈশ্বর আপনার মনের মধ্যে থাকা দৃঢ় বদ্ধতাকে প্রকাশ করে থাকেন তবে আপনি এখনই সেগুলি ভেঙে ফেলতে পারেন। তখন চিৎকার করে বলুন।

শয়তান, আমি তোমাকে যীশুর নামে আবদ্ধ করি।

আমি এখন (এটির নাম দিন) এই দৃঢ় বদ্ধতাকে প্রত্যাখ্যান করি,

যীশুর নামে, আমি এটি থাকতে দেব না। আমি কে, সে সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য থেকে প্রকাশের বিপরীত যে কোনও চিন্তাভাবনা এবং কল্পনা আমি বাতিল করে দিয়েছি।

আমি কি করতে পারি বা আমার যা থাকতে পারে

সবি যীশু খ্রীষ্টের একটি নতুন সৃষ্টি হিসাবে আমি করব!

পুরানো নেতিবাচক চিন্তাভাবনা ভাবার বা বলার অভ্যাসটি যেতে হয়ত সময় লাগতে পারে। যাইহোক, প্রতিবার এই চিন্তাগুলি আমাদের মনে আসার পরে, আমাদের অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করতে হবে, তাদের ফেলে দিতে হবে এবং ঈশ্বরের বাক্য নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে কী প্রকাশ করে তা ঘোষণা করতে হবে। এটি করলে, অভ্যাসটি শীঘ্রই চলে যাবে এবং আপনি মুক্ত হবেন। এই ভাবুন এবং শুরু করুন এবং বলুন।

ঈশ্বরের বাক্য বলে আমি একটি নতুন সৃষ্টি।

আমি ঈশ্বরের পরিবারের এবং ঈশ্বরের পরিবারে কোনও _____ নেই।

পুরানো জিনিস কেটে গেছে।

আমি খ্রীষ্টের একজন নতুন ব্যক্তি হয়েছি!

### অভিশাপগুলি ভেঙ্গে ফেলুন

শয়তান বিগত প্রজন্মের মধ্যে পাপের মাধ্যমে একটি পরিবারকে অভিশাপ দিতে সফল হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনও

ব্যক্তি আত্মহত্যা করে, তখন আত্মহত্যার আত্মা সেই পরিবারের সাথে থাকে যতক্ষণ না এটি যীশুর নামে ভেঙ্গে যায়।

যখন কোনও ব্যক্তি হত্যার অপরাধ করে, তখন সেই হত্যার আত্মা তার মধ্যে এবং পরের প্রজন্মকে জর্জরিত করে।

প্রজন্মের অভিশাপ বা উত্তরাধিকারত্ব আত্মা যা আমাদের দেহের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করার জন্য প্রায়শই কিছু নির্দিষ্ট রোগের দ্বার উন্মুক্ত করে। "ওহ, হ্যাঁ, আমাদের পরিবারে হার্টের সমস্যা রয়েছে।" অথবা "আমাদের পরিবারের সমস্ত মহিলা ক্যান্সারে আক্রান্ত বলে মনে হচ্ছে" "

দৃঢ় বন্ধতার মতই প্রজন্মগত অভিশাপকেও ভাঙ্গা অনেক সহজ। আপনি বলুন,

শয়তান, আমি তোমাকে যীশুর নামে আবদ্ধ করি!

আমি _____, _____ এর অভিশাপ ভাঙ্গি

এবং _____!

আমি সমস্ত অভিশাপ এবং উত্তরাধিকারের সমস্ত মন্দ আত্মাকে এই মুহূর্তে আমার জীবন থেকে চলে যাবার জন্য আদেশ করছি।

আমি একটি নতুন সৃষ্টি! আমি ঈশ্বরের সন্তান!

আমি একটি নতুন পরিবারের অংশ!

আমি ঈশ্বরের পরিবারের অংশ

এখন কোন দাসত্বে নেই,

ঈশ্বরের পরিবারে কোন অভিশাপ এবং কোন অসুস্থতা নেই!

যখন বন্ধন, অভিশাপ বা অসুস্থতার চিন্তাভাবনা বা লক্ষণগুলি আপনার কাছে আসার চেষ্টা করে, তখন তাদের তিরস্কার করুন! যদি আপনি ইতিমধ্যে লক্ষণগুলি গ্রহণ করে চলেছেন তবে অবিলম্বে তাদের তিরস্কার করুন এবং ঈশ্বরের বাক্য আপনার স্বাধীনতা সম্পর্কে যা বলেছে তা সাহসের সাথে ঘোষণা করতে শুরু করুন।

## পুরাতন স্ব- প্রতিমূর্তিকে পরিবর্তন করা

নিজের বিষয়ে একটি দুর্বল চিত্র ধরে রাখা হল পাপ। আমরা সেরুপ হতে চাই নাযা প্রেরিত পৌল যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন,

রোমীয় ১:২১,২২ ‘’ কারন ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাহার গৌরব করে নাই, ধন্যবাদও করে নাই, কিন্তু আপনাদের তর্কবিতর্কের অসার হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া তাহারা মূর্খ হইয়াছে”।

ঈশ্বর যা বলেছেন সেটাই আমরা। যেহেতু যীশু আমাদের এই বিষয়গুলি থেকে মুক্ত করার জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরন করেছেন, তাই সেই বিষয়গুলিকে ধরে রাখা ঈশ্বরের অপমানের সমান।

**হীনমন্যতাভাব**

অনেক বিশ্বাসীর নিজেদের দক্ষতা সম্পর্কে নিরাপত্তাহীনতা থাকে। তারা ব্যর্থতার পক্ষাঘাতগ্রস্থ আতঙ্কে ভুগছে। ঈশ্বরের বাক্য বলে,

ফিলিপীয় ৪;১৩ " যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাহাতে আমি সকলি করিতে পারি"।

২ তীমথিয় ১:৭ " কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার আত্মা দেয় নাই, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়েছেন"।
আমাদের অনবরত ঘোষণা করতে হবে,

আমি খ্রীষ্টের মাধ্যমে সমস্ত কিছু করতে পারি

যিনি আমাকে শক্তিশালী করেন।

আমি জানি ঈশ্বর আমাকে শক্তির আত্মা দিয়েছেন,

ভালবাসা এবং একটি নিখুঁত মনের।

**বাহ্যিক রুপ**

অনেকে তাদের রুপ সম্বন্ধে, নিরাপত্তাহীন্তায় ভোগে তারা বলে বা ভাবে "আমি খুব মোটা," "আমি খুব রোগা," আমার চুলের রঙ অন্যরকম যদি হত, এইরকম চিন্তাভাবনার দ্বারা তারা নিজেদের বাহ্যিকরুপ নিয়ে চিন্তায় বা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে প্রায় সমস্ত সুন্দর মডেল এবং চলচ্চিত্র তারকারা তাদের বাহ্যিক উপস্থিতি পরিবর্তন করার কথা সর্বদা চিন্তা করে থাকেন।

আমাদের সমাজে বাহ্যিক উপস্থিতিগুলির উপর প্রচুর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আমাদের বলে যে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তৈরি মনুষ্য। আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছি। আমাদের আসল সৌন্দর্য হৃদয়ের মধ্যে থাকে। আমাদের - প্রকৃত ব্যক্তিত্ব হল আমাদের আত্মা। আমরা সর্বদা যেন চলতে পারি এবং যীশুর দীপ্তি আমাদের মুখের মধ্যে দিয়ে উজ্জলিত হবে।

ভাববাদী শমূয়েল যখন যিশয়ের এক পুত্রকে পরবর্তী রাজা হিসাবে অভিষেক করার জন্য বেথলেহমে এসেছিলেন, তখন তার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সুদর্শন ছিল সেটিকে তিনি দেখলেন এবং ভাবলেন যে সম্মানের অবস্থানগুলি সাধারণত বড় ছেলের কাছে যায় এবং তার তাত্ক্ষণিক চিন্তা হল যে একেই সম্ভবত ঈশ্বর রাজা হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে। কিন্তু প্রভু তাকে তখন থামিয়ে দিয়েছিলেন।

১ শমূয়েল ১৬:৭ “ কিন্তু সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি ওনার মুখশ্রীর বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি করিও না, কারন আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম। কেননা মনুষ্য যাহা দেখে তাহা কিছু নয়, যেহেতু মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে কিন্তু সদাপ্রভু অন্তকরনের প্রতি দৃষ্টি করেন”।

**শিক্ষার অভাব**

অন্যরা তাদের লেখাপড়ার অভাব সম্পর্কে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন; তবে, ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করে যে খ্রীস্টে আমাদের কাছে প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের সমস্ত ধন রয়েছে। আসল জ্ঞান হল ঈশ্বরকে জানা।

কলসীয় ২:২,৩ “ যেন তাহাদের হৃদয় আশ্বাস পায়, তাহারা প্রেমে পরস্পর সংসক্ত হইয়া জ্ঞানের নিশ্চয়তারুপ সমস্ত ধনে ধনী হইয়া ওঠে, যেন ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ব, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে জানিতে পায়। ইহার মধ্যে জ্ঞানের ও বিদ্যার সমস্ত নিধি গুপ্ত রয়েছে। একথা বলিতেছি, যেন কেহ প্ররোচক বাক্যে তোমাদিগকে না ভুলায়।

**প্রত্যাখ্যানের অনুভূতি**

আজ কেন আমরা এত বেশি বিশ্বাসীকে দেখছি যারা প্রত্যাখ্যান, এবং প্রত্যাখ্যানের অনুভূতিতে ভুগছে, তাদের আত্মায় গভীর আবেগের চিহ্ন রয়েছে?

ঈশ্বর বলেছেন,

ইফিষীয় ১:৫-৭ “ তিনি আমাদিগকে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তক পুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরুপণও করেছেন, ইহা তিনি নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে নিজ অনুগ্রহের প্রতাপে প্রশংসার জন্য করেছিলেন।সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদের সেই প্রিয়তমে অনুগৃহীত করেছেন, যাহাতে আমরা তাহার রক্ত দ্বারা মুক্ত, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি, ইহা তাহার সেই অনুগ্রহধন অনুসারে হয়েছে”।

যদি "আমরা প্রিয়তমের কাছে গৃহীত হই", তবে আমাদের উচিত হবে না যে আমাদের প্রত্যাখ্যানের অনুভূতিগুলি আমাদের বিরুদ্ধে আসে। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমাদের গ্রহণযোগ্যতার জ্ঞানের মধ্যে আমাদের নিরাপদ থাকা উচিত।

পিতা ঈশ্বর যেমন ভালবাসায় তাঁর নিজের পুত্র, যীশুকে গ্রহণ করেন ঠিক তেমনি ভালবাসায় তিনি আমাদেরও গ্রহণ করেন। আমাদের গ্রহণযোগ্যতার একটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি এবং নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই প্রত্যাখ্যানের চিন্তাভাবনা ত্যাগ করতে হবে এবং বাক্যেকে ধ্যান করতে হবে। কারণ ঈশ্বর আমাদের গ্রহণ করেছেন, তাই আমরাও নিজেদের গ্রহণ করতে পারি।

**মিথ্যা নম্রতা**

প্রায়শই একটি আধ্যাত্মিক গর্ব যা বছরের পর বছর ধরে বিকশিত হয়েছে যাকে ভুলভাবে নম্রতা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

আমরা গান গেয়ে থাকি যে, "আমি একজন, অসহায়, পাপী, অনুগ্রহের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছি।" এটা সত্যি নয়। একবার আমাদের বাঁচানো হয়ে গেছে তাই আমরা আর "অসহায় ,হারিয়ে যাওয়া পাপী" নই!

বছরের পর বছর ধরে আমরা একটি বিখ্যাত পুরাতন স্তবকের শব্দটি গেয়েছি যা হল " আমি এক পোকার মত"।ঈশ্বর আমাদের সেভাবে দেখেন না! এটি ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধ। আমরা ধুলির অসহায় পোকা নই আমরা হলাম নতুন সৃষ্টি! আমরা খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টি হয়েছি। আমরা তার প্রতিমূর্তিতে পরিবর্তন হয়েছি।

এক অযোগ্য স্বরূপ গর্বের মত আমাদের জীবনে পরাজয়কে নিয়ে আসে।

আমরা কতটা অযোগ্য তা ভেবে ভেবে নম্রতার প্রকাশ হতে পারে তবে এটি আমাদের জীবনে পরাজয়ের শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে যা আমাদের যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করা থেকে বিরত রাখে।

**সত্য নম্রতা**

সত্য নম্রতা ঈশ্বরের অনুগ্রহের স্বীকৃতি থেকে আসে। নম্রতা এমন একটি স্বীকৃতি যে বিগত দিনে আমরা ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম এবং তাঁর প্রেমের অনুগ্রহে তিনি আমাদের উদ্ধার দিয়েছিলেন যাতে আমরা তাঁর সৃষ্টির মতো হয়ে উঠতে পারি।

সত্য নম্রতা ঈশ্বর সম্পর্কে ভাল চিন্তা করার দ্বারা আসে। এটি আমাদের সকলের জানা এবং আমরা যা করতে পারি তা হ'ল তাঁর প্রতি আমাদের মহান অনুগ্রহ ও করুনার কারণে।

এটি সত্য যে "আমাদের নিজের বিষয় উচ্চ ভাবা উচিত নয়" কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের চেয়েও নীচুও ভাবতে পারি না।

আমরা যদি নিজেকে যীশুর মতো হতে এবং যীশুর কাজগুলি দেখতে পাই তবে আমাদের প্রথমে আমাদের পুরানো অযোগ্যতাগুলি নিক্ষেপ করতে হবে এবং তাদেরকে নতুন সৃষ্টির চরিত্রগুলীর সাথে প্রতিস্থাপন করতে হবে।

## দাসত্বের রুপকে পরিবর্তন করা

অনেকের নিজস্ব দাসত্ব রয়েছে তারা নিজেরাই দাসের অবহেলায় দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করছে। তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং সমৃদ্ধি অর্জন করতে নিজেরাই সক্ষম হতে পারে নি। তারা নিজেকে রাজার সন্তান হিসাবে দেখেনি।

**ইস্রায়েলের উদাহরণ**

মিশরে, ইস্রায়েলীয়রা কয়েকশ বছর ধরে দাসত্ব ছাড়া কিছুই জানত না। ঈশ্বরের নবজাতক পুত্র ও কন্যা হিসাবে তাদের ঈশ্বরের চুক্তির লোক হিসাবে কে ছিল তা প্রকাশ করার দরকার পড়েছিল।

® সোনা, রুপা

ঈশ্বর তার উদ্ধারপ্রাপ্ত সন্তানদের তাদের দাসত্বের চরিত্র থেকে নতুন সৃষ্টির চরিত্রে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের, মিশরীয়দের কাছ থেকে সোনার রৌপ্য গহনা এবং ব্যয়বহুল অলঙ্কৃত পোশাক চাইতে বলেছিলেন।

তারা সোনা ও রুপা গহনা বাক্সে রাখবে না। মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার সময় সেগুলি নিরাপদ রাখার জন্য পোশাকগুলির বাক্সে রাখেননি। ঈশ্বর তাদের রৌপ্য, স্বর্ণ এবং পোশাক তাদের পুত্রকন্যাদের পড়িয়ে দিতে বলেছিলেন।

যাত্রাপুস্তক ৩:২১,২২ক " আর আমি মিসরীয়দের দৃষ্টিতে এই লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিব তাহাতে তোমরা যাত্রাকালে রিক্তহস্তে যাইবে না, কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রুপো, সোনার গহনা ও বস্ত্র চাহিবে, এবং তোমরা তাহা আপন আপন পুত্র ও কন্যাদের গায়ে পরাবে এইরুপে তোমরা মিসরীয়দের দ্রব্য হরন করিবে"।

ইস্রায়েলের পুত্র-কন্যা - ঈশ্বরের মনোনীত লোকেরা - দাসত্বের জালে মিশর থেকে বের হয় নি। যে পোশাক এবং জুতো, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভূমিতে যাত্রা করে নি, সেগুলি ছিল প্রচুর সম্পদের পোশাক এবং গহনা।

® অতিরিক্ত

পরে যখন তাঁবুটি নির্মাণের সময় হল, তখন ইস্রায়েলীয়দের অধিকারে এত সোনা ও রুপা ছিল যে তারা খুব বেশি পরিমাণে দান করেছিল। তারা যেন আর দান না করে কারিগরেরা সেইকথা মোশিকে জানাল।

যাত্রাপুস্তক ৩৬:৫-৭ " সদাপ্রভু যাহা যাহা রচনা করিতে আজ্ঞা করেছিলেন লোকেরা সেই রচনা কাজের জন্য অতিরিক্ত অধিক বস্তু আনিতেছে। তাহাতে মোশি আজ্ঞা দিয়া শিবিরের সর্বত্র এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক পবিত্র স্থানের জন্য আর উপহার প্রস্তুত না করুক। তাহাতে লোকেরা আনিতে নিবৃত্ত হইল। কেননা সকল কর্ম করার জন্য তাহাদের যথেষ্ট, এমনকি প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য প্রস্তুত ছিল।

ঈশ্বর এইভাবে ইস্রায়েলীয়দের স্বরুপকে পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি আমাদের দারিদ্র্য ও পাপের দাসত্বের আমাদের পুরানো স্ব-চিত্রটি পরিবর্তন করতে চান। তিনি চান আমরা যেন পরিত্রানের আনন্দ উপভোগ করি।

## কল্পনা পরিত্যাগ করা

আমরা কীভাবে ঈশ্বরের কাছে অপছন্দনীয় সেই পুরানো স্ব-রুপ থেকে মুক্তি পেতে পারি?

আমরা কীভাবে হীনমন্যতা, নিরাপত্তাহীনতা, অপ্রাপ্তির অনুভূতি, অপরাধবোধ, নিন্দা এবং অযৌক্তিকতার বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারি?

কীভাবে আমরা আমাদের জীবনে এই পরাজিত চিন্তাভাবনা এবং কল্পনাগুলি মোকাবিলা করতে পারি?

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের এটার উত্তর দেয়।

২ করিন্থিয় ১০:৫ " আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং সমূদয় চিন্তাকে বন্দী করিয়া খ্রীষ্টে আজ্ঞাবহ করিতেছি"।

কল্পনাশক্তি মনে আছে। আমরা আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং প্রতিটি চিন্তাভাবনা যা ঈশ্বরের বাক্যের পরিপন্থী তা নষ্ট করতে হবে।

যুদ্ধ আমাদের মনে - আমাদের আত্মায়, আমাদের ইচ্ছায়, আমাদের আবেগগুলিতে। এই ক্ষেত্রগুলিতেই যুদ্ধটি জিতবে বা হারাবে। আমাদের মন অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্যে পুনর্নবীকরণ করা উচিত।

আমরা প্রতিটি চিন্তাকে বন্দী করতে হবে এবং সেগুলিকে খ্রীষ্টের বাধ্য করতে হবে। আমরা নিয়ন্ত্রণ নিতে এবং আমাদের চিন্তাগুলি আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে যারা জ্ঞানের সাথে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

### সাপের মত

যদি কোনও বিষাক্ত সাপ একটি গাছ থেকে পড়ে এবং আমাদের বাহুতে জড়িয়ে পড়ে, তবে আমরা অবশ্যই দাঁড়িয়ে দেখব না যে সে তার বিষ আমাদের ত্বকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। না! আমরা তত্ক্ষণাত আমাদের বাহুটিকে দ্রুত সেই সাপটির থেকে দুরে সরিয়ে নিতাম। এটি একটি তাত্ক্ষণিক, সিদ্ধান্তমূলক, বলপূর্বক পদক্ষেপ। সাপটি আঘাত করার আগে আমরা সাপটিকে দুরে সরিয়ে দেব।

একইভাবে, আমাদের অবশ্যই , পুরাতন স্বরূপের চিন্তাভাবনা এবং কল্পনাগুলি ফেলে দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই চিৎকার করে বলতে হবে, "আমি যীশুর নামে সেই চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করছি!"

যখন আমাদের পুরানো মন বলে,

"তুমি এটি করতে পারবে না, তুমি খুব লাজুক।"

তখন আমরা বলি

"আমি যীশুর নামে সেই চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করি।

আমি খ্রীষ্টের মাধ্যমে সমস্ত কিছু করতে পারি

যিনি আমাকে শক্তি দেন ""

যখন আমাদের পুরানো মন বলে,

"তোমার ক্যান্সার হয়েছে।"

আমরা বলি,

"আমি যীশুর নামে সেই চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করি।

ঈশ্বরের বাক্য বলে,

আমার বাড়ির কাছে কোনও মহামারী আসবে না।

আমি জানি যীশুর আঘাতের দ্বারা আমি সুস্থ হয়ে উঠছি।

**শক্তিশালী অস্ত্র**

আমাদের জীবনের বাঁধাগুলি ভাঙ্গার জন্য আমাদের কাছে শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে।

সাধু পৌল লিখেছেন,

২ করিন্থিয় ১০:৪ক " কারন আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী।

আমরা যখন ঈশ্বরের জ্ঞানের বিপরীত চিন্তাধারা এবং কল্পনাগুলি নাকচ এবং প্রত্যাখ্যান করি, তখন আমাদের উপর তাদের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে থাকি।

## পুরাতন ব্যক্তিত্বকে খুলে ফেলা

আমাদের পুরাতন ব্যক্তিত্ব সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াটি কলসীয় পুস্তকে প্রেরিত পৌল বর্ণনা করেছেন।

কলসীয় ৩:৯,১০ " এক জন অন্য জনের কাছে মিথ্যা কথা কহিও না, কেননা তোমার পুরাতন মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়াশুদ্ধ বস্ত্রবৎ ত্যাগ করিয়াছ, এবং সেই নতুন মনুষ্যকে পরিধান করিয়াছ, যে আপন সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে তত্বজ্ঞানের নিমিত্ত নতুনিকৃত হইতেছে"।

ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত হওয়ার পরে, আমাদের "পুরাতন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন" দেওয়া উচিত, যা আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তির জ্ঞানের দ্বারা পুনর্নবীকরণ করা হচ্ছে, তাকে "নতুন ব্যক্তিত্বকে পরিধান" করতে হবে।

**আমাদের মনকে পুনঃনবীকরন করা**

পরিত্রানের মুহুর্তে আমাদের আত্মা কীভাবে আমাদের ইচ্ছার একটি সাধারণ কাজ দ্বারা পরিচালিত হয় তা আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। এটি কেবল প্রথম পদক্ষেপ। আমরা সেই মুহুর্ত থেকে

বাইবেলের উপর ধ্যান করার সাথে সাথে আমরা আমাদের মনকে নবায়ন করছি এবং আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছি।

রোমীয় ১২:২ " আর এই যুগের অনুরুপ হইও না, কিন্তু মনের নতুনীকরন দ্বারা স্বরুপান্তরিত হও, যেন তোমরা পরিক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ"।

পৌল আমাদের বলেছেন যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং গৌরব।

২ করিন্থিয় ৩:১৮ " কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্তিতে স্বরুপান্তরিত হইতেছি"।

যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছি এবং নতুন সৃষ্টি যেমন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে, তাই নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলা ঈশ্বরের অপমান করার সমান।

অতীতের বিষয়ে আমাদের কথা বলতে হবে না। আমরা নতুন সৃষ্টি। আমরা গৌরব থেকে গৌরবে রূপান্তরিত হচ্ছি।

## পঙ্গপাল স্বরুপকে পরিত্যাগ করা

**"করতে পারি" স্বরুপ**

যদি আমরা একটি বিজয়ী, সফল, খ্রীস্টিয় জীবনযাপন করতে চাই, তবে আমাদের "করতে পারে না" স্বরুপটি "করতে পারে" স্বরুপের সাথে প্রতিস্থাপন করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে ঈশ্বরের বাক্য যা বলেছে আমরা তা করতে পারি।

**বারোজন গুপ্তচরের উদাহরন**

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের কনান দেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রভু সদাপ্রভু এই দেশটি অনুসন্ধান করার জন্য এবং সংবাদ আনার জন্য বারোটি গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি থেকে একটি করে লোক পাঠানোর কথা বলেছিলেন। চল্লিশ দিন শেষে তারা বিবরন নিয়ে ফিরে এসেছিল।

গননাপুস্তক ১৩:২৭,২৮ক, ৩০-৩৩ " আর তাহাকে বৃত্তান্ত কহিলেন, বলিলেন, আপনি আমাদিগকে যে দেশে প্রেরন করিয়াছিলেন, আমরা তথায় গিয়াছিলাম, দেশটি দুগ্ধমধুপ্রবাহী বটে, আর এই দেখুন, তাহার ফল। যাহা হোক, তদ্দেশনিবাসী লোকেরা বলবান, ও তথাকার নগর সকল প্রাচীরবেষ্টিত ও অতি বৃহৎ"।

**আমরা পারি**

আর কালেব মোশির সাক্ষাতে লোকদিগকে ক্ষান্ত করার জন্য কহিলেন, আস, আমরা একেবারে উঠিয়া গিয়া দেশ অধিকার করি, কেননা আমরা উহা জয় করিতে সমর্থ”।

## আমরা পারব না

কিন্তু যে ব্যক্তিরা তাহার সহিত গিয়াছিলেন, তাহারা কহিলেন, আমরা সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাইতে সমর্থ নহি, কেননা আমাদের অপেক্ষা তাহারা বলবান। এইরূপে তাহারা যে দেশ নিরীক্ষণ করতে গেছিল, ইস্রায়েল সন্তানগণের সাক্ষাতে সেই দেশের অখ্যাতি করে কহিলেন, আমরা যে দেশ নিরীক্ষণ করতে স্থানে স্থানে গেছিলাম, সে দেশ আপন অধিবাসীদিগকে গ্রাস করে, এবং তাহার মধ্যে আমরা যত লোককে দেখেছি, তাহারা সকলে ভীমকায়। বিশেষতঃ তথায় বীরজাত অনাকের সন্তান বীরদিগকে দেখিয়া আমরা আপনাদের দৃষ্টিতে ফড়িঙ্গের ন্যায় এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও তদ্রুপ হলাম।

## ঈশ্বর হলেন পার্থক্য

ঈশ্বর কে ছিলেন সে বিষয়ে কালেব এবং যিহোশূয়ের সত্য প্রকাশ ছিল।তারা নতুন সৃষ্টির ব্যক্তির মত কথা বলেছিল। তারা বলেছিল, “ আস, আমরা একেবারে উঠিয়া গিয়া দেশ অধিকার করি, কেননা আমরা উহা জয় করিতে সমর্থ’।

তারা আরও বলল,

গননাপুস্তক ১৪:৮.৯ “ সদাপ্রভু যদি আমাদিগেতে প্রীত হন, তবে তিনি আমাদিগকে সেই দেশে প্রবেশ করাইবেন, ও সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশ আমাদের দেবেন। কিন্তু তোমরা কোন মতে সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইও না, ও সে দেশের লোকদিগকে ভয় করিও না, কেননা তাহারা আমাদের ভক্ষ্যস্বরূপ, তাহাদের আশ্রয়-ছত্র তাহাদের উপর হইতে নীত হইল, সদাপ্রভু আমাদের সহবর্তী, তাহাদিগকে ভয় করিও না”।

অন্য দশ জন পুরুষ কালেব এবং যিহোশূয়ের মতো একই পরিস্থিতি দেখেছিলেন। তারা অবশ্য ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের দিকে নজর ছিল না। তারা তাদের প্রাকৃতিক ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে নিজেদের ফড়িং হিসেবে দেখেছিল। তাদের নিজেদের একটি "ফড়িং স্বরূপ" ছিল।

## আমাদের পছন্দ

আজ, আমাদের নিজেদের ফড়িং স্বরূপ ফেলে দিয়ে এবং এটি একটি নতুন তৈরি স্বরূপের সাথে প্রতিস্থাপন করা দরকার। কালেব এবং যিহোশূয়ের মতো আমাদেরও ঈশ্বরের মহিমাতে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত এবং বলা উচিত, "আমরা আমাদের দেশটি অধিকার করতে সক্ষম!"

অনেকের কাছে, আমাদের পুরাতন স্বরূপটি আমাদেরকে নতুন সৃষ্টি মানুষ হিসাবে ঈশ্বরের দেওয়া কাজ থেকে বিরত রাখতে একটি শক্তিশালী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের সাহসের সাথে পাহাড়রূপ পরিস্থিতির সাথে কথা বলতে হবে এবং তাঁকে বলতে হবে, "এই পাহাড় যেন সমুদ্রে পড়ে যায়!"

মথি ২১:২১ " যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আর সন্দেহ না কর, তবে তোমরা কেবল ডুমুর গাছের প্রতি এইরূপ করিতে পারিবে তাহা নয় কিন্তু এই পর্বতকেও যদি বল উপরিয়া যাও আর সমুদ্রে গিয়া পড় তাহাই হইবে"।

আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রগুলি ঈশ্বরের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়ে দুর্গগুলি টেনে নামিয়ে আনে। আমাদের পুরাতন স্বরুপের দুর্গগুলি ভেঙে পড়বে এবং পড়ে যাবে। ঈশ্বর যা বলেছেন আমরা তাই হব। একটি নতুন সৃষ্টি হিসাবে, পুরানো স্বরূপটি চলে যাবে এবং আমাদের সদ্য আবিষ্কৃত স্বরূপটি সহ সমস্ত কিছু নতুন হয়ে উঠবে।

২ করিন্থিয় ৫:১৭ " ফলত, কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নতুন সৃষ্টি হইল, পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ সেগুলি নতুন হইয়া উঠিয়াছে"।

## পুনারালোনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। এই পাঠক্রমের ফলস্বরূপ আপনি কোন পুরাতন স্বরূপকে পরিত্যাগ করেছেন?

২। । কলসীয় 3: 9,10 এ উল্লিখিত প্রক্রিয়াটি পুরাতন ব্যক্তিত্বকে ফেলে দেওয়া এবং নতুন ব্যক্তিকে গ্রহন করা বর্ণনা করুন।

৩। রোমীয় 12: 2 তে বর্ণিত অনুসারে আমরা কীভাবে কার্যকরভাবে আমাদের মনকে পুনর্নবীকরণ করতে পারি?

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# খ্রীষ্টে আমাদের স্বরূপ

## খ্রীষ্টে আমাদের পরিবার

**নতুন জন্ম**

**যীশু খ্রিস্টকে আমাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার মুহূর্তে আমরা একটি নতুন পরিবারে "পুনরায় জন্মগ্রহণ করি"।**

**যীশু নিকদিমাস কে বললেন,**

**যোহন ৩:৭ " আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নতুন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিও না"।**

**যীশু নিকদিমাসের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি দেহের জন্মের বিষয়ে কথা বলছিলেন না, বরং "পুনরায় জন্মগ্রহণ করা" অর্থ আত্মার দ্বারা জন্মগ্রহণ করা।**

**যোহন ৩:৫,৬ " যীশু উত্তর কহিলেন, সত্য, সত্য আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই, আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই"।**

**যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার আগে, আমরা যখন আমাদের দেহ,হাড়, মাংস এবং রক্ত) এবং আমাদের আত্মায় (বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছা) বেঁচে ছিলাম, তখন আমরা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ছিলাম। পরিত্রাণের মুহূর্তে আমরা আধ্যাত্মিকভাবে "নতুন করে জন্মগ্রহণ করেছি"। আমাদের আত্মা জীবিত হয়ে উঠেছে। আমরা যীশুখ্রিষ্টে নতুন সৃষ্টি হয়েছি।**

**আমরা একটি নতুন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, ঈশ্বরের পরিবার। যখন আমরা ঈশ্বরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করি তখন আমরা তাঁর সন্তান হয়ে উঠি।**

**ঈশ্বরের সন্তান**

**প্রেরিত যোহন লিখলেন,**

**১ যোহন ৩:১ক " দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই, আর আমরা তাহাই বটে।**

**যদি আমরা বুঝতে পারি যে আমরা মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাবান পিতার পুত্র এবং কন্যা, আমরা**

আমাদের জীবন, অবস্থান, অধিকার, সুবিধাগুলি এবং ভবিষ্যতগুলি ধারনা করতে পারি না, কারন সমস্তকিছু সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

আমাদের নতুন পারিবারিক সম্পর্কে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হিসাবে আমাদের নিজের সম্পর্কে চিন্তাভাবনাটিকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে দেয়।

পৌল লিখলেন,

রোমীয় ৮:১৪ " কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র"।

যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু এবং ত্রাণকর্তা স্বীকার করলেই আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে যাই।

যোহন ১:১২ " কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহন করিল, সেই সকলকে যাঁহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন"।

"ক্ষমতা" শব্দের অর্থ হল আইনী কর্তৃত্ব। একবার আমরা বিশ্বাস করলেই, ঈশ্বরের পুত্র বা কন্যা হওয়ার আইনী কর্তৃত্ব আমরা পেয়ে যাই।

## ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী

ঈশ্বর কেবল আমাদের তাঁর সন্তানই করেন নি, তিনি যীশুর মতো আমাদেরও উত্তরাধিকারসূত্রে উপহার দিয়েছেন। আমরা খ্রীস্টের সাথে যৌথ উত্তরাধিকারী হয়েছি।

রোমীয় ৮:১৭ক " আর যখন সন্তান, তখন দায়াদ, ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ।

পিতার সম্পদ ও সমৃদ্ধি অপরিমাপযোগ্য; পিতার সমস্ত কিছু তার সন্তানদের জন্য।

আমরা ঈশ্বরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, যীশু খ্রিস্টের সাথে যৌথ উত্তরাধিকারী হয়েছি তা উপলব্ধি করা কতই না আনন্দদায়ক। তাঁর সমস্ত উত্তরাধিকার আমাদের উত্তরাধিকারেও পরিণত হয়েছে।

স্বর্গের সমস্ত সম্পদ যীশুর অধিকারপ্রাপ্ত এবং আমরা তাঁর সাথে যৌথ উত্তরাধিকারী হওয়ায় স্বর্গের সমস্ত সম্পদ আমাদেরও হয়েছে।

ইফিষীয় ১:৩ " ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্বাদ করিয়াছেন"।

## আমাদের উত্তরাধিকারী অধিকার

যীশুর প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করি এবং ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হই। ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে, আমরা একটি প্রতিশ্রুত উত্তরাধিকার পাই।

গালাতীয় ৩:২৬ " কেননা, তোমরা সকলে, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা , ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ"।

যিহিস্কেল ৪৬:১৬ " প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, অধ্যক্ষ যদি আপন পুত্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে কিছু দান করেন, তবে তাহার অধিকার হবে, তাহা তাহার পুত্রদের হবে, তাহা অধিকার বলে তাহাদের স্বত্ব হবে"।

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের অবশ্যই নিজস্ব সম্পদের অধিকারী হতে হবে। উত্তরাধিকারসূত্রে যথাযথভাবে আমাদের যা আছে তা আমাদের অবশ্যই অধিকার করতে হবে।

## আমাদের সুবিধাগুলী গ্রহণ করা

আমাদের স্বর্গীয় পিতার পুত্র এবং কন্যা হিসাবে আমাদের সুবিধাগুলি সম্পর্কে জানতে পারা কতটা না বিস্ময়কর! এটা কতটা আনন্দদায়ক যে আমরা এইসব উত্তরাধিকার স্বত্বা স্বর্গে যাওয়ার আগেই উপভোগ করতে হবে।

প্রেরিত পৌল লিখেছেন,

ফিলিপীয় ৪:১৯ " আর, আমার ঈশ্বর গৌরবের খ্রীষ্ট যীশুতে স্থির আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরুপে সাধন করবেন"।

ঈশ্বরের পরিবারে ইতিমধ্যে "পুনরায় জন্মগ্রহণ" হয়ে আমরা এখন নতুন উত্তরাধিকার হিসাবে আমাদের উত্তরাধিকার উপভোগ করা শুরু করতে পারি।

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, ঈশ্বরের সন্তানেরা, যীশু খ্রিস্টের সাথে যৌথ উত্তরাধিকারী, আমাদের এই পৃথিবীতে আমাদের চাহিদা সরবরাহ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি ও প্রার্থনা করতে হবে না। ঈশ্বরের সমস্ত কিছুই ইতিমধ্যে আমাদের দিয়েছেন। আমাদের শুধু বিশ্বাস এবং বাধ্যতার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরের ধন অর্জন করা যায় তা অন্বেষণ করতে হবে।

### ® সম্পদের অধিকার

মোশি এই কথাগুলী ইস্রায়েলের সন্তানদের বলেছিলেন,

দ্বিতীয় বিবরন ৮:১৮ " কিন্তু তোমরা ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্মরণে রাখিবে, কেননা তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে আপনার যে নিয়মবিষয়ক দিব্য করেছেন, তাহা অদ্যকারমত স্থির করার জন্য তিনি তোমাকে ঐশ্বর্য লাভের সামর্থ্য দিলেন"।

® দেওয়ার প্রকৃতি

পিতার দেওয়ার প্রকৃতি রয়েছে।

যোহন লিখেছিলেন,

যোহন ৩:১৬ক " কারন ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন, যে তাহার একজাত পুত্রকে দান করলেন.....

যীশু বললেন,

লুক ৬:৩৮ " দেও, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, লোকে বিলক্ষন পরিমানে চাপিয়া, ঝাঁকিয়া, উপচিয়া তোমাদের কোলে দেবে, কারন তোমরা যে পরিমানে পরিমান কর সেই পরিমানে তোমাদেরও নিমিত্তে পরিমান করা যাইবে"।

® আশীর্বাদের ভাণ্ডার

আমরা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস এবং আনুগত্যের দ্বারা , ঈশ্বরের অপরিমেয় আশীর্বাদের ভাগীদার হয়েছি । আমাদের সমস্ত চাহিদা আমাদের চিরন্তন উত্তরাধিকারের ভাণ্ডার থেকে অপরিকল্পনিয় ভাবে পূরণ করা হয়।

মালাখি পুস্তকে আমরা পড়ি,

মালাখি ৩:১০ " তোমরা সমস্ত দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে আর তোমরা ইহাতে আমার পরিক্ষা কর, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি আকাশের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না।

ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টি পুত্র ও কন্যা হিসাবে আমাদের আশীর্বাদগুলি কীভাবে গ্রহণ করব তা জানা কতটা না আশ্চর্যের বিষয়।

## খ্রীষ্টের দেহ

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমরা কেবল ঈশ্বরের পরিবারের অংশই হয়ে উঠি নি, বরং নতুন জন্মের অলৌকিকতার দ্বারা আমরা খ্রীস্টের দেহের অঙ্গ হয়েছি।

প্রেরিত পৌল লিখেছেন,

১ করিন্থিয় ১২:২৭ " তোমরা খ্রীষ্টের দেহ, এবং এক একজন এক একটি অঙ্গ"।

সমস্ত বিশ্বাসী, সম্মিলিতভাবে, খ্রীষ্টের দেহটি তৈরি করে। আমরা স্বতন্ত্রভাবে সেই দেহের অঙ্গ।

আমরা গুরুত্বপূর্ণ অংশ

ঈশ্বরের প্রত্যেক দেহে তাঁর বিশ্বাসীর জন্য জায়গা রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে।

১৮পদ " কিন্তু এখন ঈশ্বর অঙ্গসকল এক এক করিয়া দেহের মধ্যে যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন সেইরুপ বসাইয়াছেন।

® একে অপরের দরকার

খ্রীষ্টের দেহে প্রত্যেক বিশ্বাসীর অপর অংশেরও দরকার রয়েছে।

২১,২২ পদ " আর চক্ষু হস্তকে বলিতে পারে না তোমাকে আমার প্রয়োজন নাই,আবার মাথাও পা দুখানিকে বলিতে পারে না তোমাদের আমার প্রয়োজন নাই এবং যে সকল অঙ্গকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলিয়া বোধ হয় সেগুলি অধিক প্রয়োজনীয়"।

২৬পদ " আর এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই দুঃখ পায়, এবং এক অঙ্গ গৌরবপ্রাপ্ত হইলে তার সহিত সকল অঙ্গ আনন্দ করে"।

ঈশ্বরের দেহের প্রতিটি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ! মানব দেহের যেমন যত্নের দরকার রয়েছে তেমনি রয়েছে খ্রীস্টের দেহেরও রয়েছে।

## খ্রীষ্টে আমাদের স্থিতি

পরিত্রাণের মুহুর্তে, পবিত্র আত্মা আমাদের যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। নতুন জন্মের অলৌকিক ঘটনা দ্বারা আমরা যীশুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এক হয়ে গেলাম। আমরা তাঁর সাথে এক হয়ে গেলাম।

১ করিন্থিয় ১২:১৩ " ফলত, আমরা কি যিহুদী, কি গ্রীক, কি দাস , কি স্বাধীন সকলি এক দেহ হইবার জন্য একি আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি এবং সকলি এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি"।

বাপ্তিস্ম কথার অর্থ কিঃ

® সম্পূর্ণরূপে সনাক্ত করা

পরিত্রাণের মুহুর্তে, আমরা যীশুখ্রিষ্টের সাথে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত হয়ে উঠলাম।

যখন সাদা রঙের কাপড়ের টুকরো লাল ছোপানো একটি কালিতে রাখা হয়, তখন কাপড়টি ছোপানো রঙ ধারণ করে। এই রঙ্গিনের সাথে আমরা বাপ্তিস্মের তুলনা করতে পারি।তেমনিভাবে, মুক্তির মুহূর্তে আমরা যখন পবিত্র আত্মার দ্বারা তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি তখন আমাদের আত্মা ঈশ্বরের পুত্রের স্বভাবকে গ্রহণ করে। আমরা তাঁর সাথে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত হয়ে উঠি - তাঁর দেহের এক অংশ - তাঁর সাথে একাত্মভাবে তাঁর সাথে একাত্ম হয়েছি।

যীশু যা, আমরাও তাই !

**যীশুর সমস্ত আমাদের হয়!**

**আমাদের যা আছে এবং যা আছে সবই**

**কারণ আমরা তাঁর মধ্যে আছি।**

**ইফিষীয়তে যেমনটা শিখানো হয়েছে**

**পৌল ইফিষীয়দের কাছে তাঁর চিঠির প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বার বার "খ্রীষ্টে" আমাদের অবস্থান ও সম্পত্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন।**

**® আত্মিক আশীর্বাদের দ্বারা আশীর্বাদযুক্ত**

**তিনি লিখেছিলেন যে আমরা খ্রীষ্টের প্রতিটি আধ্যাত্মিক আশীর্বাদে ধন্য।**

**ইফিষীয় ১:৩ " ধন্য আমাদের প্রভু যীশু, খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদের স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্বাদ করেছেন"।**

**স্বর্গের সমস্ত ধনী, গৌরবময়, এবং সন্তোষজনক আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে গ্রহণ এবং উপভোগ করার জন্য উপলব্ধ রয়েছে।**

**® তাহাতে মনোনীত**

**পিতা যীশুকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনিই মনোনীত। যেহেতু আমরা তাঁর মধ্যে আছি, আমরা এখন তাঁর মনোনীত হয়েছি।**

**ইফিষীয় ১:৪ " কারন তিনি জগতপত্তনের পূর্বে খ্রীষ্ট আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই"।**

**ঈশ্বর আমাদের রুপ, আমাদের ক্ষমতা বা আমাদের স্ব-মূল্যের কারণে বেছে নেন নি। তিনি আমাদের বেছে নিয়েছিলেন কারণ অনন্তকালীন সময়ে, তিনি খ্রীষ্টের মধ্যে আমাদের দেখেছিলেন।**

**® তাহার সাথে পূর্বনির্ধারিত**

**আমরা তার সাথে ছিলাম তাই আমরা তার সাথে পূর্বনির্ধারিত ছিলাম।**

**ইফিষীয় ১:৫ " তিনি আমাদিগতে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরুপনও করিয়াছেন। ইহা তিনি নিজ ইচ্ছার হিতসংকল্প অনুসারে নিজ অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার জন্য করিয়াছিলেন"।**

**আমরা ঈশ্বরের সাথে অনন্তকাল থাকার জন্য পূর্বনির্ধারিত এই কারণে হয়নি যে তিনি আমাদের অন্যদের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। পিতা যুগান্তর ধরে নীচে তাকিয়ে খ্রীষ্টে আমাদের দেখতে পেতেন।**

তিনি আমাদের বেছে নিয়েছিলেন কারণ তিনি যীশুকে বেছে নিয়েছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে যুক্ত রয়েছি।

আমাদের উত্তরাধিকার এবং আমাদের পূর্বনির্ধারনের কারণ হল, যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমাদের অবস্থান।

ইফিষীয় ১:১১ " খ্রীষ্টেই সংগ্রহ করা যাইবে, তাহাতেই করা যাইবে, যাঁহাতে আমরা ঈশ্বরের অধিকার স্বরূপ হইয়াছি, বাস্তবে যিনি সকলি আপনার ইচ্ছার মন্ত্রনা অনুসারে সাধন করেন"।

® তাহাতে গৃহীত

আমরা প্রিয়মের দ্বারা গৃহীত হয়েছি। পিতাতে আমাদের গ্রহণযোগ্যতার কারণ হল, আমরা খ্রীষ্টেতে আছি।

ইফিষীয় ১:৬ " সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদিগকে সেই প্রিয়তমের অনুগৃহীত করিয়াছেন"।

আমাদের উদ্ধার, ক্ষমা এবং তাঁর অনুগ্রহের সমস্ত ধনের কারন হল, আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি।

ইফিষীয় ১:৭ " যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি, ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনুসারে হইয়াছে"।

® তাহাতে মুদ্রাঙ্কিত

আমরা পবিত্র আত্মার দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়েছি এবং অনন্তকালের জন্য খ্রীষ্টের সহিত একাত্ম হয়েছি।

ইফিষীয় ১:১৩ " খ্রীষ্টে থাকিয়া তোমরাও সত্যের বাক্য তোমাদের পরিত্রানের সুসমাচার শুনিয়া এবং তাহাতে বিশ্বাসও করিয়া সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছি"।

® তার সাথে বসা

তার সাথে এক হবার দ্বারা আমরা স্বর্গীয়স্থানে তার সাথে বসার সুযোগ পেয়েছি।

ইফিষীয় ২:৬ " তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন।

যদিও আমরা স্থায়ীভাবে এই পৃথিবীতে আমাদের দেহে বাস করছি, খ্রীষ্টে আমরা স্বর্গে বসে আছি। যীশু তাঁর উদ্ধারকারী কাজ শেষ করার পড়, তিনি স্বর্গে পিতার ডানদিকে বসেছিলেন।

গীতসংহিতা ১১০:১ " সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি"।

পৌল প্রকাশ করেছেন যে আমরা তাঁর সাথে অবস্থানগতভাবে বসে আছি। আমরা এই পৃথিবীতে তাঁর সমাপ্ত কাজের সমস্ত সুবিধা উপভোগ করছি। আমরা বিশ্বাস দ্বারা, সমস্ত মুহূর্তে এমনকি জীবনের ঝড়ের মাঝেও বিশ্রাম উপভোগ করছি যা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য উপলব্ধ হয়েছে।

® তার মধ্যে ভালো কাজ

আমরা যীশু খ্রীষ্টতে সৎক্রিয়ার জন্য সৃষ্টি হয়েছি।

ইফিষীয় ২:১০ " আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট, সেগুলি ঈশ্বর পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি"।

আদম এবং হবাকে একটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এবং খ্রীস্টে আমরা একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছি। আমাদের পৃথিবীতে তাঁর কাজগুলি করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা খ্রীষ্টের দেহরুপে তার জায়গায় পৃথিবীতে কাজ করছি।

যীশু যখন জীবিত ছিলেন এবং এই পৃথিবীতে সেবা করছিলেন, তখন তিনি তাঁর বিশ্বাসীদের বললেন,

যোহন ১৪:১২ " সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কাজ করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কাজ করবে, কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি"।

যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হিসাবে, আমরা যীশুর দেহ। আমরা তাঁর বাহু, পা, এবং এই পৃথিবীতে তাঁর হাত। যীশুর দেহ হিসাবে, আমরা আজ তাঁর কাজগুলি চালিয়ে যাচ্ছি।

খ্রীষ্টের দেহ

® পৃথিবীতে খ্রীষ্টের প্রতিনিধিত্ব করা

® ঈশ্বরের ভালোবাসাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা

® ঈশ্বরের সুস্থতা এবং মুক্তিকে নিয়ে আসা

® ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে উদ্ধারের জ্ঞানকে নিয়ে আসা

® তার সন্নিকট হওয়া

আমরা, যারা তাঁর শত্রু ছিলাম এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে ছিলাম, তাঁর রক্তের দ্বারা আমরা 'তার সন্নিকট' হয়েছি।

ইফিষীয় ২:১৩ " কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্বে দূরবর্তী ছিলে যে তোমরা, তোমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্তী হইয়াছ"।

আমরা এখন তার সাথে একটি ক্রমাগত, ঘনিষ্ঠ সহভাগীতা এবং মেলামেশা উপভোগ করতে পারি।

® এক হওয়া

যখন আমরা তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছি, তখন আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যে সমস্ত শত্রুতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা দুজন এক হয়ে গেছি।

ইফিষীয় ২:১৫ " শত্রুতাকে বিধিবদ্ধ আজ্ঞা কলাস্বরূপ ব্যবস্থাকে, নিজ মাংসে লুপ্ত করিয়াছেন, যেন উভয়কে আপনাতে একই নূতন মনুষ্যরুপে সৃষ্টি করেন, এইরুপে সন্ধি করেন"।

নতুন সৃষ্টি ব্যক্তি যতক্ষণ যীশুর সাথে থাকে সে কখনই যীশু এবং তাঁর শান্তি থেকে পৃথক হতে পারে না।

® পবিত্র মন্দির

তাঁর মধ্যে, আমরা একসাথে একটি পবিত্র মন্দির, স্বয়ং ঈশ্বরের আবাসস্থল হিসাবে নির্মিত হয়েছি।

ইফিষীয় ২:২০-২২ " তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদীগণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে, তাঁহার প্রধান কোনের প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু। তাহাতেই প্রত্যেক গাথনি।সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে ও একসঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে"।

ঈশ্বর এই পৃথিবীত থাকার জন্য আমাদেরকে বেছে নিয়েছেন এটা কতটা না আশ্চর্যের বিষয়। তিনি পৃথকভাবে আমাদের মধ্যে বাস করতে এবং সংযুক্তভাবে তাঁর মণ্ডলী হিসাবে আমাদের সকলের সাথে বাস করতে চান।

® সাহসীকতা- তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস

কারণ আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি, তাঁর সাথে এক হয়েছি, তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একত্রিত, তাই একটি নতুন সৃষ্টি হিসাবে তাঁর যা কিছু আছে তা ভাগ করে নিই।

তার ধার্মিকতা আমাদের ধার্মিকতায় পরিণত হয়েছে। তাঁর নিয়তি হয়ে গেছে আমাদের নিয়তি। তাঁর জীবন হয়ে উঠেছে আমাদের জীবন।

যখন আমরা নতুন সৃষ্টির প্রকাশ পাই, আমরা সাহসের সাথে বলতে পারি,

আমি জানি যীশু খ্রীষ্টে আমি কে!

আমি তার সাথে এক হয়ে গেছি!

আমি এখন তাঁর ধার্মিকতা ,

তার ভাগ্য, এবং তার জীবন ভাগ করেছি!

আমি একটি নতুন সৃষ্টি!

পুরানো জিনিসগুলি চলে গেছে!

সব কিছু নতুন হয়ে গেছে!

ইফিষীয় ৩:১২ " তাহাতেই আমরা তাঁহার উপরে বিশ্বাস দ্বারা সাহস, এবং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্বক উপস্থিত হইবার ক্ষমতা পাইয়াছি"।

আমরা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে সাহসের সাথে তাঁর উপস্থিতিতে আসতে পারি কারণ আমরা তাঁর মধ্যে আছি, আমরা আর অপরাধবোধ এবং নিন্দার মধ্যে নেই। আমরা নতুন সৃষ্টি। আমরা যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের ধার্মিকতায় পূর্ণ হয়েছি।

## আলোর সন্তান

যীশু মাংসে জন্মগ্রহন করে এই আধ্যাত্মিক অন্ধকারের জগতে আলো হয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং শক্তিকে যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে প্রকাশ করতে এসেছিলেন।

যোহন ৮:১২ " যীশু আবার লোকদের কাছে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে"।

১ থিসলনীকীয় ৫:৫ " তোমরা ত সকলে দীপ্তির সন্তান ও দিবসের সন্তান, আমরা রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই"।

বিশ্বাসীরা আলোর সন্তান হিসাবে বাঁচবে। তারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশের জ্যোতির মধ্যে বিজয়ীভাবে জীবনযাপন করবে। পৌল এই বলে আমাদের নির্দেশ দিলেন যে,

ইফিষীয় ৫:৮ " কারন তোমরা এক সময়ে অন্ধকার ছিলে, কিন্তু এখন প্রভুতে দীপ্তি হইয়াছ, দীপ্তির সন্তানদের ন্যায় চল"।

## ধৌত, পবিত্র, ন্যায়সঙ্গত

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমাদের ধৌত, পবিত্র এবং ন্যায়াসঙ্গত করা হয়েছে।

১ করিন্থিয় ৬:১০,১১ " যাঁহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার হইবে না। আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে, কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রকৃত হইয়াছ, ধার্মিকগনিত হইয়াছ"।

আমাদের পরিষ্কৃত , ধৌত হতে হবে। ঈশ্বর অপবিত্রতার মধ্যে থাকতে পারেন না। নিখুঁত ন্যায়বিচার এবং নিখুঁত ধার্মিকতা পাপের সাথে থাকতে পারে না।

১ যোহন ১:৭ " কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে"।

"পবিত্র" কথাটি খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মনুষ্যদের সম্পর্ককে বর্ণনা করে। এর অর্থ হল আমরা মন্দ থেকে আলাদা হয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি । আমরা জগত থেকে আলাদা হয়েছি ধার্মিকতার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

আমরা ধৌত এবং পবিত্র হয়েছি। আমরাও ধার্মিক হয়েছি। ধার্মিক হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের দ্বারা ধার্মিক ঘোষণা করা। আমরা ধার্মিক; আমাদের আত্মা ঈশ্বরের সামনে নিখুঁত। খ্রীষ্টে আমরা নতুন সৃষ্টি। পুরানো পাপ চলে গেছে - যীশুর প্রবাহিত রক্ত দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়েছে।

রোমীয় ৩:২৮ " কেননা আমাদের মীমাংসা এই যে ব্যবস্থার কাজ ব্যতিরেকে বিশ্বাস দ্বারাই মনুষ্য ধার্মিক গনিত হয়"।

রোমীয় ৮:৩১খ,৩৩ " ঈশ্বর যেমন আমাদের স্বপক্ষ, তখন আমাদের বিপক্ষ কে?

ঈশ্বরের মনোনীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করিবে? ঈশ্বর তো তাহাদের ধার্মিক করেন, কে দোষী করিবে"।

যখন শয়তান এবং তার সঙ্গীরা আমাদের অতীত স্মরণ করিয়ে দিতে আসে, তখন আমাদের বলা উচিত,

ভুলে যাও শয়তান,

আমি ধৌত, পবিত্র, এবং ন্যায্য!

আমি একটি নতুন সৃষ্টি!

পুরানো বিষয়গুলি চলে গেছে!

সব কিছু নতুন হয়ে গেছে!

## আমাদের নতুন নাগরিকত্ব

### আমাদের অধিকার

নতুন সৃষ্টি হিসাবে আমরা নতুন নাগরিকত্ব লাভ করেছি।

একটি দেশের নাগরিককে জাতির সংবিধানের অধীনে কিছু অধিকার নিশ্চিত করা হয়। সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। জাতির অন্যান্য সকল আইন সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের অধীন। আমরা যদি আমাদের অধিকার না জানি তবে কিছু অসাধু ব্যক্তি আমাদের তা থেকে বঞ্চিত করে দেবে।

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের অনেক অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা একটি অসাধু শয়তানের দ্বারা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারি। আমাদেরকে অযথা কষ্টের মধ্যে তা ফেলে দেয়। একটি নতুন সৃষ্টি হওয়া এটা অঙ্গিকার দেয় না যে আমরা আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ উপভোগ করব, কিন্তু এটি আমাদের তাদের পুনরায় দাবি করার আইনি অধিকারকে দিয়ে থাকে।

আমাদের অস্ত্র

এই পৃথিবীতে শয়তান নতুন সৃষ্টি হিসেবে আমাদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। যাইহোক, ঈশ্বর আমাদের সেই আধ্যাত্মিক অস্ত্র দিয়েছেন যা আমাদের পুনরায় অধিকার করতে হবে।

পৌল লিখেছিলেন যে আমাদের অস্ত্র এই পৃথিবীর নয়। তাদের ঈশ্বরিক শক্তি আছে, শক্তভাবে দুর্গগুলি টেনে আনার জন্য সেগুলি যথেষ্ট পরাক্রমী।

২ করিন্থিয় ১০:৪ " কারন আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী"।

একটি বাধা একটি দুর্গের মত। পরিস্থিতি, চিন্তাধারা, ব্যক্তি বা সংগঠনের উপর এটি শক্ত হয়ে আঁকড়ে আছে। এটি হতে পারে একটি শক্তিশালী দুর্গ যা শয়তান আমাদের স্বাস্থ্য বা অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। দুর্গ যাই হোক না কেন, এটিকে ভেঙ্গে ফেলার অস্ত্র আমাদের কাছে আছে!

® কার্যকারী হওয়া

কোন অস্ত্রই কার্যকর নয় যদি এটি ব্যবহার না করা হয়।

যদি কোন শত্রু কোন সশস্ত্র ব্যক্তির উপর হামলা চালায়, তবে সেই ব্যক্তি তার অস্ত্র ব্যবহার না করলে সে তার ক্ষতি করতে পারে। যে ব্যক্তি আক্রমণে আছে সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সশস্ত্র হতে পারে, কিন্তু যদি সে তার অস্ত্র ব্যবহার না করে, তবে সে পরাজিত হতে পারে।

নতুন সৃষ্টির মানুষ হিসেবে আমাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শত্রুকে পরাজিত করার জন্য আমাদের যে সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োজন হবে তা আমাদের কাছে আছে, কিন্তু সেগুলি কী এবং কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে।

® বর্ণিত

পৌল ইফিষীয় পুস্তকে নতুন সৃষ্টির বর্ম এবং অস্ত্রের বর্ণনা দিয়েছেন।

ইফিষীয় ৬:১১-১৭ " ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিশ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার। কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগতপতিদের সহিত, স্বর্গীয়স্থানে দুষ্টতার আত্মাগনের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে। এইজন্য তোমরা ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা গ্রহন কর, যেন সেই কুদিন প্রতিরোধ করতে এবং সকলি সম্পন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পার। অতএব সত্যের কটিবন্ধনীতে বদ্ধকটি হইয়া, ধার্মিকতার বুকপাটা পড়িয়া এবং শান্তির সুসমচারের সুসজ্জতায় পাদুকা চরণে দিয়া দাঁড়িয়ে থাক, এই সকল ছাড়া বিশ্বাসের ঢালও গ্রহন কর, যাহার দ্বারা তোমরা সেই পাপাত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ নির্বাণ করিতে পারিবে এবং পরিত্রানের শিরস্থান ও আত্মার খড়গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহন কর"।

® আমাদের আক্রমণাত্মক অস্ত্র

দুটি সাধারণ ধরনের অস্ত্র আছে, প্রতিরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক। কিছু অস্ত্র আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য , এবং একটি শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য।

আত্মার তলোয়ার - ঈশ্বরের বাক্য – এই বর্ণনামূলক অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আক্রমণাত্মক অস্ত্র। যখন আমরা বিশ্বাসে ঈশ্বরের বাক্যকে বলি, শয়তানকে তখন পালাতে হয়। এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে তার কোন প্রতিরক্ষা নেই।

ঈশ্বর আমাদের এই অস্ত্র দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের অবশ্যই এটি ব্যবহার করতে শিখতে হবে। নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের অবশ্যই কঠিন পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের বাক্যকে বলতে হবে।

উপসংহার

খ্রীষ্টে আমাদের নতুন সৃষ্টি হয়েছি

নতুন জন্মের অলৌকিকতার দ্বারা, আমরা ঈশ্বরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা হিসাবে, আমরা যীশুর সহ-উত্তরাধিকারী হয়েছি। তাঁর যা আছে সবই এখন আমাদের ভাগ করা হয়েছে।

আমরা তাঁর মধ্যে আছি, এবং আমাদের নতুন অবস্থানের কারণে, আমরা সমস্ত আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ পেয়েছি, নির্বাচিত, পূর্বনির্ধারিত, গৃহীত, সীলমোহরকৃত হয়েছি, এবং তাঁর সাথে বসার অধিকার পেয়েছি।

আমরা এই পৃথিবীতে তাঁর ভাল কাজ করার জন্য খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টি হয়েছি। আমরা, যারা একসময় তাঁর শত্রু ছিলাম, এখন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহভাগীতা করার অনুমতি পেয়েছি। আমরা তাঁর পবিত্র মন্দির। তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের কারণে আমাদের একটি নতুন সাহস এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা যারা একসময় অন্ধকারে ছিলাম তাদের এখন আলোর সন্তান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের ধৌত , পবিত্র এবং ধার্মিক করা হয়েছে । আমাদের নতুন সৃষ্টি হিসেবে নাগরিকত্বের অধিকার আছে। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সমগ্র বর্ম পরতে হবে এবং যীশু খ্রীস্টের নতুন সৃষ্টি হিসাবে আমাদের সমস্ত উত্তরাধিকার, আমাদের সুবিধা এবং আমাদের অধিকার পুনরুদ্ধার করতে হবে।

## পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। নতুন সৃষ্টির অর্থ আপনার কাছে কি ?

২। "খ্রীষ্টে" থাকার অর্থ কি ?

৩। আপনার কাছে আলোর সন্তানদের অংশ হওয়ার অর্থ কী?

## সপ্তম অধ্যায়

# নতুন সৃষ্টির অধিকার

## আব্রাহামের সন্তান হিসাবে

প্রেরিত পৌল লিখেছিলেন যে যদি আমরা বিশ্বাসে থাকি তবে, আমরা আব্রাহামের সন্তান। কারণ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আব্রাহামের সন্তান হিসেবে আমাদের অনেক অধিকার এবং সুযোগ - সুবিধা রয়েছে।

গালাতীয় ৩:৬,৭ " যেমন আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন আর তাহাই তাঁহার পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণিত হল। অতএব জানিও, যাঁহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারই আব্রাহামের সন্তান"।

### আব্রাহামের ধার্মিকতা

ঈশ্বর আব্রাহামকে তার ভালো কাজ, তার অনুকরণীয় জীবন বা তার মহৎ যোগ্যতার কারণে নয়, বরং তার বিশ্বাসের জন্য তাঁকে ধার্মিক বলে গণিত করেছিলেন। আব্রাহাম নিখুঁত ছিলেন না কিন্তু তার বিশ্বাসের জন্য তিনি ধার্মিক হয়েছিলেন।

ঈশ্বরের ধার্মিকতার জন্য আমাদের নিখুঁত হতে হবে না। তবে, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হবে এবং বিশ্বাস দ্বারা তার ধার্মিকতা গ্রহণ করতে হবে, যেমন আব্রাহাম করেছিলেন।

শারীরিক ক্ষেত্রে, আমরা আমাদের পার্থিব পিতার, একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি যা তার নাম বহন করে। যখন আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে পুনরায় জন্মগ্রহণ করি, আমরা বিশ্বাসের পরিবারে জন্মগ্রহণ করি এবং পারিবারিক নাম হিসাবে - আব্রাহামের পরিবার ব্যবহার করার অধিকার পাই।

### আব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

ঈশ্বর যখন হারন থেকে আব্রামকে (পরবর্তীতে আব্রাহাম নামে ডাকা হয়) ডেকেছিলেন, তখন তিনি তাকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; এবং যেহেতু আমরা অব্রহামের পরিবারে আছি, তাই আমরাও এই প্রতিশ্রুতিগুলির অধিকার পেয়েছি।

আদিপুস্তক ১২:১-৩ " সদাপ্রভু আব্রাহামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটি পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল।

" আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব। তাহাতে তুমি

আশীর্বাদের আকর হইবে। যারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে তাঁহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দেবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দেব, এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে"।

আমরা আব্রাহামের আশীর্বাদ পাওয়ার অধিকারী! আমরা এই প্রতিশ্রুতিগুলো নিজেদের জন্য দাবি করতে পারি।

**তার বংশধর**

ঈশ্বর আব্রাহামকে অনেক বংশধরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার বংশ পৃথিবীতে বালিকনার ন্যায় হবে - বীজ বলতে তার শারীরিক বীজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আদিপুস্তক ১৩:১৬ " আর পৃথিবীস্থ ধুলির ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব, কেউ যদি পৃথিবীস্থ ধুলি গণিতে পারে তবে তোমার বংশও গোনা যাবে"।

ঈশ্বর আব্রাহামকে বলেছিলেন যে, তার বংশধর আকাশের তারার ন্যায় হবে। বিশ্বাসের দ্বারা আত্মিক বীজের কথা বলা হচ্ছে।

আদিপুস্তক ১৫:৫ " পরে তিনি তাহাকে বাহিরে আনিয়া কহিলেন, তুমি আকাশে দৃষ্টি করিয়া যদি তারা গনিতে পার তবে গুনিয়া বল, তিনি তাহাকে আরও বলিলেন, এইরুপ তোমার বংশ হবে।

**অনন্তকালীন চুক্তি**

ঈশ্বর আব্রাহাম এবং তার বংশধরদের সাথে একটি চিরস্থায়ী চুক্তি স্থাপন করেছিলেন। বিশ্বাসের মাধ্যমে, আমরা তার বংশধর হয়েছি এবং আমরাও এই চিরস্থায়ী চুক্তির অংশ হয়েছি।

আদিপুস্তক ১৭:৭ " আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব তাহা চিরকালের নিয়ম হবে, ফলত আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হইব"।

**যীশু, আব্রাহামের বংশধর**

যদি আমরা যীশুর মধ্যে থাকি, আমরা আব্রাহামকে করা ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং উত্তরাধিকারী। আমরা আব্রাহামের চুক্তির উত্তরাধিকারী।

গালাতীয় ৩:১৬ " ভালো, আব্রাহামের প্রতি ও তাঁহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবচনে আর বংশ সকলের প্রতি না বলিয়া, একবচনে বলেন আর তোমার বংশের প্রতি সেই বংশ খ্রীষ্ট"।

গালাতীয় ৩:২৯ " তবে সুতরাং আব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞা অনুসারে দায়াধিকারী "।

## আব্রাহামে আমাদের আশীর্বাদ

আমরা আব্রাহামের সন্তান - তার আধ্যাত্মিক বংশধর - এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা তার আশীর্বাদ পেতে পারি। যদি আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে এই আশীর্বাদগুলো পেতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে সেগুলো কী।

### আশীর্বাদের সূচী

দ্বিতীয় বিবরন ২৮:১-১৪ " আমি তোমাকে অদ্য যেসকল আজ্ঞা আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্বক সেইসকল পালন করিবার জন্য যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত কর, তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির উপরে তোমাকে উন্নত করিবেন, আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিলে এইসকল আশীর্বাদ তোমার উপরে বর্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে আশীর্বাদযুক্ত হইবে ও ক্ষেত্রে আশীর্বাদযুক্ত হইবে। তোমার শরীরের ফল, তোমার ভুমির ফল, তোমার পশুর ফল, তোমার গোরুদের বৎস ও তোমার মেষীদের শাবক আশীর্বাদযুক্ত হইবে। তোমার ঝুপড়ি ও ময়দার কাঠুয়া আশীর্বাদযুক্ত হইবে। ভিতরে আসিবার সময় তুমি আশীর্বাদযুক্ত হইবে, এবং বাহিরে যাইবার সময় তুমি আশীর্বাদযুক্ত হইবে। তোমার যে শত্রুগন তোমার বিরুদ্ধে উঠে, তাঁহাদিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে আঘাত করাইবেন, তাহারা এক পথ দিয়া তোমার বিরুদ্ধে আসিবে, কিন্তু সাত পথ দিয়া তোমার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে। সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়া তোমার গোলাঘর সম্বন্ধে ও তুমি যেকোন কাজে হস্তক্ষেপ কর, তৎসম্বন্ধে আশীর্বাদকে তোমার সহচর করিবেন, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তথায় তোমায় আশীর্বাদ করিবেন। সদাপ্রভু আপন বিদ্যানুসারে তোমাকে আপন পবিত্র প্রজা বলিয়া স্থাপন করিবেন, কেবল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন ও তাঁহার পথে গমন করিতে হইবে। আর পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি দেখিতে পাইবে যে সদাপ্রভুর নাম তোমাদের পরিচয় হইয়াছে, এবং তাহারা তোমা হইতে ভীত হইবে। আর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি মঙ্গলার্থে তোমার শরীরের ফলে, তোমার পশুর ফলে ও তোমার ভুমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্যশালী করিবেন। যথাকালে তোমার ভুমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার হস্তের সমস্ত কর্মে আশীর্বাদ করিতে সদাপ্রভু আপনার আকাশরুপ মঙ্গলভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন, এবং তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবেন না আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তকস্বরুপ করিবে, পুচ্ছস্বরুপ করিবেন না, তুমি অবনত না হইয়া কেবল উন্নত হইবে, কেবল

তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই যে সকল আজ্ঞা যত্নপূর্বক পালন করিতে আমি তোমাকে অদ্য আদেশ করিতেছি এই সকলতে কর্ণপাত করিতে হইবে, আর অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা আজ্ঞা করিতেছি, অন্য দেবগনের সেবা করার জন্য তাহাদের অনুগামী হইবার জন্য তোমাকে সেইসকল কথার দক্ষিণে কি বামে ফিরিতে হইবে না"।

**আমাদের দেওয়া হয়েছে**

এই প্রতিশ্রুতিগুলি প্রথমে আব্রাহামকে দেওয়া হয়েছিল, তারপরে তার শারীরিক বংশধরদের এবং তারপরে সেগুলি তার আধ্যাত্মিক বংশধরদের দেওয়া হয়েছে - যারা হল বিশ্বাসী।

গালাতীয় ৩:৬,৭,১৪ " যেমন আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন, আর তাহাই তাঁহার পক্ষে ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হইল। অতএব জানিও, যাঁহারা বিশ্বাসাবলম্বি, তাঁহারাই আব্রাহামের সন্তান।

যেন আব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগনের প্রতি বর্তে, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই"।

**আজকের জন্য**

লক্ষ্য করুন, আব্রাহামকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি এখনের জন্য নাকি যখন আমরা স্বর্গে যাব তখনের জন্য ।

আসুন আমাদের নতুন সৃষ্টির কিছু আশীর্বাদগুলির জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই।

পিতা, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি শহরের মধ্যে ধন্য

এবং দেশে ধন্য।

আমি যেখানেই থাকি আমি ধন্য।

আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার গর্ভের ফল আশীর্বাদপ্রাপ্ত,

আমার সন্তানরা আশীর্বাদপ্রাপ্ত।

আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু

যে আমার পশু আপনার দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়।

আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু

যে আমার ঝুড়ি ভরে গেছে,

যে আমার প্রতিদিনের জন্য খাবার আছে।

আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি ধন্য

যখন আমি ভিতরে আসি এবং বাইরে যাই তখন আশীর্বাদ প্রাপ্ত হই।

আমি জানি যে যখন কোন শত্রু আমার বিরুদ্ধে আসার চেষ্টা করে

সে ইতিমধ্যে পরাজিত হয়েছে।

তিনি একদিক থেকে আমার বিরিদ্ধে আসবে কিন্তু তারা সাতদিক থেকে পালাবে।

প্রভু, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমি যা করি তা সমৃদ্ধ হবে।

আমি আজ তোমার পথে হাঁটতে যাচ্ছি,

আগামীকাল, এবং আমার জীবনের প্রতিটি দিন।

আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে মানুষ দেখতে পাবে

তুমি আমার জীবনে কত মহান।

আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমাকে দেবে

প্রচুর সমৃদ্ধি।

আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনি খুলেছেন

স্বর্গে অনুগ্রহের ভাণ্ডার,

এবং আমি এটা পৃথিবীতে গ্রহণ করতে পারি।

আমি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনি আমাকে তৈরি করেছেন

মস্তক করে, লেজ করে নয় –

আপনি আমাকে উপরে রেখেছেন এবং নীচে নয়।

হে পিতা, আমি তোমার আশীর্বাদগুলোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই!

প্রভু, আমি আপনাকে অনুসরণ করা থেকে সরে যাব না।

আমি অন্য দেবতাদের সেবা করব না।

আমি আপনার আদেশ পালন করব।

যীশুর নামে, আমেন

## পাপ এবং মৃত্যুর আইন থেকে মুক্ত

### অনুগ্রহের দ্বারা উদ্ধার

পৌল বলেছিলেন যারা যীশুকে তাদের প্রভু এবং পরিত্রাতা বলে দাবি করে তারা পাপের আর আইনী নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব নেই।

আমরা আর আইনের অধীনে থাকি না। আমরা রক্ষা পেয়েছি - মুক্ত হয়েছি – আইনের দ্বারা নয়, অনুগ্রহের দ্বারা।

রোমীয় ৬:১৪ " কেননা পাপ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে না কারন তোমরা ব্যবস্থার অধিন নও, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন"।

ইফিষীয় ২:৮ " কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রান পাইয়াছ, এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান"।

অনুগ্রহের অর্থ হল অযোগ্য দয়া - অর্থাৎ এমন কিছু আমাদের দেওয়া হয়েছে যার যোগ্য আমরা নই।

আমরা শুধু ঈশ্বরের অযোগ্য অনুগ্রহের প্রাপ্য ছিলাম না, আমরা ঠিক তার বিপরীত প্রাপ্য ছিলাম। নারী -পুরুষ আইন পূরণ করতে পারেনি; এবং তাই, এটি তাদের পরিত্রাণ দিতে পারেনা - এটি কেবল মৃত্যু আনতে পারে।

উদ্ধার পাওয়ার অর্থ হল কিছু থেকে রক্ষা করা বা কিছু থেকে মুক্ত হওয়া। আমরা কি থেকে উদ্ধার পেয়েছি?

**অভিশাপ থেকে**

আমরা আর পাপ এবং মৃত্যুর আইনের অধীন নই, এবং আমরা আর আইনের অভিশাপের অধীন নই। আমরা আইনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি; এবং তবুও, যদি আমরা নতুন সৃষ্টি হিসাবে আমাদের অধিকারকে না জানি, তখন শয়তান ও তার মন্দ আত্মা আমাদের উপর অভিশাপকে নিয়ে আসে, এবং আমরা পরাজিত হয়ে যাই। যাইহোক, যখন আমরা আমাদের নতুন সৃষ্টির অধিকার এবং সুযোগ -সুবিধাগুলীকে জানব, তখন আমরা প্রতিটি যুদ্ধে জয়ী হতে পারব।

যখন এই বিষয়গুলো আমাদের বিরুদ্ধে আসে যা অভিশাপের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, তখন আমরা নতুন সৃষ্টি হিসেবে সাহসের সাথে বলতে পারি,

আমি আইনের অভিশাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছি

**® যীশু অভিশপ্ত হলেন**

যীশু আমাদের জন্য এই অভিশপ্ত হলেন! তিনি আমাদের বিকল্প হয়ে উঠেছিলেন এবং এই অভিশাপগুলি তাঁর নিজের শরীরে নিয়েছিলেন যাতে আমাদের তাদের থেকে মুক্ত করা যায়! যখন তিনি ক্রুশে আমাদের পাপের জরিমানা দেন তখন তিনি আইনের প্রতিটি অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেন।

গালাতীয় ৩:১৩ " খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার সাপ হইতে মুক্ত করেছেন, কারন তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরুপ হইলেন, কেননা লেখা আছে য কেহ গাছে টাঙ্গানো যায় সে শাপগ্রস্ত"।

যীশু একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বদা আইন সম্পূর্ণরূপে পালন করতে সক্ষম হন। তিনি আইনের অধীনে একটি নিখুঁত জীবন যাপন করেছিলেন এবং তাই তিনি নিখুঁত উৎসর্গ ছিলেন।

® অভিশাপ থেকে মুক্তি

অভিশাপের অধীনে কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। যীশু আমাদের জন্য কি নিয়েছিলেন? আইনের অভিশাপ কি? যখন আমরা এই বিভাগটি অধ্যয়ন করি, আমরা বুঝতে পারব যে আমরা শয়তানের কাছ থেকে এমন কিছু গ্রহণ করেছিলাম যা গ্রহন করা উচিত ছিল না।

অভিশাপের অধীনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মোশি দ্বিতীয় বিবরন ২৮:১৫-৬৮ ( পুরো অংশটি পড়ে নেওয়া ভালো) পদে বর্ণনা করেছেন। অবাধ্যতার ফলস্বরূপ যে অভিশাপগুলি আসে তা মোশিও তালিকাভুক্ত করেছিলেন এবং নিম্নলিখিতটি পদগুলি তার একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ।

দ্বিতীয় বিবরন ২৮:১৫,২০ " কিন্তু যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত না কর, আমি অদ্য তোমাকে তাঁহার যে সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্বক সে সকল পালন না কর, তবে এইসমস্ত অভিশাপ তোমার প্রতি বর্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে।

যে পর্যন্ত তোমার সংহার ও হঠাৎ বিনাশ না হয়, তাবৎ যে কোন কাজে তুমি হস্তক্ষেপ কর, সেই কাজে সদাপ্রভু তোমার উপরে অভিশাপ, উদ্বেগ ও তিরস্কার প্রেরন করিবেন, ইহার কারন তোমার দুষ্ট কাজ সকল,যার দ্বারা তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ"।

আইনের অভিশাপগুলী কি? আইন না মানার শাস্তিগুলী কি?

® রোগ ও মহামারী

® জ্বর, প্রদাহ

® ঝলসানো গরম এবং খরা

® ক্ষয়রোগ এবং ফোঁড়া

® তামাটে আকাশ

® কঠোর জমি

® ধুলো এবং চূর্ণের বৃষ্টি

® পরাজয়

® মৃতদেহ পাখি এবং হিংস্র প্রাণীর খাদ্য হবে

® ফোড়া, টিউমার, ক্ষতস্থায়ী ঘা, চুলকানি

® পাগলামি, অন্ধত্ব, মনের বিভ্রান্তি

® আমরা সমস্ত কিছুতে ব্যর্থ , নিপীড়িত, লুণ্ঠিত

® প্রিয়জন, ঘর, শ্রমের ফলের ক্ষতি

® সম্পত্তি, সন্তানদের ক্ষতি

এগুলি শুধুমাত্র অভিশাপগুলির সামান্য অংশ

ব্যবহারিক প্রয়োগ

এবার, দ্বিতীয় বিবরণের আইনের সমস্ত অভিশাপগুলীকে পড়ুন, কিন্তু এবার মনে রাখুন যে যীশু আপনাকে আইনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন, এবং বলুন, যীশু আমাকে _____ থেকে মুক্ত করেছেন, উদাহরণস্বরূপ,

যীশু আমাকে উদ্ধার করেছেন

রোগ, মহামারী থেকে।

যীশু আমাকে উদ্ধার করেছেন

নষ্ট হওয়া রোগ থেকে।

যীশু আমাকে উদ্ধার করেছেন

জ্বর এবং প্রদাহ থেকে।

যীশু আমাকে জ্বলন্ত তাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন

যীশু আমাকে মুক্তি দিয়েছেন ...

দ্বিতীয় বিবরণ 28 অধ্যায়ে তালিকাভুক্ত সেই জিনিসগুলি সন্ধান করুন যা শয়তান আপনাকে চাপিয়ে দিয়েছে। তারা আইনের অভিশাপের অংশ এবং যীশু আপনাকে সেই বিশেষ অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন!

ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে সহমত হন,

আমি যীশুর দ্বারা মুক্তি পেয়েছি

_____ এর অভিশাপ থেকে।

যীশু আমার পাপের জন্য নিজে শাস্তি নিয়েছেন।

আমি এই অভিশাপের প্রতিটি উপসর্গকে নির্দেশ

করছি যে আমাকে এখন ছেড়ে চলে যাও!

যখন যীশুকে ক্রুশে পেরেক গাঁথা হচ্ছিল, তিনি আমাদের জন্য অভিশাপ হয়েছিলেন যাতে আমরা ধার্মিক হতে পারি। তিনি আমাদের শুধু অনন্ত জীবনের উপহারই দেননি, যীশু আমাদের এই জীবনে বিজয়ী হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তাও দিয়েছেন।

যখন শয়তান এরমধ্যে কোন অভিশাপ আপনার জীবনে নিয়ে আসতে চায়, তখন বলুন,

শয়তান, না তুমি আর নয়!

## যীশু আমায় অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন!

### অতীত থেকে স্বাধীনতা

প্রায়শই শয়তান আমাদেরকে বোঝায় যে আমরা পাপ করেছি, এবং এই অভিশাপ সেই পাপের শাস্তি। তখন আমরা ভাবতে শুরু করি যে তিনি আমাদের উপর যা রাখছেন তার আমরা প্রাপ্য।

শয়তান সঠিক যখন সে আমাদের বলে অভিশাপ পাপের ফলস্বরূপ আসে। কিন্তু শয়তান কখনই আমাদের মনে করিয়ে দেয় না যে যীশু ইতিমধ্যেই পাপের শাস্তি পরিশোধ করেছেন, তাই আমাদের আর সেই পাপ বা সেই পাপের ফলস্বরূপ আসা অভিশাপ বহন করতে হবে না।

২ করিন্থিয় ৫:১৭ " ফলত, কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে তবে নতুন সৃষ্টি হইল, পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ সেগুলি নতুন হয়ে উঠেছে"।

### বিজয়ী জীবনযাপন

নতুন সৃষ্টির মানুষ হিসেবে আমরা পাপ ও মৃত্যুর আইন থেকে মুক্ত। আমরা প্রতিটি পাপ, প্রতিটি শাস্তি এবং প্রতিটি অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছি।

রোমীয় ৮:২ " কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে"।

আমরা যদি পাপ করি, তবে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং তার ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে হবে।

১ যোহন ১:৯ " যদি আমরা আপন, আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক সুতরাং আমাদের পাপসকল মোচন করিবেন, এবং আমাদের সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন। যদি আমরা বলি যে, পাপ করি নাই, তবে তাহাকে মিথ্যাবাদী করে, এবং তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে নাই"।

যখন আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, আমাদের উপরে থাকা পাপ থেকে অবিলম্বে মুক্ত হয়ে যাই এবং সব অন্যায় থেকে শুচি হই। শয়তান আর অপরাধবোধ এবং নিন্দার অভিযোগের মাধ্যমে আমাদের পরাজিত করতে পারে না।

পাপ, তার অভিশাপ, এবং পাপ এবং মৃত্যুর আইনের পরাজয়কে আনার কোনো আইনি অধিকার নেই। আমরা আমাদের জীবনে নতুন সৃষ্টির আশীর্বাদ নিয়ে বাঁচতে পারি।

### অতিক্রম করার শক্তি

আব্রাহামের বিশ্বাস ছিল এবং এটি তার কাছে ধার্মিকতার জন্য গণনা করা হয়েছিল। বিশ্বাসের দ্বারা, আমরা তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদ গ্রহন করতে পারি।

যীশু নিজের উপর ব্যবস্থার অভিশাপ নিয়ে নিলেন। বিশ্বাসের দ্বারা, আমরা আমাদের পরিত্রাণ পাই। বিশ্বাসের দ্বারা, আমরা এই জগতের জিনিসগুলি কাটিয়ে উঠতে পারি। বিশ্বাস আমাদের বাধা অতিক্রম করার শক্তি দেয়!

১ যোহন ৫:৪ " কারন যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, তাহা জগতকে জয় করে, এবং যে জয় জগতকে জয় করিয়াছে, তাহা এই, আমাদের বিশ্বাস"।

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের বিজয়ী ক্ষমতা আছে। আমরা এই ক্ষমতাকে কাজ করার অনুমতি দেই বা না দেই তা আমাদের উপর নির্ভর করে। আমরা ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করতে বেছে নিতে পারি, অথবা আমরা আমাদের চারপাশের পরিস্থিতিকে বিশ্বাস করতে বেছে নিতে পারি।

যখন আমরা বিশ্বাস করি এবং সাহসের সাথে বাক্য বলার মাধ্যমে সেটিকে প্রকাশ করি তখন ঈশ্বরের বিজয়ী শক্তি প্রকাশিত হয় । তাঁর বাক্যে আমাদের বিশ্বাস বিজয়কে এনে দেয়।

শয়তান আমাদের বলে যে আমরা দোষী, মূল্যহীন, পাপী, এবং আমরা অসুস্থতা, ব্যথা, দারিদ্র্য এবং হতাশার বিরুদ্ধে অসহায় যা অভিশাপের অংশ।

- ® ঈশ্বর বলেছেন আমরা নতুন সৃষ্টি, অপরাধবোধ, নিন্দা এবং আইনের অভিশাপ থেকে মুক্ত।
- ® ঈশ্বর বলেছেন আমরা আব্রাহামের সমস্ত প্রতিশ্রুত আশীর্বাদগুলির উত্তরাধিকারী।
- ® ঈশ্বর বলছেন, আমরা তার আশীর্বাদের মধ্যে চলতে পারি।

যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হিসাবে আমরা সব কিছু করতে পারি যা ঈশ্বর আমাদের যোগান দিয়েছেন।

- ® আমাদের অবশ্যই শয়তানের মিথ্যার পরিবর্তে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা বেছে নিতে হবে।
- ® ঈশ্বর আমাদের যেমন দেখেন তেমনি আমাদেরকেও নিজেদেরকে দেখতে হবে।
- ® ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমাদের প্রকাশ করতে হবে।

**তাহলেই আমরা যীশু খ্রীষ্টের নতুন সৃষ্টি হিসেবে আমাদের বিস্ময়কর অধিকার ভোগ করতে পারব!**

## পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

**১। কেন এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা আব্রাহামের পরিবারের অংশ ?**

**২। ঈশ্বর আব্রাহামের সাথে যে চুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করুন।**

**৩। দ্বিতীয় বিবরন ২৮:১৫-৬৮ ব্যবহার করে, আইনের অভিশাপ থেকে আপনার স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে ঘোষণার একটি পৃষ্ঠা লিখুন।**

## অষ্টম অধ্যায়

# নতুন সৃষ্টির উপকার

**ভূমিকা**

**নতুন সৃষ্টির প্রকাশ এবং যীশুর মধ্যে আমাদের ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসীর জন্য অনেক সুবিধা নিয়ে আসে।**

**গীতসংহিতা ৬৮:১৯ক " ধন্য প্রভু, যিনি দিন দিন আমাদের ভার বহন করেন"।**

## ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতা

**একটি নতুন সৃষ্টি হওয়ার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে আমরা ঈশ্বরের সাথে তাঁর মহিমান্বিত উপস্থিতির আলোকে আত্মবিশ্বাসী এবং লজ্জাহিনভাবে চলতে পারি। আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহভাগীতা করতে পারি।**

**১ যোহন ১:৩-৭ " আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাঁহার সংবাদ তোমাদিগকেও দিতেছি, যেন আমাদের সহিত তোমাদের সহভাগীতা হয়। আর আমাদের যে সহভাগীতা, তাহা পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এইজন্য এইসকল লিখিতেছি। আমরা যে বার্তা তাঁহার কাছে শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি, তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতি এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। আমরা যদি বলি, তাঁহার সহিত আমাদের সহভাগীতা আছে আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যা বলি, সত্য আচরন করি না। কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমন জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগীতা আছে, এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে।**

**খ্রীস্টধর্ম অন্য সব ধর্মের থেকে আলাদা, যখন আমরা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করি, ঈশ্বরের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা দরকার। আমরা তার অনন্ত পরিবারের অংশ হয়ে উঠি এবং আমরা প্রতিদিন তার সাথে সহভাগীতায় থাকতে পারি।**

**উদ্ধারের দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগীতাঁকে পুনঃস্থাপন করা।**

**সংজ্ঞা**

**ওয়েবস্টারস আনএবরিজড ডিকশনারি অনুসারে সহভাগীতার কিছু সংজ্ঞা হলঃ**

® সহযোগী হওয়া

® সমভাবে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ মেলামেশা

® সম্প্রীতি

® সহচর্য

® ঘনিষ্ঠ মেলামেশা

® পারস্পারিক আদানপ্রদান

**আহ্বান**

আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগীতা করার জন্য আহ্বানিত হয়েছি।

১ করিন্থিয় ১:৯ " ঈশ্বর বিশ্বাস্য, যাঁহার দ্বারা তোমরা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহভাগীতার নিমিত্ত আহূত হইয়াছ"।

কি অসাধারণ ভাবনা। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে সহভাগীতার জন্য আহ্বান করেছেন। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সহভাগীতা করতে চান!

ঈশ্বরের সাথে আমাদের অন্তরঙ্গ সহচরতা ঈশ্বরের পরিবারে আমাদের ভাই -বোনদের সাথে একই স্তরের সহভাগীতা দিকে পরিচালিত করে। প্রেরিত যোহন লিখেছেন,

১ যোহন ১:৩,৪ " আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাঁহার সংবাদ তোমাদিগকেও দিতেছি, যেন আমাদের সহিত তোমাদের সহভাগীতা হয়। আর আমাদের যে সহভাগীতা, তাহা পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এইজন্য এইসকল লিখিতেছি"।

**আনন্দকে নিয়ে আসে**

আনন্দ হল ঈশ্বরের সঙ্গে এবং যীশু খ্রীষ্টের সহকর্মী বিশ্বাসীদের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন সহভাগীতার ফল।

গীতসংহিতা ১৬:১১ " তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবে, তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, তোমার দক্ষিন হস্তে নিত্ত সুখভোগ"।

তাঁর বাক্যের মাধ্যমে স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশা অনুভব করার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুই নেই।

যিরমিয় লিখেছেন,

যিরমিয় ১৫:১৬ " তোমার বাক্য সকল পাওয়া গেল, আর আমি সেগুলো ভক্ষণ করলাম, তোমার বাক্য সকল আমার আমোদ ও চিত্তের হর্ষজনক ছিল, কেননা হে সদাপ্রভু, বাহিনীগনের ঈশ্বর, আমার উপরে তোমার নাম কীর্তিত"।

বিশ্বাসী, যে যীশুর মধ্যে নতুন সৃষ্টির প্রকাশ পেয়েছে, সেই আনন্দ পেয়েছে।

একবার যারা অপরাধবোধ, নিন্দা এবং অযোগ্যতার চিন্তায় নিপীড়িত হয়ে ধার্মিকতার প্রকাশ আবিষ্কার করে, তারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পায় এবং আনন্দিত হয়।

কেবলমাত্র যারা নতুন সৃষ্টির প্রকাশের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তারাই নিন্দার ভয় ছাড়াই ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সহভাগীতার অপার আনন্দ অনুভব করতে পারে।

দাউদ এই আনন্দের বিষয়ে লিখলেন,

গীতসংহিতা ৩২:১,২ " ধন্য সেই, যাঁহার অধর্ম ক্ষমা হয়েছে যাহার পাপ আচ্ছাদিত হয়েছে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যাঁহার পক্ষে সদাপ্রভু অপরাধ গননা করেন না, ও যাঁহার আত্মায় প্রবঞ্চনা নেই"।

## বিচ্ছিন্ন সহভাগীতা

যদি আমরা পাপ করি, তবুও ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক অটুট। আমরা এখনও তার সন্তান।

পাপের জন্য, তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগীতা ভেঙে যায়। আবারও, পাপ আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাইহোক, তাঁর মহান করুণায়, ঈশ্বর তাঁর সাথে আমাদের সহভাগীতা অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

যোহন লিখেছিলেন,

১ যোহন ১:৮-১০ " আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নেই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নেই। যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক সুতরাং আমাদের পাপসকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন। যদি আমরা বলি যে, পাপ করি নাই, তবে তাহাকে মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে নাই"।

"স্বীকারোক্তি" অর্থ হল নাম দেওয়া। আমরা আমাদের পাপের নাম দেব এবং নিজেদেরকে প্রতারিত করব না, আমরা পাপ করেছি তা লুকাতে বা অস্বীকার করার চেষ্টা করব না পরিবর্তে, আমরা দ্রুত নিজেদের এবং ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করব যে আমরা যা করেছি তা তাঁর চোখে এবং নিজের চোখে পাপ।

"পাপ" শব্দের অর্থ " চিহ্নকে প্রাপ্ত না করা ।" আমরা যখনই আমাদের চিন্তা বা কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের নিখুঁত ধার্মিকতার চিহ্নটি প্রাপ্ত না করি তখন আমরা পাপ করি।

যে মুহূর্তে আমরা স্বীকার করি যে আমরা "চিহ্নটি প্রাপ্ত করিনি", আমাদের অবিলম্বে আমাদের পাপ স্বীকার করা উচিত এবং ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়ে সেই অন্যায় থেকে শুচি হতে হবে।

® ঈশ্বরের অনুগ্রহের অপব্যবহার

যাদের মধ্যে ধার্মিকতার প্রকাশ নেই, তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অপব্যবহার করেছে। তারা ভুল ভেবেছে যে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করতে পারে যতক্ষণ না তারা পরে তা স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা পায়।

পরবর্তী পদগুলীতে যোহন এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, যে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপকে আমাদের জীবনে আসতে দিতে পারি না।

১ যোহন ২:১ " হে আমার বৎসেরা, তোমাদিগকে এইসকল লিখেতিছি যেন তোমরা পাপ না কর। আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট"।

ঈশ্বরের আমাদের আহ্বান অর্থাৎ পাপ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান ।

## সমৃদ্ধি

নতুন করে জন্ম নেওয়া-নতুন বিশ্বাসী হওয়ার আরেকটি উপকারিতা হল আমাদের প্রকৃত সমৃদ্ধি হতে পারে। দুই ধরনের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আছে, আত্মিক এবং আর্থিক।

প্রেরিত যোহন এর মাধ্যমে, ঈশ্বর লিখেছিলেন যে, তিনি আমাদের সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য চান – এমনকি আমাদের আত্মাও সমৃদ্ধতা পায়।

৩ যোহন ১:২ " প্রিয়তম, প্রার্থনা করি, যেমন তোমার প্রান কুশলপ্রাপ্ত, সর্ববিষয়ে তুমি তেমনি কুশলপ্রাপ্ত এবং সুস্থ থাকো "।

সর্বোপরি ঈশ্বর কি চান? যাতে আমরা সমৃদ্ধ হব এবং সুস্বাস্থ্যে থাকব, এমনকি আমাদের আত্মা সমৃদ্ধ হবে।

আমাদের " আত্মা সমৃদ্ধি " পাবার অর্থ কি ?

আত্মার সমৃদ্ধি

আমাদের আত্মা, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের আবেগ এবং আমাদের ইচ্ছা। আত্মার সমৃদ্ধি – বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি এবং মানসিক সমৃদ্ধি – যীশুর কাছে জীবন্ত বলিদান হিসাবে আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি এবং ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে আমাদের মনের পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে আসে। আত্মা সমৃদ্ধি হল শারীরিক সমৃদ্ধি পূর্বশর্ত।

রোমীয় ১২:১,২ " অতএব, হে ভ্রাতৃগন, ঈশ্বরের নানা করুনার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরুপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত- সঙ্গত আরাধনা । আর এই যুগের অনুরুপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরন দ্বারা স্বরুপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ ।

ঈশ্বর তার সৃষ্টি মানুষ, তার নতুন সৃষ্টিকে, আত্মা এবং দেহে সমৃদ্ধি দিতে চান। নতুন সৃষ্টির মানুষ আর এই বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে মানানসই নয়। তাদের ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী পরিবর্তন হতে হবে।

® একটি প্রক্রিয়া

নতুন সৃষ্টির মানুষেরা রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং এই রূপান্তরটি আসে যখন তাদের মন ক্রমাগত বাক্য পাঠ , শ্রবণ, ধ্যান, বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বাক্যে কাজ করার মাধ্যমে পুনর্নবীকরণ করা হয়।

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির দিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ হল নতুন সৃষ্টির প্রকাশের মধ্যে আসা। এই প্রকাশন বিশ্বাসীদের অপরাধবোধ, নিন্দা এবং অযোগ্যতার চিন্তা থেকে মুক্ত করবে, এবং সে নতুন সৃষ্টির সমস্ত সুবিধা পেতে এবং সমৃদ্ধি এবং নিখুঁত স্বাস্থ্যের পথে চলতে সক্ষম হবে।

® বর্ণনা

একটি সত্য " সমৃদ্ধ" ঈশ্বরের সন্তানদের কথা প্রথম গীতসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে।

গীতসংহিতা ১:১-৩ " ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দকদের সভায় বসে না। কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে। যে জলস্রোতের তীরের রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে, যাহা যথাসময়ে ফল দেয়, যার পত্র ম্লান হয় না, আর সে যা কিছু করে তাহাতেই কৃতকাজ হয়"।

একজন সত্য সমৃদ্ধ ব্যক্তি হলেনঃ

® ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশের প্রতি বিশ্বাস এবং আনুগত্যের মধ্যে হাঁটা

® প্রেমের মধ্যে চলা এবং ঈশ্বর এবং তার সহকর্মী বিশ্বাসীদের সাথে গভীর এবং অন্তরঙ্গ সহভাগীতা অনুভব করা

® তিনি যা করেন তার মধ্যে ঈশ্বরের শান্তি এবং সন্তুষ্টি অনুভব করে

® ক্রমাগত প্রভু এবং অন্যদের প্রয়োজনের পরিচর্যা করা

® তার আর্থিক চাহিদা ভালভাবে সরবরাহ করা হয়েছে তাই সে "প্রতিটি ভাল কাজের জন্য সুসজ্জিত"

® প্রভুকে এবং অন্যদের প্রয়োজনের জন্য উদারভাবে দিতে সক্ষম

**আর্থিক সমৃদ্ধি**

আমাদের যা শেখানো হয়েছে তার বিপরীতে, অর্থ মন্দ নয়। অর্থের ভালবাসা হল মন্দতার মূল।

মহান আজ্ঞা পূরণের জন্য অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে কিভাবে ঈশ্বরের আর্থিক সমৃদ্ধি পেতে হয় যাতে আমরা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের মাধ্যমে এই পৃথিবীর হারিয়ে যাওয়া লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারি।

যোহন আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমরা এই জগতের জিনিসগুলির উপর ভালবাসা স্থাপন যেন না করি। ধনসম্পদের প্রতারণার বিরুদ্ধে আমাদের ক্রমাগত সতর্ক থাকতে হবে, অথবা জীবনের অহংকার বস্তুগত জিনিসের প্রতি লোভ আমাদের ঈশ্বর থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ঈশ্বর বলেছিলেন যে আমরা যদি প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর ধার্মিকতার বিষয়ে ভাবী, তাহলে তিনি আমাদের সমস্ত জিনিস দিয়ে আশীর্বাদ করবেন।

মথি ৬:৩৩ " কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য তোমাদিগকে দেওয়া হইবে"।

নতুন সৃষ্টির ব্যক্তি যিনি ধার্মিকতার প্রকাশ পেয়েছেন, সে সর্বদা ঈশ্বরের রাজ্যের বিস্তার এবং ঈশ্বরের ধার্মিকতাকে তার নিজের প্রয়োজনের উপরে রাখবে। সে ঈশ্বর এবং তার ধার্মিকতার অন্বেষণ করবে, এবং ঈশ্বর তাকে "এই সমস্ত কিছুকে" দেবেন।

**® ঈশ্বরকে দেওয়া**

ঈশ্বর এমন জলাধার খুঁজছেন না যাতে তার আর্থিক আশীর্বাদ ঢেলে দেওয়া যায়। পরিবর্তে, তিনি নদী খুঁজছেন, যারা তাঁর রাজ্যে দান করবেন।

যীশু বলেছিলেন,

লুক ৬:৩৮ " দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে, লোকে বিলক্ষণ পরিমানে চাপিয়া ঝাকরিয়া উপচিয়া তোমার কোলে দিবে, কারন তোমরা যে পরিমানে পরিমান কর সেই পরিমানে তোমাদেরও নিমিত্তে পরিমান করা যাইবে"।

যখন আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং আনুগত্য প্রদান করি, তিনি আমাদেরকে তা আবার আরও অনেক গুনে ফেরত দেবেন যাতে আমরা তাকে ফেরত দিতে পারি।

সমৃদ্ধি নতুন সৃষ্টির প্রতিশ্রুত সুবিধাগুলির মধ্যে একটি। যারা তাঁর কথা মেনে চলে ঈশ্বর সেসব লোকদের প্রতি আর্থিক আশীর্বাদ করার চুক্তি করেছেন।

## সাস্থ্য এবং সুস্থতা

নতুন সৃষ্টির আরেকটি বড় সুবিধা হল শরীরের নিরাময়ের জন্য ঈশ্বরের বিধান।

নতুন সৃষ্টির ধার্মিকতার প্রকাশ কিছু লোককে মুক্ত করবে যারা অপরাধবোধ, নিন্দা এবং অযোগ্যতার অনুভূতিতে আবদ্ধ ছিল, তাই তারা সাহসের সাথে ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের আরগ্যতা পেতে সক্ষম হবে।

আমাদের হয়ে যীশু উদ্ধার কাজের দ্বারা, তিনি আমাদের চিরকালের জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং আমাদের দেহের আরগ্যতার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

### তার ক্ষত দ্বারা সুস্থতা

যিশাইয় আগত খ্রীষ্টের বিষয়ে ভবিষ্যৎবানীতে স্পষ্টরূপে আরোগ্যতার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

যিশাইয় ৫৩:৫ " কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল এবং তাঁহার ক্ষতসকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল"।

পিতর যিশাইয়ের বার্তা নিশ্চিত করেছিলেন যখন তিনি একই বাক্য ব্যবহার করে যীশুর উদ্ধারের কাজ সম্পর্কে লিখেছিলেন।

১ পিতর ২:২৪ " তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহে কাঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই, তাহাঁরই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছ"।

### যিহোবা- রাফা

ইস্রায়েলের সন্তানরা মিশর থেকে বেরিয়ে আসার ঠিক পরে, ঈশ্বর নিজেকে যিহোবা রাফা হিসাবে প্রকাশ, করেছিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বর যিনি তাদের আরোগ্যকারী।

যাত্রাপুস্তক ১৫:২৬ " তুমি যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ কর, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই কর তাঁহার

আজ্ঞাতে কর্ণ দাও ও তাঁহার বিধিসকল পালন কর তবে আমি মিসরীয়দিগকে যে সকল রোগে আক্রান্ত করিলান সে সকলেতে তোমাকে আক্রমন করিতে দিব না, কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী"।

**ঈশ্বরের বাক্য সুসাস্থ্যকে নিয়ে আসে**

রাজা শলোমন বলেছেন যে একজন মানুষের সারা দেহে জীবন এবং স্বাস্থ্য আসে ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে।

হিতোপদেশ ৪:২০-২২ " বৎস, আমার বাক্যে অবধান কর, আমার কথায় কর্ণপাত কর। তাহা তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত না হউক, তোমার হৃদয়ের মধ্যে তাহা রাখ। কেননা যাঁহারা তাহা পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা জীবন, তাহা তাহাদের সমস্ত অঙ্গে স্বাস্থ্ স্বরূপ"।

যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মনোযোগ দেই এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে জীবন যাপনের বিষয়ে তিনি যা বলেন তা নিয়ে ধ্যান করি, তাহলে এটি আমাদের জীবনে একটি বাস্তবতা হয়ে উঠবে। আমাদের মন যেমন নতুন করে তৈরি হবে, তেমনি আমাদের শরীরও হবে।

যখন এই প্রকাশ আমাদের হৃদয় থেকে আমাদের মনের দিকে চলে যায়, তখন আমরা সাহসের সাথে বিশ্বাসে ঈশ্বরের বাক্যকে বলব, এবং আরোগ্যতা ও স্বাস্থ্য একটি বাস্তবতায় পরিণত হবে।

টীকাঃ আরোগ্যতার জন্য আর গভীরভাবে জানতে হলে এ ল এবং জয়েস গিলের আরোগ্যতার জন্য ঈশ্বরের সংস্থান বইটি পাঠ করি

## ঈশ্বরের শক্তি

নতুন সৃষ্টির আরকটি সুবিধা হল আমাদের মধ্যে থেকে পবিত্র আত্মার শক্তির কাজ করার ক্ষমতা।

**ঋণাত্মক বাঁধা**

অনেক আত্মায় পূর্ণ বিশ্বাসীরা তাদের মধ্যে থাকা ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ তারা তাদের নেতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং স্বচিন্তাভাবনা জন্য আটকে আছে।

যাদের মধ্যে নতুন সৃষ্টির সত্তায় ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রকাশ হয় না, তাদের জীবনে পাপকে দূরে সরাবার জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা ধার্মিকতা-সচেতনতার পরিবর্তে পাপ-সচেতন হয়েছে। তারা নিজেদেরকে পাপী হিসেবে দেখেছে এবং তারা জীবনে কখনো বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয়না। তারা পবিত্র আত্মাকে তাদের জীবনে সঠিকভাবে কাজ করতে দেয় না।

পৌল লিখেছেন,

ইফিষীয় ৪:৩০,৩১ " আর ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও না, যাঁহার দ্বারা তোমরা মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ। সর্বপ্রকার কটুকাটব্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ, নিন্দা, এবং সর্বপ্রকার হিংসেচ্ছা তোমাদের হইতে দূরীকৃত হোক"।

যে ব্যক্তি পাপ-সচেতন সে পাপ করতে থাকবে, এবং এই কারণে, পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করবে এবং শক্তিহীন, পরাজিত জীবনযাপন করবে।

ধার্মিকতার প্রকাশ

বিশ্বাসীরা যারা নতুন সৃষ্টির প্রকাশ পেয়েছে, তারা নিজেদের ধার্মিক হিসেবে দেখবে। তারা নিজেদেরকে সেভাবে দেখবে যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা যীশুর কাজ করার জন্য চেষ্টা করবে। তারা নিজেদেরকে ধার্মিক হিসেবে দেখবে, যে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগীতা করছে এবং অন্যদের সেবা করার জন্য তাঁর দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে।

তারা নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের অভিষেকের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং সেইরুপ কাজ করবে। যীশু যেমন বলেছিলেন, জীবন্ত জলের নদীগুলি তাদের জীবন এবং পরিচর্যার মাধ্যমে প্রচুররুপে প্রবাহিত হবে।

যীশু বলেছিলেন,

যোহন ৭:৩৮ " যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে তাঁহার অন্তর হপিতে জীবন্ত জলের নদি বইবে"।

সাক্ষ্যের শক্তি

যীশু বলেছিলেন যে আমরা যখন পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, তখন শক্তিপ্রাপ্ত হই যাতে আমরা যীশু খ্রীষ্টের জন্য কার্যকর সাক্ষী হতে পারি।

প্রেরিত ১:৮ " কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তিপ্রাপ্ত হইবে, আর তোমরা যিরুশালেমে, সমুদয় যিহুদীয়া, শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীপ্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে"।

® চিহ্ন এবং আশ্চর্যকাজ

হারানোদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল অলৌকিক প্রচার, চিহ্নকাজ, বিস্ময় এবং আশ্চর্যকাজ সর্বদা সুসমাচারের বাক্যকে নিশ্চিত করবে যখন এটী প্রচার করা হয়।

মার্ক পুস্তক অনুসারে, এই পৃথিবী ছেরে যাবার আগে যীশুর তার বিশ্বাসীদের কাছে শেষ কথা ছিল,

মার্ক ১৬:১৫-২০ " আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রান পাইবে, কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। আর যাঁহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে, তাহারা আমার নামেও ভুত ছারাইবে, তাহারা নতুন নতুন ভাষায় কথা কইবে, তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোনমতে তাহাদের হানি হইবে না, তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে আর তাহারা সুস্থ হইবে। তাহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু উরদ্ধে, স্বর্গে গৃহীত হইলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন।

মার্ক ১৬:২০ " আর তাহারা প্রস্থান করিয়া সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিয়া অনুবর্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সব প্রমান করিলেন"।

নতুন সৃষ্টির প্রকাশের মাধ্যমে, বিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে যীশু খ্রীষ্টের জন্য সাহসের সাথে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে।

® ভয় থেকে মুক্ত

মনুষ্যদের ভয়ের বাঁধা তাদের আর থাকবে না।

তারা সাহসের সহিত বলবে,

২ তিমথিয় ১:৭,৮ক " কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ভীরুতার আত্মা দেন নাই, কিন্তু শক্তির,প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়াছেন। অতএব আমাদের প্রভুর সাক্ষ্যের বিষয়ে এবং তাঁহার বন্দি যা আমি, আমার বিষয়ে তুমি লজ্জিত হইও না "।

নতুন সৃষ্টির প্রকাশ নিয়ে বিশ্বাসীরা যীশুর জন্য নির্ভীক এবং লজ্জাহীনরূপে সাক্ষী হবে।

তারা সাহসের সহিত বলবে,

ফিলিপীয় ৪:১৩ " যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাহাতে আমি সকলি করিতে পারি"।

® নিরবিচ্ছিন্ন শক্তি

যে বিশ্বাসী নতুন সৃষ্টির প্রকাশ পেয়েছে সে ঈশ্বরের অবারিত শক্তিকে চিহ্ন, আশ্চর্যকাজ এবং আরোগ্যতার আশ্চর্যতার মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

অপরাধবোধ এবং নিন্দা তাকে আর সাহসীভাবে ভূতকে বের করা বা অসুস্থদের উপর হাত দেওয়া এবং তাদের দেহে প্রবাহিত হওয়ার ঈশ্বরের শক্তিকে প্রবেশ করার থেকে আর পিছিয়ে রাখতে পারবে না।

নতুন সৃষ্টির প্রকাশের সাথে একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতার সুবিধাগুলি অনুভব করবে: আনন্দ, আরোগ্যতা এবং

স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি এবং ঈশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন শক্তি। এই সুবিধাগুলি কেবল বিশ্বাসীরা করবে তা নয় বরং এটিকে হারিয়ে যাওয়া এবং আত্মিকভাবে মৃত জগতের লোকদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে হবে।

## পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। কীভাবে অপরাধবোধ, নিন্দা এবং অযোগ্যতার অনুভূতি ঈশ্বরের সঙ্গে একজন বিশ্বাসীর সহভাগীতাঁকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে তা বর্ণনা করুন।

২। নতুন সৃষ্টির প্রকাশ এবং ধার্মিকতা কিভাবে একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের কাছ থেকে তার আরোগ্যতার প্রকাশ পেতে সক্ষম করতে পারে?

৩। নতুন সৃষ্টির প্রকাশ এবং ধার্মিকতা কিভাবে একজন বিশ্বাসীকে যীশুর জন্য কার্যকর এবং সাহসী সাক্ষী হতে সাহায্য করতে পারে?

## নবম অধ্যায়

# ঐশ্বরিক স্বভাবের অংশীদার

## ঈশ্বরের স্বভাব

যখন আমরা যীশুকে আমাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করি, তখন আমরা একটি নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হই। আমরা একদম নতুন প্রকৃতি পাই। এটা স্বয়ং ঈশ্বরের স্বভাব। এটা জানা কতটা উত্তেজনাপূর্ণ যে আমরা আসলে ঈশ্বরের ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার।

২ পিতর ১:৪ ক " আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন"।

ঈশ্বরের প্রকৃতি কেমন ?

ঈশ্বরিক প্রকৃতির কিছু অংশ আছে, ঈশ্বরের গুণাবলী, যা শুধুমাত্র ঈশ্বরের জন্য সংরক্ষিত। তারা হল:

® অনন্তকালীন - যার কোন আদি অন্ত নেই

® অপরিবর্তনীয় - যার কোন পরিবর্তন নেই

® সর্বশক্তিমান - সর্ব শক্তির উৎস

® সর্বব্যাপী - সমস্ত জায়গায় বিরাজমান

## আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে

যাইহোক, ঈশ্বরের প্রকৃতির কিছু অংশ আছে যা পরিত্রাণের মুহূর্তে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তারা আমাদের নতুন সৃষ্টির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। আমাদের দেওয়া হয়:

® ধার্মিকতা

® পবিত্রতা

® প্রেম

® ভালো, অনুগ্রহ এবং দয়া

ঈশ্বরের প্রকৃতির এই অংশগুলি পরিত্রাণের মুহূর্তে আমাদের নতুন সৃষ্ট আত্মর মধ্যে দেওয়া হয়।

## তার প্রতিজ্ঞার দ্বারা প্রকাশিত

পিতর লিখেছিলেন যে ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা আমাদের জীবন ও ঈশ্বরিকতার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছু দেওয়া হয়েছে। আমরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশের মাধ্যমে ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হই।

এগুলি আমাদেরকে মহান এবং মূল্যবান প্রতিজ্ঞার দ্বারা প্রদান করা হয়েছে।

২ পিতর ১:২-৪ " ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রভু যীশুর তত্তজ্ঞানে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি বর্তুক। কারন যিনি নিজ গৌরবে ও সদগুনে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্তজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছেন। আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন যেন তদ্বারা তোমরা অভিলাষ মূলক সংসারব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া, ঈশ্বরীয় স্বভাবে সহভাগী হও"।

## অংশীদার হওয়া

আমাদের অভিজ্ঞতায় তাঁর ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার না হয়েও আমাদের আত্মায় ঈশ্বরের স্বভাব ধারণ করা সম্ভবপর।

প্রেরিত পৌল লিখেছিলেন,

ফিলিপীয় ২:১২,১৩ " অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রান সম্পূর্ণ কর। কারন ঈশ্বরই আপন সঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কাজ উভয়ের সাধনকারী"।

পরিত্রাণের মুহূর্তে, আমরা আমাদের আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের এই গুণাবলীর অধিকারী, কিন্তু এটি সময়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে এবং আমাদের মন এবং দেহের অংশ হয়ে ওঠে। সমস্ত বিশ্বাসীরা তাদের আত্মায় তাঁর ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হয়েছেন। যাইহোক, শুধুমাত্র নতুন সৃষ্টির প্রকাশের মাধ্যমেই আমরা আমাদের আত্মা এবং দেহে তাঁর ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হতে পারি।

বিশ্বাসীরা অংশীদার হতে পারে এবং সত্যগুলি প্রকাশের মাধ্যমে ইতিমধ্যে তাদের যা আছে তা উপভোগ করতে পারে যা প্রকাশ করবে যে তারা ইতিমধ্যে ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রকৃতিকে পেয়েছে।

আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করি এবং বিশ্বাস দ্বারা তাঁর বাক্যের প্রতিশ্রুতিগুলি দাবি করি, আমরা তার দ্বারা আত্মা এবং দেহে তাঁর ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হই।

যদিও নতুন সৃষ্ট আত্মারা ঈশ্বরিক প্রকৃতির অভিপ্রায়কে পেয়েছে।

এই পাঠে আমরা শিখব কিভাবে আমাদের আত্মা এবং দেহের ক্ষেত্রে তাঁর ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হতে হবে।

আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্বনির্ধারিত হয়েছি।

রোমীয় ৮:২৯ক " কারন তিনি যাঁহাদিগকে পূর্বে জানিলেন, তাঁহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্তি অনুরুপ হইবার জন্য পূর্বে নিরুপনও করিলেন"।

নতুন সৃষ্টির আত্মা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা তাদের দেহ এবং আত্মার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিমূর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়া্য রয়েছে।

## রুপান্তরিকরন প্রক্রিয়া

প্রেরিত পৌল রোমীয় পুস্তকে লিখেছেন,

রোমীয় ১২:১,২ " অতএব, হে ভাইগন, ঈশ্বরের নানা করুনার অনুরোধে আমি বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরুপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্তসঙ্গত আরাধনা। আর এই যুগের অনুরুপ হইও না, কিন্তু মনের নতুনীকরন দ্বারা স্বরুপান্তরিত হও, যেন তোমরা পরিক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ"।

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমরা আর এই জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নই। আমরা রুপান্তরের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকব কারণ আমরা ঈশ্বরের পুত্রের প্রতিমূর্তির সাথে মিলিত হচ্ছি।

### ® উৎসর্গকীত দেহ

আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দেহের সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করে রুপান্তর প্রক্রিয়া শুরু করি। আমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মার মন্দির এবং আমরা সেগুলোকে ঈশ্বরের কাছী " জীবন্ত বলিদান" হিসেবে উপস্থাপন করব।

ঈশ্বরীয় প্রকৃতির অংশীদার হওয়ার জন্য যা আমাদের যীশুর মধ্যে ইতিমধ্যেই রয়েছে, আমাদের অবশ্যই আমাদের জীবনকে যীশু খ্রীষ্টের প্রভুত্বের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে হবে।

### ® মনের নবিনীকরন

এমনকি আমাদের দেহগুলি রুপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে, আমাদের আত্মাকে অবশ্যই মনের পুনর্নবীকরণের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার দ্বারা রুপান্তরিত করতে হবে।

এই রুপান্তর প্রক্রিয়াটি তখনি ঘটে যখন আমরা ক্রমাগত ঈশ্বরের বাক্যকে পড়ি, শুনি, ধ্যান করি, বিশ্বাস করি এবং তার দ্বারা কাজ

করি। এটি পবিত্র আত্মার একটি অতিপ্রাকৃত কাজ যা আমাদের জীবনে ঘটে থাকে।

এই অতিপ্রাকৃত প্রক্রিয়ার দ্বারা, আমাদের দেহ এবং আত্মা ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হয়।

**ঈশ্বরের আমাদের মধ্যে কাজ করছেন**

পৌল গালাতীয় বিশ্বাসীদের জন্য একজন প্রসব যন্ত্রণায়পূর্ণ মহিলার ন্যায় প্রার্থনা করেছিলেন যাতে তাদের মধ্যে খ্রীষ্ট মূর্তিমান হতে পারে।

গালাতীয় ৪:১৯ " তোমরা ত আমার বৎস, আমি পুনরায় তোমাদিগকে লইয়া প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, যাবৎ না তোমাদিগেতে খ্রীষ্ট মূর্তিমান হন"।

তিনি ফিলিপীয় বিশ্বাসীদের বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাদের মধ্যে কাজ করছেন।

ফিলিপীয় ২:১৩ " কারন ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কাজ উভয়ের সাধনকারী "।

ঈশ্বর তার নতুন সৃষ্টির মনুষ্যের মধ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, যতক্ষণ না তারা তার পুত্রের প্রতিমূর্তির সাথে মিলিত হয়।

যতই আমরা তাকে আমাদের হৃদয়ে কাজ করার অনুমতি দেই, ততই আমরা খ্রীষ্টের মতো হয়ে উঠি।

> বিশেষ টীকাঃ আমরা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের ধার্মিকতা এবং এটি কীভাবে আমাদের উপর প্রদান করা হয়েছিল সে সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি। ধার্মিকতা ঈশ্বরের অন্যতম গুণ। এই পাঠে, আমরা অনুমান করতে যাচ্ছি যে আপনি তাঁর ধার্মিকতা সম্পর্কে জানেন এবং পরিত্রাণের মুহূর্তে এটি কীভাবে আমাদেরকে প্রদান হয়েছিল এবং তার দ্বারা ঈশ্বরের অন্যান্য গুণাবলীর দিকে এগিয়ে যাবেন ।

## তার পবিত্রতার অংশীদার

**ঈশ্বর পবিত্র**

ঈশ্বরের পবিত্রতা একটি অসাধারণ, পরম বিশুদ্ধতা এবং পরিপূর্ণতা যা বর্ণনার বাইরে। এটি পাপ এবং অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটায়।

ঈশ্বর তাঁর সম্পূর্ণতায় এবং তাঁর সমস্ত উপায়ে পবিত্র। স্বর্গদূতেরা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেন।

যিশাইয় ৬:৩ " আর তাঁহারা পরস্পর ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু, সমস্ত পৃথিবী তাঁহার প্রতাপে পরিপূর্ণ"।

**পবিত্র বলে মন্তব্য করেছেন**

আমাদের নতুন সৃষ্টির আত্মা যেমন পবিত্র তেমনি ঈশ্বরও পবিত্র।

প্রেরিত পৌল লিখেছেন,

ইফিষীয় ১:৪ " কারন তিনি জগতপত্তনের পূর্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই"।

মনে রাখবেন, আমাদের দেহ এবং আমাদের আত্মা খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির সাথে মিলিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পবিত্র হওয়াকে বেছে নেওয়া উচিত। এটিই হল পরীক্ষামূলক পবিত্রতা।

লেবীয় ১৯:২খ " তোমরা পবিত্র হও কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর পবিত্র"।

আমাদের আচরণে পবিত্র হওয়া বেছে নিতে হবে। আমাদের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে পবিত্র পাত্র হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে হবে। আমাদের নিজেদেরকে পাপের জন্য মৃত এবং যীশুর কাছে জীবিত তুলে ধরতে হবে।

এটি হল পরীক্ষামূলক পবিত্রতা, এই জগতের ব্যবস্থা থেকে আলাদা হওয়ার প্রক্রিয়া। এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং আচরণে যীশুর মত হয়ে উঠার প্রক্রিয়া।

১ পিতর ১:১৫,১৬ " কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেছেন, সে পবিত্রতমের ন্যায় আপনারও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও, কেননা লেখা আছে, তোমরা পবিত্র হইবে, কারন আমি পবিত্র"।

আমাদেরকে পবিত্র হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতার প্রকৃতি গ্রহণ করার মাধ্যমে এটি করতে পারি।

## তার প্রেমের অংশীদার হওয়া

**ঈশ্বর প্রেম**

ঈশ্বর হলেন প্রেম, তিনি সমস্ত প্রেমের উৎস।

১ যোহন ৪:১৬ " আর ঈশ্বরের যে প্রেম আমাদিগেতে আছে, তাহা আমরা জানি, ও বিশ্বাস করিয়াছি। ঈশ্বর প্রেম, আর প্রেমে যে থাকে সে ঈশ্বরে থাকে, এবং ঈশ্বর তাহাতে থাকে"।

ঈশ্বরের মানবজাতির প্রতি ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রকাশ ছিল তাঁর মূল্যবান পুত্রের আমাদের জন্য প্রদান করা।

রোমীয় ৫:৮ " কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন, কারন আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন"।

যোহন ৩:১৬ " কারন ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্তজীবন পায়"।

## চার ধরনের ভালোবাসা

যেহেতু আধুনিক বিশ্বে "ভালবাসা" শব্দটিকে প্রায়ই ভুল বোঝা হয়, তাই গ্রীক ভাষায় প্রেমের জন্য ব্যবহৃত চারটি অর্থ আমাদের জানা উচিত।

### ® এরস

ইরোস হল কামুক প্রেম। এটি নতুন নিয়মে ব্যবহৃত হয় নি। এটি ঈশ্বঈ, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেমমূলক প্রেম দিয়েছেন যার কথা সলোমনের পরমগীতে বর্ণিত করা হয়েছে। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অন্তরঙ্গ প্রকাশের বাইরে এটিকে ঈশ্বর নিষিদ্ধ করেছেন।

### ® স্টোরগে

স্টোরগে একটি অ কামুক প্রেম। এটা পারিবারিক প্রেম বা স্নেহ। এটি বিশেষণ ফিলোস্টর্গোস নামক মূল শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় যার অর্থ কোমলভাবে স্নেহশীল প্রেম।

রোমীয় ১২:১০ " ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও, সমাদরে একজন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর"।

স্টোরগে হল পরিবারের সদস্যরা একে অপরের জন্য প্রাকৃতিক পরিবার এবং ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে যে স্নেহ প্রদর্শন করে।

### ® ফিলিয়া

ফিলিয়া হল গভীর বন্ধুত্বের ভালোবাসা বা কারো প্রতি আন্তরিক সংযুক্তি। বিশেষ্য শব্দ, ফিলিমার অর্থ "চুম্বন করা।" ফিলিয়া হল মহান আন্তরিকতা এবং স্নেহের প্রেম।

যোহন ৫:২০ক " কারন পিতা পুত্রকে ভালোবাসেন, এবং আপনি যাহা যাহা করেন, সকলি তাহাকে দেখান, আর ইহা হইতেও মহৎ মহৎ কর্ম তাহাকে দেখাইবেন"।

ফিলিয়া যীশু এবং লাসারের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

যোহন ১১:৩ " অতএব, ভগিনীরা তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, প্রভু, দেখুন, আপনি যাহাকে ভালোবাসেন তাঁহার পীড়া হইয়াছে"।

আরেকটি বন্ধুত্বপূর্ণ শব্দ হল ফিলোস, যার অর্থ একজনের স্নেহের খুব প্রিয়।

যোহন ১৫:১৩ " কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই"।

এটি একটি ঘনিষ্ঠ ধরনের প্রেম যা স্বামী -স্ত্রীর একে অপরের জন্য অনুভব করে (ফিল্যাল্ড্রোস)।

লাসারের জন্য যীশুর ঘনিষ্ঠ এবং উষ্ণ প্রেমের সম্পর্ক ছাড়াও, এটি দাউদ এবং জোনাথনের প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এটি একটি বিশেষ ভালোবাসা যা দু'জনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

® আগাপে

আগপে প্রেম হল ঈশ্বরীয় প্রেম যা বিশ্বাসীর জীবনে আত্মার ফল হিসেবে প্রকাশিত হয়।

গালাতীয় ৫:২২,২৩ " কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন, এই প্রকার গুনের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই"।

আগপে প্রেম একটি অতিপ্রাকৃত প্রেম। এটা ঈশ্বরের ভালবাসা পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে, আমাদের জীবনে এবং অন্যদের প্রতি আমাদের কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

যেহেতু এই ভালবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, তাই এটি এমন একটি প্রেম যা জগত কেবল নতুন সৃষ্টির মাধ্যমেই অনুভব করতে পারে -অর্থাৎ আমাদের মাধ্যমে। এটি আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের বন্ধুদের জন্য ভালোবাসা এবং বিশ্বের কাছে এবং আমাদের শত্রুদের কাছে হয়ত অদ্ভুত মনে হতে পারে কিন্তু এটাই হল ঈশ্বরের আগাপে প্রেম।

১ যোহন ৩:১৬ " তিনি আমাদের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিলেন, ইহাতে আমরা প্রেম জ্ঞাত হইয়াছি, এবং আমরাও ভ্রাতাদের নিমিত্ত আপন আপন প্রাণ দিতে বাধ্য"।

সারাংশ

ইরোস ঈশ্বরের আইন দ্বারা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

স্টোরগে আমাদের প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক পরিবারগুলিতে সীমাবদ্ধ।

ফিলিয়া আমাদের স্ত্রী বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তবে, নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে, ঈশ্বরের আগাপে প্রেম আমাদের শত্রু সহ সকলের কাছে দেখাতে হবে।

**কার্যকর আগাপে প্রেম**

**® একে অপরকে প্রেম করা**

ঈশ্বরের ঈশ্বরিক প্রকৃতির অতিপ্রাকৃত প্রেমের দ্বারা, এবং আত্মার একটি ফল হিসাবে, নতুন সৃষ্টির প্রাণীরা একে অপরের প্রেমিক হয়ে উঠেছে।

রোমীয় ১৩:৮ " তোমরা কাহারও কিছুই ধারিও না, কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও, কেননা পরকে যে প্রেম করে, সে ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে"।

যীশু বলেছিলেন,

যোহন ১৩:৩৪,৩৫ " এক নতুন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর"। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য"।

অন্য সবকিছুর উপরে যা যীশুর শিষ্যদের আলাদা করে তা হল তাদের একে অপরের প্রতি প্রেম।

**® প্রেমের শিষ্য**

একজন শিষ্য হল সে যে যীশুর অনুশাসনের অধীনে থাকে। সে শুধু একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর চেয়েও বেশি। সে হল এমন একজন, যে বিশ্বাস এবং আনুগত্যের মাধ্যমে যীশুর প্রেম-প্রকৃতি এবং প্রতিমূর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে। একজন শিষ্য প্রেরিত যোহনের এর সাথে বলবে,

১ যোহন ৪:৭ " প্রিয়তমেরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি, কারন প্রেম ঈশ্বরের, এবং যে কেহ প্রেম করে সে ঈশ্বর হইতেও জাত এবং ঈশ্বরকে জানে"।

রোমীয় ৫:৫খ " যেহেতুক আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে"।

**® আইনের দ্বারা প্রেমের আজ্ঞা**

মোশির আইন আদেশ দেয় যে একে অপরকে প্রেম কর।

লেবীয় ১৯:১৮ " তুমি আপন জাতির সন্তানদের উপরে প্রতিহিংসা কি দ্বেষ করিও না, বরং আপন প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে, আমিই সদাপ্রভু"।

অপ্রতুল নারী -পুরুষ আইন পূরণ করতে অক্ষম। তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিবেশীদের নিজেদের মতো করে ভালোবাসতে পারেনি।

যীশু তাঁর নতুন সৃষ্টিকে প্রেমের একটি নতুন আদেশ দিয়েছেন।

রোমীয় ১৩:৯ " কারন ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, লোভ করিও না, এবং আর যে কেন আজ্ঞা থাকুক, সেই সকল এই বচনে সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিও"।

® প্রেমের দ্বারা আইনের পূর্ণতা

প্রেম হল আইনের পূর্ণতা

রোমীয় ১৩:১০ " প্রেম প্রতিবাসীর অনিষ্ট সাধন করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার পূর্ণসাধন"।

পৌল গালাতীয়তে লিখেছিলেন,

গালাতীয় ৫:১৪ " যেহেতুক সমস্ত ব্যবস্থা এই একটি বচনের পূর্ণ হইয়াছে, যথা,"তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে" ।

আমাদের শত্রুকে প্রেম করা

ঈশ্বর, তাঁর মহান প্রেমস্বভাবের দরুন, তাঁর শত্রু থাকাকালীনও আমাদের ভালববাসলেন। নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের মধ্যো ঈশ্বরের প্রেমের স্বভাব আছে। আমাদেরও এই জগতের হারিয়ে যাওয়া লোকেদের ভালবাসতে হবে এবং তাদের সাথে ঈশ্বরের মহান ভালবাসা এবং সমবেদনা ভাগ করে নিতে হবে।

যেহেতু আমরা নতুন সৃষ্টি, তাই আমরা ঈশ্বরের প্রেম-স্বভাবের অংশীদার। পবিত্র আত্মার দ্বারা, আমরা এমনকি যারা আমাদের শত্রু তাদেরও ভালবাসতে পারি এবং সেটা করতেই হবে।

মথি ৫:৪৪ " কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাঁহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাদের জন্য প্রার্থনা করিও"।

যীশু কখনোই আমাদের এমন কিছু করতে আদেশ করতেন না যা আমাদের পক্ষে করা অসম্ভব। আমাদের শত্রুদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের আগাপে ভালবাসার দ্বারা প্রেম করতে হবে।

® আগাপে প্রেমের প্রকাশ

যীশু তার অনুগামীদের নির্দেশ দিলেন কিভাবে অন্যদের প্রতি এমনকি তাদের শত্রুদের প্রতি আগাপ ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে।

লুক ৬:২৭-৩০ " কিন্তু, তোমরা যে শুনিতেছ, আমি তোমাদিগকে বলি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, যাঁহারা

তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহাদের মঙ্গল করিও, তাহদিগকে আশীর্বাদ করিও যাঁহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিও। যে তোমার এক গালে চড় মারে তাঁহার দিকে অন্য গালও পাতিয়া দিও, এবং যে তোমার চোগা তুলিয়া লয়, তাহাতে আংরাখাটিও লইতে বারন করিও না। যে কেহ তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দিও, এবং যে তোমার দ্রব্য তুলিয়া লয়, তাঁহার কাছে তাহা আর চাহিও না"।

প্রেরিত পৌল লিখেছিলেন,

রোমীয় ১২:২০ " বরং তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে ভোজন করাও, যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে পান করাও, কেননা তাহা করিলে তুমি তাঁহার মস্তকে জলন্ত অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে"।

® আগাপে প্রেমের উদাহরন

স্তিফান ঈশ্বরীয় আগপে প্রেমের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ দিয়েছিলেন যখন তাকে তার শত্রুদের দ্বারা পাথর মারা হয়েছিল।

প্রেরিত ৭:৫৯,৬০ " এদিকে তাঁহারা স্তিফানকে পাথর মারিতেছিল আর তিনি ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহন কর। পরে তিনি হাঁটু পাতিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, প্রভু, ইহাদের বিপক্ষে এই পাপ ধরিয়া না। ইহা বলিয়া তিনি নিদ্রাগত হইলেন।

আমরা, ঈশ্বরিক স্বভাবের অংশীদার হিসাবে, পবিত্র আত্মার দ্বারা অন্যদের প্রতি একই রকম ঐশ্বরিক ভালোবাসা থাকতে হবে এমনকি যারা আমাদের শত্রু তাদের প্রতিও সেই একই প্রেম থাকতে হবে।

যে ব্যক্তি তার নিজের অনুভূতি দ্বারা বেঁচে থাকে সে কখনোই এই ধরনের ভালবাসা অনুভব করতে পারে না। এটি কেবল তারাই অনুভব এবং প্রকাশ করতে পারে যার মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসার প্রকাশ রয়েছে।

® প্রেমকে বেছে নেওয়া

যেহেতু আমাদের শত্রুদেরকে ভালবাসা আমাদের অনুভূতি এবং প্রাকৃতিক স্বভাবের পরিপন্থী, তাই আমরা যারা ঈশ্বরের প্রেম – স্বভাবের প্রকাশ পেয়েছি তারা অবশ্যই ঈশ্বর যেমন প্রেম করেন তেমন আমাদের শত্রুদেরও ভালবাসব।

১ পিতর ১:২২ " তোমরা সত্যের আজ্ঞাবহতার অকল্পিত ভ্রাতৃপ্রেমের নিমিত্ত আপন আপন প্রাণকে বিশুদ্ধ করিয়াছ বলিয়া অন্তকরনে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর"।

ঈশ্বরের প্রেমিক

যারা নতুন সৃষ্টির প্রকাশ পেয়েছে যে তারা খ্রীষ্টের মধ্যে রয়েছে, এবং তাঁর ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হয়েছে, তারা সর্বোপরি ঈশ্বরের প্রেমিক হবে।

তারা তাঁর বাক্যের বাধ্যতার দ্বারা ঈশ্বরকে খুশি করার জন্য সবই করবে। তারা হবে ঈশ্বরের  সত্য উপাসক।

নতুন সৃষ্টির মনুষ্যেরা ঈশ্বরের সমস্ত বিস্ময়কর আশীর্বাদগুলির জন্য সর্বদা তার প্রশংসা করবে। তারা ঈশ্বরের উপাসনা করবে ।ঈশ্বরের প্রশংসা তাদের ঠোঁটে সর্বদা লেগে থাকবে।

নতুন সৃষ্টির ঈশ্বরের সাথে গভীর এবং নিবিড় প্রেমের সম্পর্ক থাকবে।

গীতসংহিতা ৪২:১,২ " হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে তেমনি, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের জন্য, জীবন্ত ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত। আমি কখন আসিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইব?

নতুন সৃষ্ট খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা আগাপে ভালোবাসায় তার সহবিশ্বাসীদের, তার শত্রুদের এবং স্বয়ং ঈশ্বরেরকেও প্রেম করবে ।

## তার সদগুন এবং অনুগ্রহের অংশীদার হওয়া

### ঈশ্বর ভালো

ঈশ্বরের স্বভাব হল ভালো

গীতসংহিতা ৫২:১খ " ঈশ্বরের দয়া নিত্যস্থায়ী"।

ঈশ্বরের দয়াগুন হল এক পরম পরিপূর্ণতা। তাঁর করুণা ও অনুগ্রহের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়াভাব প্রকাশিত হয়েছে।

### ঈশ্বরের দয়া এবং অনুগ্রহ

পাপী মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের করুণা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে দেখানো হয়েছিল যখন তিনি তাঁর পুত্রকে আমাদের জায়গায় মৃত্যুবরন করতে দিয়েছিলেন।  দয়ার একটি সংজ্ঞা হল:

® আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত রাখা

ঈশ্বরের দয়া আমাদের প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করা ঈশ্বরের মঙ্গলভাব। ঈশ্বর দয়াধনে ধনবান!

ইফিষীয় ২:৪ " কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন"।

ঈশ্বর হলেন দয়ার পিতা।

২ করিন্থিয় ১:৩ " আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক"।

® অনুগ্রহ দ্বারা উদ্ধার

অনুগ্রহের সংজ্ঞা হলঃ

® মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের অকৃত্রিম ভালোবাসা

এটি তার মহান ভালোবাসার আরেকটি প্রকাশ

ইফিষীয় ২:৫,৮ " অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন - অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রান পাইয়াছ"।

কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারাই তোমরা পরিত্রান পাইয়াছ, এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান "।

® অনুগ্রহের সিংহাসন

এখন, নতুন সৃষ্ট হিসাবে, আমরা সাহসের সাথে তার অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে আসতে পারি।

ইব্রীয় ৪:১৬ " অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্বক অনুগ্রহ - সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই"।

## তার ক্ষমার অংশিদার হওয়া

ঈশ্বর ক্ষমা করেন

ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং করুণার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তার ক্ষমাতে পাওয়া যায়। তার ক্ষমা প্রতিটি পাপীর কাছে প্রসারিত হয় যখন তারা যীশুকে তাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা এবং উদ্ধারকর্তা হিসাবে গ্রহণ করে ।

ইফিষীয় ১:৭ " যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনুসারে হইয়াছে"। পাপের স্বীকারোক্তির দ্বারা বিশ্বাসীদের মধ্যে ঈশ্বরের ক্ষমা প্রসারিত হয়।

১ যোহন ১:৯ " যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি করবেন। যদি আমরা বলি যে, পাপ করি নাই, তবে তাহাকে মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে নাই"।

নতুন নিয়মে ক্ষমার অর্থ হলঃ

® দূরে পাঠানো

® ঋণ মাফ বা পাপ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যাওয়া

® পাপ বা অপরাধের হাত থেকে মুক্তি, পাপ বা দোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি

ঈশ্বর ক্ষমা করেন এবং তিনি ভুলে যান! তাঁর ক্ষমা যীশুর মুক্তির কাজের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ হয়েছে, যিনি শুধুমাত্র আমাদের পাপের শাস্তির জরিমানা প্রদান করেননি, বরং আমাদের পাপগুলোকে পৃথিবীর গভীরে নিয়ে গেছেন, আর কখনও তা স্মরণ করা বা আমাদের বিরুদ্ধে রাখা হবে না।

ইব্রীয় ৮:১২ " কেননা আমি তাহাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপসকল আর কখনও স্মরনে আনিব না"।

আমরা অবশ্যই ক্ষমা করব

ঈশ্বরের ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হিসাবে, আমরা নতুন সৃষ্টির প্রাণী হিসাবে, অন্যদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা এবং অনুগ্রহকে প্রকাশ করব। ঈশ্বর যেমন ক্ষমা করেছেন তেমনি আমরাও ক্ষমা করব।

ইফিষীয় ৪:৩২ " তোমরা পরস্পর পরস্পর মধুরস্বভাব ও করুনচিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন"।

® অনবরত ক্ষমা করা

যদি একজন ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করতেই থাকে, তবুও আমাদের অনবরত ক্ষমা করতে হবে।

মথি ১৮:২১,২২ " তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কতবার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? সাতবার পর্যন্ত ?

যীশু তাহাকে কহিলেন, " তোমাকে বলিতেছি না, সাতবার পর্যন্ত, কিন্তু সত্তরগুন সাতবার পর্যন্ত"।

একটি নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমরা ক্ষমা করতে পারি কারণ আমরা ঈশ্বরের ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার। আমরা ক্ষমা অবশ্যই করতে হবে কারণ যীশু ক্ষমা করেছিলেন।

® ক্ষমা করার জন্য মনোনীত

ক্ষমা একটি পছন্দ। এটা ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের একটি প্রকাশ। আমাদের ক্ষমা করার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয় যতক্ষণ না আমরা এটি অনুভব করি। আমাদের অবশ্যই Godশ্বরের আনুগত্য করতে হবে এবং ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে কারণ Hisশ্বর তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের ক্ষমা করেছেন।

যীশুকে তাঁর শত্রুদের সামনে ক্রুশেতে টাঙ্গানো হয়েছিল। তারা তাকে মারধর করেছে, তাকে থুথু দিয়েছে, তাকে বিদ্রুপ করেছে, তার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে, তার মাথায় কাঁটার মুকুট রেখেছে, এমনকি তাকে ক্রুশবিদ্ধও করেছে। তবুও, তিনি ক্রুশে টাঙ্গানো সত্বেও, তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন।

লুক ২৩:৩৪ক " তখন যীশু কহিলেন, পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।

যীশু আমাদের কাছে উদাহরণস্বরূপ। যেমন তিনি ক্ষমা করেছেন, এবং তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, তাই আমরাও ক্ষমা করতে পারি।

## ক্ষমা করলে ক্ষমা পাওয়া যায়

সেই একই যীশু বলেছিলেন,

মার্ক ১১:২৫ " আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাহাকে ক্ষমা করিও"।

যীশু খ্রীষ্টে নতুন সৃষ্টি হিসেবে আমরা ঈশ্বরের ঈশ্বরিক প্রেম, করুণা এবং অনুগ্রহের অধিকারী, আমরাও আমাদের বিরুদ্ধে বা আমাদের প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে যারা পাপ করেছে তাদের সবাইকে ক্ষমা করতে অবশ্যই সক্ষম। আমাদের ক্ষমা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে আমরাও ক্ষমা পেতে পারি।

## উপসংহার

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের জীবন এবং প্রকৃতি আছে। আমাদের আত্মা এবং দেহ ঈশ্বরের ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হয়ে ওঠে কারণ আমরা তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছি।

আমাদের কাজ হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের দেহকে জীবন্ত বলিদান হিসেবে উৎসর্গ করা, ঈশ্বরের বাক্যে সময় ব্যয় করা এবং তাঁর শিক্ষকদের কথা শোনা যাতে আমাদের আত্মা ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশের দ্বারা রূপান্তরিত হতে পারে।

আমরা ঈশ্বরের ধার্মিকতা, পবিত্রতা, ভালবাসা এবং কল্যাণের অংশীদার হব। আমরা তাঁর করুণা ও অনুগ্রহে অংশ গ্রহণ করব যতক্ষণ না আমরা তাঁর মতো অন্যদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়ে যাই।

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের আত্মা ঈশ্বরের ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশিদারত্ত পেয়েছে। আমাদের আত্মা এবং দেহ ঈশ্বরের বাক্যের রূপান্তরিত শক্তির দ্বারা ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হয়ে উঠছে।

## পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

**১। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হতে পারি তার বর্ণনা দিন।**

**২। আপনি যখন ঈশ্বরের ঈশ্বরিক প্রকৃতির অংশীদার হন, অন্যদের প্রতি আপনার মনোভাব, সম্পর্ক এবং কর্মে আপনি কোন ধরনের পরিবর্তন আশা করতে পারেন?**

**৩। যারা আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে তাদের ক্ষমা করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?**

## দশম অধ্যায়

# ঈশ্বরের বাক্য এবং নতুন সৃষ্টি

## ঈশ্বরের বাক্য

### ভূমিকা

ঈশ্বরের বাক্যে নতুন সৃষ্টির প্রকাশ পাওয়া যায়। তাঁর বাক্য যীশু এবং তাঁর মধ্যে আমাদের অবস্থানকে প্রকাশ করে। আমাদের আত্মা এবং দেহের রূপান্তর শুধুমাত্র ঈশ্বরের বাক্যের শক্তির মাধ্যমে আমাদের মনের নতুনিকরন দ্বারা আসতে পারে।

এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি তখনি আসে যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করি, ঈশ্বর আমাদের দেখেন সেইভাবে নিজেকে কল্পনা করে। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যকে বারবার ঘোষণা করতে শুরু করি, আমাদের কল্পনাগুলি ঈশ্বরের মতো ছবি তৈরি করতে শুরু করে। আমাদের বিশ্বাস মুক্তি পাবে এবং আমরা ঈশ্বরকে তাঁর পুত্রের মধ্যে নতুন সৃষ্টি হিসাবে আমাদের সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা আমরা করব।

### যীশু, জীবন্ত বাক্য

যীশু এবং বাক্য এক। তার বাক্যকে জানা মানে তাঁকে জানা।

যোহন ১:১,১৪ " আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা, তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ"।

যীশু হলেন ঈশ্বরের বাক্য, এবং বাক্যই হল যীশুর প্রকাশ। বাইবেলের প্রতিটি পুস্তকে যীশুকে প্রকাশিত করা হয়েছে। বাক্যেকে ধ্যান করা যীশুর সাথে সাক্ষাৎ করার সমান।

যখন যীশু আমাদের কাছে প্রকশিত হবেন, আমরা তার মত হয়ে যাব!

১ যোহন ৩:২ " প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান, এবং কি হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরুপ হইব, কারন তিনি যেমন আছেন, তাহাকে তেমনি দেখিতে পাইব"।

ঈশ্বরের বাক্যকে বোঝার মাধ্যমে আমরা নতুন সৃষ্টির জীবন পরিবর্তনকারী প্রকাশকে আবিষ্কার করি।

**অনুপ্রেরনা দ্বারা**

বাইবেল ঈশ্বর দ্বারা রচিত। এটি কেবল যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন পুরুষের লেখা বইয়ের সংগ্রহ নয়, এটি ঈশ্বর-নিশ্বাসিত এবং ঈশ্বর-অনুপ্রাণিত।

২ তিমথিয় ৩:১৬,১৭ " ঈশ্বর নিশ্বাসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিতভূত হয়"।

" ঈশ্বরের অনুপ্রেরনা" কথাটির আসল অর্থ হল " ঈশ্বর নিশ্বাসিত"

যখন ঈশ্বর আদমের মধ্যে শ্বাস দিলেন, তখন আদম জীবন্ত হয়ে উঠলেন। আদমের ভিতরে ঈশ্বরের জীবন ছিল।

একইভাবে, ঈশ্বর তাঁর বাক্যে তাঁর জীবনের শ্বাসকে দিয়েছেন। ঈশ্বরের বাক্য অক্ষয় এবং নিখুঁত কারণ এটি পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

২ পিতর ১:২০,২১ " প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শাস্ত্রীয় কোন ভাববানী বক্তার নিজ ব্যখ্যার বিষয় নয়, কারন ভাববানী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন"।

**জীবন্ত এবং শক্তিশালী**

ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের জীবনের মতই জীবন্ত। ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের মতই পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা আমাদের জীবন পরিবর্তন করার জন্য জীবন্ত এবং শক্তিশালী।

ইব্রীয় ৪:১২ " কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কাজসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক"।

**ঈশ্বরের জীবনযুক্ত**

নতুন সৃষ্টি ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা বাঁচে।

মথি ৪:৪ " কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে, " মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে"।

নতুন সৃষ্টি হল দিনরাত বাক্যের মধ্যে জীবনযাপন করা ।

যিহূশিয় ১:৮ " তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হউক, তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্বক সেই সকলের

অনুযায়ী কর্ম করার জন্য তুমি দিবারত্র তাহা ধ্যান কর, কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলিবে"।

**পরাক্রমী বাক্য**

আমরা যখন ঈশ্বরের জীবিত বাক্যকে পড়ি, ধ্যান করি, বিশ্বাস করি, স্বীকার করি এবং তার উপর কাজ করি, তখন ইফিসাস শহরের যেমনটা হয়েছিল, তেমনই আমাদের জীবনেও বিজয় এনে দেয়।

তাইরেনাসের বিদ্যালয়ে পৌল প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্যকে শিক্ষা দিতেন।

প্রেরিত ১৯:১০-১২ " এইরূপে দুই বৎসর কাল চলিল, তাহাতে এশিয়া নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাক্য শুনিতে পাইল। আর ঈশ্বর পৌলের হস্ত দ্বারা অসামান্য পরাক্রম কাজ সাধন করিতেন। এমন কি, তাঁহার গাত্র হইতে রুমাল কিম্বা গামছা পীড়িত লোকদের নিকটে আনিলে ব্যাধি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইত, এবং দুষ্ট আত্মারা বাহির হইয়া যাইত"।

পৌল যখন ইফেসাসে বাক্য শিক্ষা ও প্রচার করছিলেন, তখন সেখানে পরাক্রমী কাজ হচ্ছিল।

প্রেরিত ১৯:১৭-২০ " আর ইহা ইফিষ নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই জানিতে পাইল, তাহাতে সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হইতে লাগিল। আর যাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছিল তাহাদের অনেকে আসিয়া আপন আপন ক্রিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করিতে লাগিল। আর যাঁহারা জাদুক্রিয়া করিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে আপন আপন পুস্তক আনিয়া একত্র করিয়া সকলের সাক্ষাতে পোড়াইয়া ফেলিল, সে সকলের মূল্য গননা করিলে দেখা গেল, পঞ্চাশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা। এইরূপে সপরাক্রমে প্রভুর বাক্য বৃদ্ধি পাইতে ও প্রবল হইতে লাগিল"।

যদি আমরা ঈশ্বরের বাক্যেতে থাকি, দিনরাত পড়ি, ধ্যান করি, বিশ্বাস করি, কথা বলি এবং সাহসের সঙ্গে কাজ করি, তাহলে ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশ ইফিসাস এবং এশিয়ার মতোই আমাদের জীবনে এবং শহরে শক্তিশালীভাবে বৃদ্ধি পাবে।

## আমাদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাক্য

**আত্মিক খাদ্য**

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মধ্যে বিশ্বাসকে স্থাপন করে এবং ঈশ্বর এবং একে অপরের প্রতি আমাদের প্রেমকে গঠিত করে। নতুন সৃষ্টির আত্মাকে ঈশ্বরের বাক্যকে আত্মিক খাদ্য হিসাবে গ্রহন করা, শারিরিক খাদ্যের থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ইয়োব ২৩:১২ " তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আজ্ঞা হইতে আমি পরাঙ্মুখ হই নাই, আমার প্রয়োজনীয় যাহা, তদপেক্ষা তাঁহার মুখের বাক্য সঞ্চয় করিয়াছি"।

যিরমিয় ১৫:১৬ " তোমার বাক্য সকল পাওয়া গেল, আর আমি সেগুলি ভক্ষণ করিলাম, তোমার বাক্য সকল আমার আমোদ ও চিত্তের হর্ষজনক ছিল"।

মথি ৪:৪ " কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে, " মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে"।

**অনুমোদন প্রদানকারী**

ঈশ্বর আশা করেন যে আমরা তাঁর বাক্য অধ্যয়ন করব এবং জানব ঠিক যেমন পৌল তীমথিয়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২ তিমথিয় ২:১৫ " তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরিখাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর, এমন কার্যকারী হও, যাঁহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে"।

**বিশ্বাস স্থাপন করে**

ঈশ্বরের বাক্য পাঠ এবং শ্রবনের দ্বারা বিশ্বাস আসে।

রোমীয় ১০:১৭ " অএতব বিশ্বাস শ্রবন হইতে এবং শ্রবন খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়"।

যখন বাক্য শুনে বিশ্বাস আসে, সেই বিশ্বাস বলতে শুরু করবে, স্বীকার করবে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে সত্য বলে ঘোষণা করবে।

## ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করা

আমাদের জীবন , ঘাটতি, যোগ্যতার অভাব, পরিস্থিতি বা সমস্যা নিয়ে নয় বরং আমরা যেন ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করি । আমরা যদি এই নেতিবাচক বিষয়গুলোর উপর আমাদের চিন্তাভাবনা অব্যাহত রাখি, তাহলে আমাদের মন পুন;নবীকরন হতে পারবে না।

ফিলিপীয় ৪:৮,৯ " অবশেষে, হে ভ্রাতৃগন, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদগুন ও যে কোন কীর্তি হোক, সেই সকল আলোচনা কর। তোমরা আমার কাছে যাহা যাহা শিখিয়াছ, গ্রহন করিয়াছ, শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ, সেই সকল কর, তাহাতে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন"।

ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করা আমাদের মনের পুনঃনবীকরনের দ্বারা রূপান্তরিত হওয়ার চাবিকাঠি।

গীতসংহিতা ১:১-৩ " ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দুকদের সভায় বসে না। কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে। সে জলস্রোতের তীরে রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হইবে, যাহা যথাসময়ে ফল দেয়, যাঁহার পত্র ম্লান হয় না, আর সে যাহা কিছু করে, তাহাতেই কৃতকাক হয়"।

নতুন সৃষ্ট ব্যক্তি যখন দিনরাত ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করে, তখন তার জীবনে রূপান্তর ঘটে।

একজন ব্যক্তি যখন ঈশ্বরের বাক্যেকে ধ্যান করে তখন তৃতীয় পদ অনুসারে তার জীবনে চারটি ফলাফল দেখা দেয়।

® স্থায়িত্ব - তাদের শিকড়ে জীবন্ত জলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে।

® ফলবান - তারা সঠিক ঋতুতে সঠিক ফল দেবে।

® নির্ভরতা- তাদের পাতা শুষ্ক হবে না।

® সমৃদ্ধি - তারা যা কিছু করবে তাতে সমৃদ্ধি পাবে।

**আমাদের মনের নতুনীকরন**

আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যেকে ধ্যান করি, তখন আমরা "আমাদের মনের নতুনীকরনের দ্বারা রূপান্তরিত হই।"

রোমীয় ১২:২ক " আর এই যুগের অনুরুপ হইও না, কিন্তু মনের স্বরুপান্ত্ররিত হও"।

ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করার দ্বারা, স্বরুপান্তর ঘটে থাকে। আমাদের মন (বুদ্ধি, আবেগ এবং ইচ্ছা) পরিত্রাণের মুহুর্তে আমাদের আত্মার ন্যায় পরিণত হয়।

রাজা শলোমন লিখলেন,

হিতোপদেশ ২৩:৭ক " কেননা সে অন্তরে যেমন ভাবে, নিজেও তেমনি"।

আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করি, তখন একটি রূপান্তর ঘটে। আমাদের পুরানো আত্মার প্রকৃতির শুঁয়োপোকাটি একটি সুন্দর প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, যা খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

**ধ্যান করার অর্থ**

® মনোনিবেশ

আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করি, আমাদের পূর্ণ মনোযোগ তার বাক্যের উপর মনোনিবেশ করি। তখন সেটিকে বারবার পুনারাবিত্তি করি।

১ তীমথিয় ৪:১৫ " এ সকল বিষয়ে চিন্তা কর, এ সকলে স্থিতি কর, যেন তোমার উন্নতি সকলের প্রত্যক্ষ হয়"।

® প্রত্যক্ষ

আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যে ধ্যান করার দ্বারা নতুন সৃষ্টিকে কল্পনা করতে শুরু করি। আমরা নিজেকে তেমনি দেখতে শুরু করি যেমন ঈশ্বর আমাদের দেখেন।

® তিনি যা আমাদের বলেন তা হওয়া

® তিনি যা করার জন্য বলেছেন তা করা

® আমাদের যা থাকবে বলেছেন তা হবে

প্রেরিত পৌল তীমথিয়কে লিখেছিলেন যে, তিনি বাক্যে ধ্যান করলে তার উন্নতি সকলের কাছে স্পষ্ট হবে।

১ তীমথিয় ৪:১৫ " এ সকল বিষয়ে চিন্তা কর, এ সকলে স্থিতি কর, যেন তোমার উন্নতি সকলের প্রত্যক্ষ হয়"।

যিহূশিয় লিখেছেন কিভাবে প্রথমে আমরা দিনরাত বাক্যকে নিয়ে ধ্যান করব, তারপর আমরা যা বাক্য বলে তা করব এবং অবশেষে আমাদের পথ সমৃদ্ধ হবে এবং আমরা উত্তম সাফল্যতা পাব।

যিহূশিয় ১:৮ " তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থা পুস্তক বিচলিত না হউক, তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম করার জন্য তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর, কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্বক চলিবে"।

আমরা যখন যীশুকে তার মত করে কল্পনা করতে শুরু করি, তখন বুঝতে পারি যে আমরা তাঁর মধ্যে নতুন সৃষ্টি, এবং নিজেদেরকে সেই হিসাবে দেখতে শুরু করি। যোহন লিখেছেন, আমরা তার মতো হব। কি চমৎকার প্রতিশ্রুতি!

১ যোহন ৩:২ " প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান, এবং কি হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরুপ হইব, কারন তিনি যেমন আছেন তাহাকে তেমনি দেখতে পাইব"।

ধ্যান করার সঙ্গেসঙ্গে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বলতে শুরু করি যতক্ষণ না সেটি আমাদের জীবনে কার্যকর হয়।

® বিড়বিড় করা

“ধ্যান” শব্দের হিব্রু অর্থ হল "বিড়বিড় করা।" যখন আমরা বিড়বিড় করি, বা ঈশ্বরের বাক্যকে বারবার ঘোষণা করি, তখন এটি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিকে প্রকাশ করে।

যিশাইয় ৫৯:২১ “ সদাপ্রভু কহেন, তাহাদের সহিত আমার নিয়ম এই, আমার আত্মা, যিনি তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, ও আমার বাক্য সকল, যাহা আমি তোমার মুখে দিয়াছি, সে সকল তোমার মুখ হইতে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের মুখ হইতে অদ্যাবধি অনন্তকাল পর্যন্ত কখনও দুর করা যাইবে না, ইহা সদাপ্রভু কহেন”।

আমরা যখন বিড়বিড় করি, বা ঈশ্বরের বাক্য নিজেদের কাছে ঘোষণা করি, তখন আমরা দেখব যে এটি আমাদের মনে এতটাই প্রভাবিত করেছে যে আমরা এটিকে মুখস্থ করে ফেলেছি।

® কল্পনা

যতই আমরা ঈশ্বরের বাক্যের নতুন সৃষ্টির সত্যের উপর ধ্যান করব, ততই ঈশ্বরের মতো স্বরূপ তৈরি করতে আমাদের কল্পনাগুলি প্রকাশ করে। আমরা ঈশ্বরের মত চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করি এবং নিজেদেরকে ঈশ্বরের চোখে নতুন সৃষ্টি হিসাবে দেখতে থাকি।

যিশাইয় ৫৫:৮,৯ “ কারন সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়। কারন ভূতল হইতে আকাশমণ্ডল যত উচ্চ, তোমাদের পথ হইতে আমার পথ ও তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমার পথ ও তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমারে সঙ্কল্প তত উচ্চ”।

® হৃদয়ঙ্গম

আমরা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা এবং প্রকাশকে বুঝতে বা হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করি।

ইফীষিয় ১:১৭,১৮ “ যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, প্রতাপের পিতা, আপনার তত্বজ্ঞানে জ্ঞানের ও প্রত্যাদেশের আত্মা তোমাদিগকে দেন, যাঁহাতে তোমাদের হৃদয়ের চক্ষু আলোকময় হয়, যেন তোমরা জানিতে পাও, তাঁহার আহ্বানের প্রত্যাশা কি, পবিত্রগণের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপ ধন কি”।

ঈশ্বরের বাক্য

গ্রীক নতুন নিয়মে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ঈশ্বরের বাক্যের জন্য ব্যবহৃত করা হয়েছে।

প্রথম হল লোগোস, যেটি হল লিখিত ঈশ্বরের বাক্য। দ্বিতীয় হল রিমা, যেটি হল উচ্চারিত ঈশ্বরের বাক্য।

® লোগোস

লোগোস পুরো বাইবেলকে বোঝায়। এটা ঈশ্বরের সাধারণ কথা যা তাঁর সমস্ত মানুষকে দেওয়া হয়েছে।

® রেমা

রেমা হচ্ছে ঈশ্বরের আমাকে বলা ব্যক্তিগত বাক্য

রেমা হল অতিপ্রাকৃত জ্ঞান যা আমাদের কাছে লোগোস নিয়ে ধ্যান করার দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে পবিত্র আত্মার প্রকাশের মাধ্যমে আসে।

যখন রেমা আসে, তখন মনে হয় যেন আমাদের আত্মার মধ্যে আলো জ্বলছে। আমরা জানি যে ঈশ্বর আমাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন।এটি হল রেমা , লোগোস শব্দ পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের আলোকিত করে যা আমাদের বিশ্বাসকে মুক্ত করে।

## ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করার শক্তি

প্রেরিত পৌল লিখেছিলেন যে ঈশ্বরের বাক্য শোনার মাধ্যমে বিশ্বাস আসে। আমরা ঈশ্বরের বাক্যটি ভাল শিক্ষার মাধ্যমে নিজের কাছে পড়ে, নিজের কাছে পুনরাবৃত্তি করি।

যদি আমাদের জীবনে কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে, তাহলে আমাদের উচিত ঈশ্বরের বাক্যের সেই পদগুলি খুঁজে বের করা যা আমাদের প্রয়োজনের উত্তর দেয় এবং সেগুলো বারবার পড়া। ঈশ্বরের রেমার বাক্য শুনে বিশ্বাস আসে। আমরা যখন এই পদগুলিকে বারবার পড়ি বা উদ্ধৃত করি, তখন সেগুলি হঠাৎ করে আমাদের কাছে আসে এবং বিশ্বাসকে নিয়ে আসে।

পবিত্র আত্মার দ্বারা লোগোস বাক্য ঈশ্বরের ব্যক্তিগত রেমা বাক্য হয়ে ওঠে এবং আমাদের আত্মার মধ্যে প্রকাশ করে। যখনই আমরা এই প্রকাশ পাই, বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

রোমীয় ১০:১৭ " অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবন খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়"।

যেহেতু ঈশ্বরের রেমার দ্বারা আমাদের বোধগম্যতা আলোকিত হয়, আমরা যীশুর মধ্যে আসলে কে তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব। এবং একটি নতুন সৃষ্টির স্বরুপে রূপান্তরিত হব।

ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করা

ঈশ্বরের রেমাকে ঘোষণা করার কাজকে ঈশ্বরের বাক্যের স্বীকারোক্তিও বলা হয়। স্বীকারোক্তি গ্রীক শব্দ হল হোমো- লোগিও। ঈশ্বরের বাক্য স্বীকার করার অর্থ:

® এক কথা বলা

® সহমত হওয়া

® একমত হওয়া

যখন আমরা সুসমাচারের রেমা প্রকাশ পেয়েছিলাম তখন আমাদের প্রত্যেকের সাথে এটি ঘটেছিল। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম এবং স্বীকার করেছি যে যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র, তিনি আমাদের জায়গায় মারা গেছেন, এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন।

রোমীয় ১০: ৯,১০ " কারন তুমি যদি মুখে যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রান পাইবে। কারন লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্মিকতার জন্য, এবং মুখে স্বীকার করে, পরিত্রানের জন্য"।

® আমি বিশ্বাস করি - আমি বলি

যেইমুহূর্তে আমরা বিশ্বাস করি, যা প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের বলতে এবং স্বীকার করতে হবে।

২ করিন্থিয় ৪:১৩ " পরন্তু বিশ্বাসের সেই আত্মা আমাদের আছে, যেরূপ লেখা আছে, " আমি বিশ্বাস করিলাম, তাই কথা কহিলাম" তেমনি আমরাও বিশ্বাস করিতেছি, তাই কথাও কহিতেছি"।

® স্বীকারোক্তি ভুলবোঝা

অনেকেই এই সত্যকে ভুল বুঝেছেন এবং তারা যা চান তা বারবার স্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। তাদের নিজের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টায় তাদের আকাঙ্ক্ষাকে ঈশ্বর সমর্থন করে বলে দাবি করার জন্য তারা একটি শাস্ত্রবাক্য অনুসন্ধান করেছে।

এটা রেমা, যা ঈশ্বর আমাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করেছেন,, যা আমাদের বিশ্বাসকে সাহসের সাথে স্বীকার করতে এবং যা আমাদের অধিকার তা দাবি করতে সাহায্য করে। এটা রেমা, যাকে আমরা নতুন সৃষ্টি হিসাবে, সাহসের সাথে ঘোষণা করতে হবে। আমরা যখন এই ঈশ্বর প্রদত্ত বাক্যগুলি বলি, তখনই শক্তিশালী জিনিসগুলি ঘটতে শুরু করে।

ঈশ্বর বাক্যের দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আমরা সৃষ্টি হয়েছি। ঈশ্বর হলেন স্রষ্টা এবং তিনি কথা বলার মাধ্যমে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন।

ইব্রীয় ১১:৩ " বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে, যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রতক্ষ্য বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উতপত্তি হয় নাই"।

আমরা আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বরের সৃজনশীল শক্তিকে দেখতে পাই যেখানে "এবং ঈশ্বর বলেছেন" বাক্যটি বহুবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

**আমরা বলার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছি**

আমরা, নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের বলা কথার দ্বারা সৃষ্টি করি।

হিতোপদেশ ১৮:২০ " মানুষের অন্তর তাঁহার মুখের ফলে পুরিয়া যায়, সে আপন ওষ্ঠে কৃত উপার্জনে পূর্ণ হয়"।

**® জিহ্বার শক্তি**

আমাদের কথাগুলি এমন হতে পারে যা আমাদের উপর অভিশাপ নিয়ে আসে, অথবা সেগুলি জীবনের বাক্যও হতে পারে।

হিতোপদেশ ১৮:২১ " মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন, যাহারা তাহা ভালবাসে, তাহারা তাহার ফল ভোগ করিবে"।

ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট একটি নতুন সৃষ্টি হিসেবে আমরা বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করি। জিহ্বার শক্তিতে, আমরা হয় জীবনের কথা অথবা মৃত্যুর কথা বলে থাকি।

নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমাদের অবশ্যই নিজেদের মুখকে নিয়ন্ত্রন করতে হবে এবং আমরা যা বলছি সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের কথা বলার ধরন পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের মুখ থেকে আর মৃত্যু বা মন্দ নেতিবাচক শব্দকে আসতে দেওয়া একদম উচিত নয়।

**বাক্যকে ঘোষণা করা**

ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করার দ্বারা, বিশ্বাস আমাদের আত্মার মধ্যে লম্ফ দিয়ে উঠবে; এবং ঈশ্বর আমাদের কাছে তাঁর বাক্য প্রকাশকে করবেন। ঈশ্বর তাঁর বাক্যে যা বলেছেন আমরা তখন সাহসের সাথে সেটি ঘোষণা করব ।

১ পিতর ৪:১১ক " যদি কেহ কথা বলে, সে এমন বলুক, যেন ঈশ্বরের বানী বলিতেছে"।

**® পাহাড়কে বল**

ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করার জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করার গুরুত্ব সম্বন্ধে যীশু প্রকাশিত করেছেন।

মার্ক ১১:২২-২৪ " যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্বতকে বলে উপরিয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়, এবং মনে মনে

সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাঁহার জন্য তাহাই হইবে”।

® বিশ্বাস করলে আমরা পাব

যখন আমরা আমাদের নতুন সৃষ্টির আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের রেমার প্রকাশ পেয়েছি, তখন আমরা বিশ্বাস করব যে ঈশ্বর আমাদের জন্য যা বলেছেন তা আমরা পেয়েছি। আমরা আমাদের জীবনে পাহাড়ের সমান পরিস্থিতিকে বলতে পারব। যা তিনি বলেন নতুন সৃষ্টি ব্যক্তিও তাই বলবে।

## নতুন সৃষ্টির ঘোষণা

যারা নতুন সৃষ্টির প্রত্যাদেশ পেয়েছে তারা তাদের নতুন সৃষ্টির অধিকার এবং সুযোগ –সুবিধা ঘোষণা করতে শুরু করবে।

সাহসের সহিত ঘোষণা

আমি জানি আমি যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে কে!

আমি একটি নতুন সৃষ্টি!

পুরানো জিনিসগুলি চলে গেছে!

সব কিছু নতুন হয়ে গেছে!

আমি যীশু খ্রীষ্টে  ঈশ্বরের ধার্মিকতা!

তাই এখন কোন নিন্দা নেই

কারণ আমি খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে আছি!

আমি অব্রাহামের বিশ্বাসের বংশ।

অব্রাহামের প্রতিশ্রুত আশীর্বাদগুলো সবই আমার।

ঈশ্বর আমাকে ভয়ের আত্মা দেননি,

কিন্তু ক্ষমতা, এবং ভালবাসা, এবং একটি সুস্থতার আত্মা দিয়েছেন!

আমি খ্রীষ্টের মাধ্যমে সবকিছু করতে পারি যিনি আমাকে শক্তিশালী করেন! যীশু যে কাজগুলো করেছিলেন,

আমিও করতে পারি!

প্রভুর আনন্দই আমার শক্তি!

বাক্য বলে, "দুর্বলরা বলুক, আমি শক্তিশালী।" অতএব, আমি শক্তিশালী!

অবশ্যই, যীশু আমার অসুস্থতা, রোগ এবং যন্ত্রণা বহন করেছিলেন, যে আমাকে আর সহ্য করতে হবে না!

যীশুর ক্ষতের দ্বারা আমি সুস্থ হয়েছি!

**এই রোগগুলোর কোনটাই আমার উপর আসবে না!**

**সবকিছুর উরদ্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা**

**আমি সমৃদ্ধ হব এবং সুস্থ হব!**

**আমার ঈশ্বর আমার সব চাহিদা পূরণ করবেন**

**তাঁর গৌরবের ঐশ্বর্য অনুযায়ী!**

**ঈশ্বরই আমাকে সম্পদ পাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন!**

**আমি আল্লাহকে দিয়েছি,**

**এবং তিনি তার আর্থিক সমৃদ্ধি আমার কাছে পূর্ণ এবং উপচে পড়া পরিমাপে বৃদ্ধি করবেন! আমি যা কিছু বপন করেছি, আমি তাও কাটব!**

**আমি ঈশ্বরকে দিয়েছি,**

**এবং তিনি তার আর্থিক সমৃদ্ধি আমার কাছে পূর্ণ এবং উপচে পড়া পরিমাপে বৃদ্ধি করবেন! আমি যা কিছু বপন করেছি, আমি তাও কাটব!**

**যখন আমি ভিতরে আসি তখন আমি ধন্য**

**এবং আমি যখন বাইরে যাই তখন আশীর্বাদ করি!**

**যাই হোক না কেন আমি আমার যাতে হাত দিই**

**ঈশ্বরের তাঁতে আশীর্বাদ হবে!**

**আমি পরাজিত হব না!**

**আমি যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি!**

**উপসংহার**

**আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য পড়ি, শুনি, অধ্যয়ন করি এবং ধ্যান করি, আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস গড়ে ওঠে। নতুন সৃষ্টি হিসাবে, আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সৃজনশীল শক্তি প্রকাশ করতে শুরু করি। বিশ্বাসের দ্বারা, আমরা কথা বলার সময় তাঁর কথা ঘোষণা করি।**

**ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত এবং শক্তিশালী। এতে রয়েছে ঈশ্বরের জীবন। আমরা যখন নতুন সৃষ্টির প্রকাশ করি, আমরা ঈশ্বরের প্রকৃতির অংশীদার হই।**

**আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশ করতে থাকি, আমরা নিজেদেরকে নতুন সৃষ্টি হিসাবে খুঁজে পাই।**

**ঈশ্বর যাই বলেন আমরা তাই,**

**ঈশ্বর যা করছেন আমরা সব করতে পারি,**

**যা ঈশ্বর বলেন আমরা পেতে পারি।**

**নতুন সৃষ্টির প্রকাশ**
**আমাদের জীবনে বাস্তবতায় পরিণত হয়।**

## পুনারলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

**১। কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান করব তার বর্ণনা দিন?**

**২। লোগোস এবং রেমার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।**

**৩। ঈশ্বরের বাক্যকে মুখ দিয়ে বলা এবং স্বীকার করা এবং ঘোষণা করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?**

# সম্পূর্ণ প্রশিক্ষন শ্রেণী

## বাইবেল প্রশিক্ষন কেন্দ্রের জন্য চমৎকার বিষয় - বাইবেল স্কুল - সানডে স্কুল - শিক্ষা দল - এবং ব্যক্তিগত পাঠ

হোশেয়তে আমরা পড়ি যে, "আমার লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে জ্ঞানের অভাবে" (৪:৬) । আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি কারন আমরা জানি না ঈশ্বর আমাদের কি জোগান দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যেসব বিষয়ে আমরা জানি না ! এই প্রশিক্ষণ শ্রেণীটি তৈরি করা হয়েছে যাতে আমরা স্বাস্থ্য এবং শক্তি উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের রাজ্যে বসবাস করতে পারি ।

আমাদের একটি শক্তিশালী, অলৌকিক-কার্যকারী বিশ্বাসীদের দেহ হতে হবে। এই শক্তিশালী, ভিত্তিগত, ব্যবহারিক জীবন- পরিবর্তনশীল শ্রেণীটি এই উদ্দেশ্যে - পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত লিখিত হয়েছে, যাতে পরিচর্যা- কাজ সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়, যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত , সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত, খ্রিষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত, অগ্রসর না হই ...( ইফিসিয় ৪:১২-১৩) প্রত্যেক বিশ্বাসী যীশুর কাজ করছেন ।

আমরা আপনাকে এই ক্রমের বিষয়গুলি অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিই ।

**নতুন সৃষ্টির প্রতিমূর্তি** - যীশুতে আমরা কে তা জানা

আমরা কার জন্য সৃষ্টি হয়েছি সেটা জানুন ! নতুন করে জন্ম নেওয়ার অর্থ কি । ধার্মিকতার এই উদঘাটন অপরাধবোধের চিন্তা , নিন্দা, হীনমনতা এবং অপ্রতুলতা থেকে বিজয় লাভ করে এবং খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সাহায্য করে ।

**বিশ্বাসীর কতৃত্ব** - কিভাবে হারতে ভুলে জিততে শিখতে হবে

ঈশ্বর মানবজাতির জন্য তার চিরন্তন উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, তাদের রাজত্ব হোক" । আপনি একটি নতুন সাহসের সাথে হাঁটবেন । আপনি আপনার প্রতিদিনের জীবনে এবং পরিচর্যায় শয়তান এবং দৈত্য শক্তির উপর বিজয় লাভ করবেন ।

**অতিপ্রাকৃত জীবন-** পবিত্র আত্মার উপহারের মাধ্যমে

পবিত্র আত্মার সাথে একটি নতুন, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করুন । পবিত্র আত্মার নয়টি উপহারে কিভাবে কাজ করতে হয় তা আবিষ্কার করতে আপনাকে সাহায্য করবে । অধীর আগ্রহে , এই উপহারগুলি গ্রহণ করুন এবং যখন আপনি অতি প্রাকৃতিক নতুন জীবনে প্রবেশ করার সাথে সেগুলিকে প্রজ্বলিত করুন ।

**বিশ্বাস-** অতিপ্রাকৃত জীবনযাপন

আপনি কীভাবে বিশ্বাসের জগতে এগিয়ে যাবেন তা শিখুন। আপনি কিভাবে ঈশ্বরের জন্য শক্তিশালী কাজ করতে পারেন। বিশ্বাসীদের জন্য তাদের বিশ্বাসকে প্রকাশ করা, অতিপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করা, এবং সমস্ত বিশ্বকে ঈশ্বরের মহিমা দেখানোর সময় এসে গেছে!

**সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের সংস্থান –** ঈশ্বরের সুস্থতার শক্তি পাওয়া এবং পরিচর্যা করা

বাক্যের সঠিক ভিত্তি স্থাপন করলে বিশ্বাস উদ্ভাসিত হয় যাতে কার্যকর ভাবে সুস্থতা গ্রহন এবং পরিচর্যা করা যায়। এটি যীশু এবং প্রেরিতদের পরিচর্যাকে বর্তমানের সুস্থতার জন্য একটি নমুনা হিসাবে উপস্থাপন করে।

**স্তুতি এবং আরাধনা** - ঈশ্বরের আরাধনাকারী হওয়া

প্রশংসা এবং উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের অনন্ত উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। উচ্চ প্রশংসার দ্বারা বিশ্বাসীরা বাইবেলের রোমাঞ্চকর অভিব্যক্তিতে প্রবেশ করে । কিভাবে অন্তরঙ্গ উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে হয় তা আমাদের শেখায়।

**গৌরব** - ঈশ্বরের উপস্থিতি

কত আশ্চর্যকর দিনে আমরা বাস করছি! আমরা ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করতে পারছি। তিনি আমাদের চারিদিকে প্রকাশিত হচ্ছেন। এই গৌরব কি এবং কিভাবে আপনি এটি অনুভব করতে পারেন তা জানুন।

**আশ্চর্যজনক সুসমাচার প্রচার** - সমস্ত জগতে পৌঁছানো হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা

আমরা, প্রেরিত পুস্তকের মতো, আমাদের জীবনেও  চিহ্ন কাজ, বিস্ময় এবং আরোগ্যতার অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। আমরা আমাদের মাধ্যমে অলৌকিক সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে শেষ সময়ের মহান ফসলের অংশ হতে পারি!

**প্রার্থনা** - স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা

কিভাবে আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীতে সম্পন্ন করতে পারেন যেমনটা স্বর্গে হয়। মধ্যস্থতা, বাক্য প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং চুক্তির প্রার্থনার মাধ্যমে, আপনি আপনার জীবন, এমনকি সমস্ত বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারেন।

**বিজয়ী মণ্ডলী** - প্রেরিত পুস্তকের দ্বারা

যীশু বলেছিলেন, "আমি আমার মণ্ডলী তৈরি করব এবং নরকের দরজাগুলি এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না।" এই শিক্ষায়, আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে প্রেরিতের বইটি প্রথম দিকের মণ্ডলীর কাহিনী এটি হল বর্তমান যুগের মণ্ডলীর পুনরুদ্ধারের জন্য চিহ্ন।

**পরিচর্যা উপহার** - প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচারপ্রচারকারী, পালক, শিক্ষক

যীশু মনুষ্যদের উপহার দিয়েছেন।  খুঁজুন কিভাবে এই উপহারগুলি মণ্ডলীতে একসাথে প্রবাহিত হয় যাতে ঈশ্বরের লোকদের সেবার কাজের জন্য প্রস্তুত করা যায়। আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান বুঝতে চেষ্টা করুন!

**জীবনযাপনের নমুনা** - পুরাতন নিয়ম থেকে

এই সাময়িক শিক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের সমৃদ্ধ মৌলিক সত্যগুলি জীবিত হয়ে ওঠে। আসন্ন খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী, উৎসব, বলিদান এবং পুরাতন নিয়মের অলৌকিক ঘটনা, সবই ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনাকে প্রকাশ করে থাকে।

এ.ল এবং জয়েস গিল এর দ্বারা রচিত পুস্তক

রাজত্বের জন্য নির্ধারিত

বেড়িয়ে যাও! যীশুর নামে

প্রতারণার উপর বিজয়

পাঠের নির্দেশিকা

গৌরবের জন্য যুগান্তকারী

অন্যায় থেকে মুক্ত

সমস্ত পাঠলিপি, পুস্তক এবং পাঠের নির্দেশিকাগুলী বিনামূল্যে ডাউনলোড করুন www.gilministries.com থেকে

TRANSLATED BY : TAMASREE SENGUPTA SINGH